সাহিত্যপরিষদ্-গ্রন্থাবলী—২৮

ভারতশাস্ত্রপিটক
সম্পাদক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্.এ.
সংখ্যা—২

প্রবর্ত্তক—
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুর, এম্.এ.

# মাধ্যন্দিন
# শতপথ ব্রাহ্মণ

## দ্বিতীয় খণ্ড

—:•:—

অনুবাদক
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

১৩১৮

সুরক্ষিত মূল্য ২॥০

কলিকাতা,

২৫ নং রামবাগান ষ্ট্রীট্, ভারতমিহির যন্ত্রে

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

# প্রপাঠকসূচী



---

# অধ্যায়সূচী

# ব্রাহ্মণসূচী

# অনুক্রমণিকা

# প্রবেশক

বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট শতপথব্রাহ্মণের দ্বিতীয় খণ্ড উপস্থত হইল। এই খণ্ডে মূল ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় কাণ্ডের অনুবাদ রহিয়াছে। এই কাণ্ডের নাম এ ক পা দি কা। কি জন্ত ইহার এই নাম হইয়াছে, তাহা অনুবাদকের নিকট এখনো অপরিজ্ঞাত। এই কাণ্ডে মোট ৬ অধ্যায়, বা ৫ প্রপাঠক, ২৪ ব্রাহ্মণ ও ৫৪৯ কণ্ডিকা আছে। অগ্ন্যাধান, পুনরাধেয় বা পুনরাধান, অগ্নিহোত্র, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, আগ্রয়ণেষ্টি, দাক্ষায়ণেষ্টি ও চাতুর্ম্মাস্তসমূহ—অর্থাৎ বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, সাকমেধ ও শুনাসীর্য্য এই কাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। অরণিসংঘর্ষণে কিরূপে অগ্নিকে উৎপাদন করা হয়, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্ত এই খণ্ডে একটি অগ্নিমন্থনের চিত্র প্রদান করিয়া তৎসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। অগ্নিহোত্রের বেদি ও যজ্ঞিয় পাত্রসমূহের এক-একটি সবিবরণ চিত্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানাকারণে এই খণ্ডে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ হইলে পরবর্ত্তী খণ্ডে তাহা সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করিব। বহুবিধ অসুবিধায় এই খণ্ড প্রকাশিত করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,<br>১১ই পৌষ, ১৩১৮। } শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

ওঁ

# শতপথ ব্রাহ্মণ

## দ্বিতীয় কাণ্ড

### প্রথম প্রপাঠক

### প্রথম ব্রাহ্মণ

[ অগ্নিকুণ্ডের সংস্কারের জন্য সম্ভার বা উপকরণ আবশ্যক হয়, সম্ভার-শব্দের ব্যুৎপত্তি, প্রয়োজন-
নি ;—২ অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক গার্হপত্য অগ্নির কুণ্ডে রেখাত্রয়-অঙ্কন ও তাহার প্রয়োজন ;—৩-৪ জলের
রা রেখাত্রয়ের অভ্যুক্ষণ, ( সম্ভার পাঁচটি—জল, হিরণ্য, ঊষ বা ক্ষারমৃত্তিকা বা লোণামাটি,
াখুকরীষ বা ইন্দুরে মাটি, ও শর্করা বা কাঁকর। এই সম্ভারসংগ্রহের প্রয়োজন কি তাহারই
মাধ্যে উল্লেখ ), জল সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন বর্ণন ;—৫ হিরণ্যসংগ্রহ, হিরণ্যের
ৎপত্তি-বিবরণ, হিরণ্যপাত্রের দ্বারা (পদাদি) না ধোয়ার ব্যবহার, হিরণ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্য ও
য়োজন ;—৬ ঊষ বা ক্ষারমৃত্তিকার সংগ্রহ, তাহার প্রয়োজন, ঊষর স্থানসমূহ পশুগণের প্রিয় ;
-৭ আখুকরীষ-সংগ্রহ, তাহার প্রয়োজন. ইন্দুরসমূহের মাটিতে প্রবেশ করিবার কারণ ;—৮-১১
াহুর-আখ্যায়িকা দ্বারা তাহার প্রয়োজন-বর্ণন ;—১২ ঋতুর পঞ্চ সংখ্যা উল্লেখে পঞ্চ সম্ভার
গ্রহের সমর্থন ;—১৩ বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন ;—১৪ কেহ কেহ বলেন যে, সম্ভারসংগ্রহের প্রয়োজন
, এই মতের খণ্ডন। ][1]

---

১। দ্বিতীয় কাণ্ডের প্রথম প্রপাঠকের প্রথম ব্রাহ্মণ হইতে দ্বিতীয় প্রপাঠকের প্রথম কাণ্ড
় অগ্ন্যাধান (বা অগ্ন্যাধেয়) প্রতিপাদিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত দর্শ-পূর্ণমাস ও
অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যত কর্ম্ম আছে, তৎসমুদয়ই গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ এই অগ্নিত্রয়ে
সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই অগ্নিত্রয়ের বিধিপূর্ব্বক আধান বা স্থাপনের নাম অগ্ন্যাধান, বা
াধেয়। কি প্রকারে কোন সময়ে ইহা করিতে হয় তাহাই সবিস্তর ক্রমশঃ এখানে বিহিত
ছে।

দারপরিগ্রহ বা দায়সংবিভাগের পর অমাবাস্তায় ( অথবা শাখান্তরমতে পূর্ণিমায় ) অগ্ন্যাধান বিধেয়। এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রের বিধান পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণে উক্ত হইবে। বিশেষ বিশেষ ঋতুরও বিধান আছে, তাহাও উক্ত হইবে। যে দিন যাহার শ্রদ্ধা উপস্থিত হইবে, সে সেই দিনেই আধান করিতে পারে, ইহার পক্ষে অপর কাল-নিয়ম নাই, এরূপ ব্যবস্থাও আছে।

দর্শ ও পূর্ণমাসের ন্যায় অগ্ন্যাধানেও দুই দিন, আবশ্যক হয়; ইহার পূর্ব্ব দিনে ব্রত গ্রহণ করিয়া পর দিনে প্রধান কার্য্য করিতে হয়।

অগ্ন্যাধানের জন্য যজমান প্রথমে দেহশুদ্ধির নিমিত্ত কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইয়া আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবেন, এবং তাহার পর ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু, ও আগ্নীধ্র, এই চারি জন ঋত্বিক্‌কে বরণ করিয়া তাঁহাদের সহিত দুইটি পরিমাণমত অগ্নিশালা নির্ম্মাণ করিবেন প্রথমে গার্হপত্য ও তাহার পর আহবনীয় অগ্নির আগার করিতে হয়। গার্হপত্য অগ্নির আগা[র] প্রাগ্বংশ বা উদগ্বংশ হইবে, এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণে দ্বার থাকিবে; আহবনীয় অগ্নির আগার প্রাগ্বং[শ] হইবে, এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দ্বার থাকিবে। গার্হপত্য অগ্নির আগারে গার্হপত্য ও দক্ষিণ [বা] অন্বাহার্য্যপচন, এই উভয় অগ্নির কুণ্ড (খর, বা ধিষ্ণ্য) থাকে, এবং আহবনীয় অগ্নির আগারে আহবনী[য়] অগ্নির কুণ্ড ও বেদি থাকে। এই সকল অগ্নির স্থান ঠিক করিবার জন্য অধ্বর্য্যু পশ্চিম হইতে পূ[র্ব্ব] দিকে একটি রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহাতে আট পা, এগার পা, বা বার পা তফাতে, অথবা নিজের ম[ত] উপযুক্ত মত ব্যবধান ঠিক করিয়া ( ১. ৬. ১. ২২-২৫ ) একটু চিহ্নিত করিয়া দিবেন, এবং [যে] স্থানে পশ্চিম দিকে গার্হপত্যের স্থান করিয়া তাহার পূর্ব্বদিকে উল্লিখিত ব্যবধানে আহবনীয়ের স্থা[ন] করিতে হইবে, এবং বেদি ও দক্ষিণাগ্নির মধ্যে দক্ষিণ দিকে দক্ষিণাগ্নির স্থান করিতে হইবে। গা[র্হ]পত্যের স্থান বর্ত্তুলাকার, আহবনীয়ের স্থান চতুরস্রাকার ও দক্ষিণাগ্নির স্থান অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইবে এই স্থান গুলির প্রত্যেকের ক্ষেত্রফল এক অরত্নি-প্রমাণ করিয়া হইবে।

অনন্তর যজমান পূর্ণমাসের ন্যায় কেশ ও শ্মশ্রুর মুণ্ডন ও নখচ্ছেদন করাইবেন, এবং যজ[মান] পত্নীও নখচ্ছেদন করাইবেন। পরে উভয়েই স্নান করিয়া নূতন ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিবে অগ্ন্যাধান সম্পূর্ণ হইলে। এই বস্ত্রদ্বয় অধ্বর্য্যুকে দিতে হয়। ইহার পর অধ্বর্য্যু গার্হপত্য [কু]ণ্ডে সাধারণ অগ্নি স্থাপন করেন। অগ্নিস্থাপন করিতে হইলে দুই উপায়ে অগ্নি সংগ্রহ করিতে অরণি বা কাষ্ঠ মন্থন ( ঘর্ষণ ) করিয়া, অথবা স্থানান্তর হইতে আনয়ন করিয়া। অরণি হইতে বাহির করিয়া লইলে এই সমস্ত দ্রব্যের দরকার হয়, যথা—অ ধ রা র ণি, উ ত্ত রা র ণি, প্র [মন্থ]ও বি লী, চা ত্র, ও নে ত্র। ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচটি অগ্নিমন্থনের বিশেষ-বিশেষ কাষ্ঠ ও একখানি রজ্জু ( ইহাদের বিশেষ লক্ষণ ও চিত্র স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে, দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ, যাজ্ঞিকদেবপদ্ধতি; পা. গৃ. স্. ১. ২. ৫, হরিহরভাষ্য; তদ্ধৃত যজ্ঞপার্শ্বকারিকা, ইত্যাদি; ব[াহুল্য] ভয়ে এখানে বিবৃত করা হইল না )। অরণিদ্বয় শমীবৃক্ষের মধ্য হইতে উৎপন্ন ( "শমীগর্ভ", শ্রৌ. ৫. ১. ২. কর্কভাষ্য; কা. শ্রৌ. ৪. ৭. ২ বৃত্তি ) অথবা শমীবৃক্ষের সহিত সংসক্তমূল ( "স[ংসক্ত] মূলো যঃ শম্যা স শমীগর্ভ উচ্যতে"—যজ্ঞপার্শ্বকারিকা ) অশ্বত্থ বৃক্ষের পূর্ব্বমুখ, উত্তরমুখ বা

শাখায় হইবে। শমীগর্ভ অশ্বত্থ না হইলে সাধারণ অশ্বত্থেরই শাখায় হইতে পারে। আর যদি স্থানান্তর হইতে অগ্নি আহরণ করিতে হয় তাহা হইলে বৈশ্যগৃহ, কন্দুগৃহ (যে স্থানে নিরন্তর খাজ, তণ্ডুল প্রভৃতি ভাজা হয়, "অম্বরীষ, ভ্রাষ্ট্র)" বা পাকশালা ("মহানস", যে স্থানে অনবরত বহু অন্নের পাক হয়) হইতে অগ্নিসংগ্রহ করিতে পারা যায়। অগ্নি এইরূপে সংগৃহীত হইলে অধ্বর্য্যু পঞ্চবিধ ভূমিসংস্কার করিবেন; পঞ্চবিধ ভূমিসংস্কার যথা—প রি স মূ হ ন, দর্ভত্রয়ের দ্বারা ভূমির ধূলিসমূহের অপসারণ; উ প লে প ন, গোময়াদি দ্বারা ভূমির লেপন; উ ল্লে খ ন, স্ফ্য দ্বারা ভূমিতে রেখাত্রয়ের অঙ্কন; উ দ্ধ র ণ, অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকা দ্বারা অঙ্কিত রেখা হইতে ধূলির নিক্ষেপ; ও অ ভ্যু ক্ষ ণ, পাত্রস্থিত জলের দ্বারা ঐ ভূমির সেচন। অনন্তর তিনি গার্হপত্য অগ্নির কুণ্ডে সেই অগ্নিকে স্থাপন করিবেন। যজমান সেই দিন দিবাভাগে ভোজন করিবেন, রাত্রিতে ইচ্ছা হইলে করিতে পারেন। তিনি সন্ধ্যার সময় আহবনীয় অগ্নির পূর্ব্বদিকে উপবিষ্ট হইয়া দেবগণ ও পিতৃগণকে মন্ত্রবিশেষের উল্লেখে আহ্বান করেন, এবং পত্নী সেই সময়ে তাঁহার নিকটেই উপবেশন করিয়া থাকেন। অনন্তর তিনি অগ্ন্যাগারদ্বয়ের মধ্যে আহবনীয়-আগারের পূর্ব্ব দ্বার দিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন, এবং পত্নী দক্ষিণ দ্বার দিয়া গার্হপত্য-আগারে প্রবেশ করেন; এবং তাঁহারা উভয়েই ঐ স্থাপিত অগ্নির পশ্চাতে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হন; ইঁহাদের মধ্যে পত্নী দক্ষিণ দিকে এবং যজমান উত্তর দিকে থাকেন। অনন্তর পর দিন যে দুইখানি অরণির দ্বারা অগ্নি মন্থন করিতে হইবে অধ্বর্য্যু সেই অরণিদ্বয়কে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া যজমানকে অর্পণ করেন, এবং পত্নী তাঁহার হস্ত হইতে অধরারণিখানি গ্রহণ করিয়া নিজের অঙ্কদেশে স্থাপন করেন, যজমানও উত্তরারণিখানিকে নিজের অঙ্কে স্থাপন করেন। এবং তাঁহারা উভয়েই ঐ অরণিদ্বয়কে চন্দন, ধূপ, ও কুসুমাদির দ্বারা পূজা করেন। অনন্তর ঋত্বিগ্‌গণ তিলকাদি প্রদানে মাঙ্গল্য ও আশীর্ব্বাদ অনুষ্ঠান করিলে ঐ অরণিদ্বয়কে যজমান ও তাঁহার পত্নী কোন পীঠের উপর রাখিয়া দেন। তাহার পর গার্হপত্য-আগারে সমস্ত রাত্রির জন্য যজমানকে স্বকীয় বা পরকীয় একটি ছাগল বাঁধিয়া রাখিতে হয়। অথবা ইহা না বাঁধিলেও হয়। বদ্ধ ছাগলটি যদি যজমানের নিজের হয়, তবে তিনি প্রাতঃকালে কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইলে তাহা আগ্নীধ্রকে প্রদান করিবেন।

অনন্তর সূর্য্য অস্তমিত হইবার পর অধ্বর্য্যু রক্তরাগরঞ্জিত বৃষচর্ম্মের উপর চারিটি তণ্ডুলপাত্র স্থাপন করেন, ও ইহার প্রত্যেকটিতে তিন প্রসৃতি-পরিমাণ (যাহাতে এক জনের পূর্ণ আহার হইতে পারে) তণ্ডুল নিক্ষেপ করেন। ইহার পর ঐ সমস্ত তণ্ডুলকে একটি স্থালীতে ঢালিয়া ও দুইবার তাহা ক্ষালন করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থালীতে অগ্নিতে চাপাইয়া পাক করেন। এই পক্ব অন্নের নাম চতুঃ প্রা শ্য ও দ ন, অর্থাৎ যে অন্নকে চারিজনে ভোজন করিতে পারেন। ব্রহ্মা-প্রভৃতি চারিজন ঋত্বিক্ ইহা ভক্ষণ করেন বলিয়া এই ওদনকে ব্র হ্মৌ দ ন নামেই সাধারণত অভিহিত করা হয়। অন্ন পক্ব হইলে তাহা নামাইয়া তাহার মধ্যে একটি গর্ত্ত করিতে হয়, এবং সেই গর্ত্তে ঘৃত ঢালিয়া ঘৃতের দ্বারা প্রাদেশপ্রমাণ তিন খানি অশ্বত্থ কাষ্ঠের সমিৎ লিপ্ত করিয়া লইতে হয়, এবং তিনি তাহা হস্তে করিয়া ক্রমশ মন্ত্রবিশেষ পাঠপূর্ব্বক স্থাপিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অনন্তর যজমান ব্রহ্মা-প্রভৃতি চারিজন ঋত্বিকের যথাক্রমে পাদ প্রক্ষালন করিয়া দেন, এবং তাঁহাদিগকে উপবেশন

১। তিনি এই-এই (বিভিন্ন-বিভিন্ন দ্রব্য বা স্থান) হইতে স স্তু র ণ (সংগ্রহ) করেন বলিয়া সম্ভারসমূহের নাম স ম্ভা র হইয়াছে; যেখানে যেখানে অগ্নি (কোন তেজ) নিলীন থাকে, তিনি তাহা তাহা হইতেই সংগ্রহ করেন। তিনি একটিকে (হিরণ্যকে) সংগ্রহ করিয়া বর্ণের দ্বারা, একটিকে (ক্ষারমৃত্তিকা) সংগ্রহ করিয়া পশুসমূহের দ্বারা, এবং একটিকে (জলকে) সংগ্রহ করিয়া মিথুনের দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) সমৃদ্ধ করেন।[২]

---

করাইয়া ও গন্ধমাল্যাদির দ্বারা অর্চনা করিয়া ঐ অন্ন ভোজন করিতে অনুরোধ করেন, এবং তাঁহারা তাহা ভোজন করেন।

(চা তু র্প্রা শ্য ও দ ন সম্বন্ধে বিধানান্তরও আছে। এই মতে আধান-দিবসের পূর্ব্বে এক বৎসর যাবৎ প্রতিদিন পূর্ব্বোক্ত রীতিতে ঐ অন্ন পাক করিয়া পূর্ব্ববৎ অগ্নিতে সমিৎ প্রক্ষেপ করিতে হয়। বৎসর পূর্ণ হইলে সমস্ত বৎসর ধরিয়া সমিৎ প্রক্ষেপ দ্বারা সংস্কৃত ঐ অগ্নি হইতেই আহবনীয়াদি অগ্নিত্রয় আহৃত হইয়া থাকে। বিনা অরণিতে অগ্নি আধান করিতে হইলেই এই বিধান মানা হয়)।

যজমান ও তাঁহার পত্নী সেই রাত্রিতে জাগরণ করিবেন এবং স্থাপিত অগ্নিকে কাষ্ঠখণ্ড অথবা গোময়-পিণ্ড (ঘুঁটে) দ্বারা জ্বলন্ত রাখিবেন। তাঁহারা পরিহিত বসনযুগল রাত্রিতে প্রক্ষালন করিয়া শুখাইবার জন্য প্রসারণ করিয়া দিবেন, এবং প্রত্যূষ সময়ে স্নান করিয়া পুনর্ব্বার তাহা পরিবেন। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে অরুণোদয়কালে অধ্বর্য্যু স্নান করিয়া সেই স্থাপিত অগ্নিকে প্রশমে উপশান্ত করিবেন, অথবা যদি এই অগ্নিকেই দ ক্ষি ণ, বা অ ন্বা হা র্য্য প চ ন-রূপে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে সেই স্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া দক্ষিণ দিকে কোন এক সুগুপ্ত স্থানে রাখিয়া দিবেন। অনন্তর অধ্বর্য্যুর আদেশানুসারে যজমান পূর্ণাহুতিহোমপর্য্যন্ত বাক্‌সংযম করিয়া থাকেন, এবং অধ্বর্য্যু বক্ষ্যমাণ প্রথম ব্রাহ্মণে বর্ণিত ক্রমের অনুসরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

২। অগ্নির ঘর বা কুণ্ডকে কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য এই প্রণালী অবলম্বিত হয়—গার্হপত্য অগ্নির কুণ্ডে পূর্ব্বদিন যে অগ্নি স্থাপন করা হইয়াছিল, পরদিন অধ্বর্য্যু তাহা উপশান্ত বা স্থানান্তরে রক্ষিত করিয়া রাখেন, ইহা উক্ত হইয়াছে (১ম টীকা ৪র্থ পৃ·)। অধ্বর্য্যু ঐ অগ্নিকুণ্ডে পঞ্চবিধ ভূমি সংস্কার করিয়া প্রথমে তিনটি রেখা অঙ্কিত করেন, এবং তাহা জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া ঐ কুণ্ডের মধ্যে এক খণ্ড স্বর্ণ ('হিরণ্যশকল') ফেলিয়া তদুপরি ক্ষারমৃত্তিকা (নোণামাটি, 'ঊষ') ও ইন্দুরের মাটি ('আখুৎকর') ফেলেন, এবং ঐ ইন্দুরের মাটির দ্বারা কুণ্ডটিকে বৃত্তাকার করেন, ইহার ক্ষেত্রফল এক অরত্নিপ্রমাণ হইবে। কুণ্ড বৃত্তাকার হইলে তাহার চারিদিকে ৫০ পঞ্চাশ খানি কাঁকর ('শর্করা') দিতে হয়। এই স্থলে আহবনীয় ও গার্হপত্যের কুণ্ডের মধ্যদেশ সংস্কৃত করিতে হয়। এই পাঁচটি দ্রব্য অর্থাৎ জল, হিরণ্য, ক্ষারমৃত্তিকা, ইন্দুরমৃত্তিকা, ও শর্করা স ম্ভা র নামে উক্ত হয়। এস্থানে এই সম্ভার শব্দেরই ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে, ও তাহাদের প্রয়োজন বর্ণিত হইতেছে। "স স্তু র ণ (স

২। অনন্তর তিনি (অধ্বর্যু), গার্হপত্য অগ্নির কুণ্ডে স্ফ্য দ্বারা তিনটি) রেখা অঙ্কিত করেন। এই পৃথিবীর উপর যে দাঁড়ান যায়, বা নিষ্ঠীবন ফেলা যায়, তাহাই তিনি ইহা দ্বারা বিনষ্ট করেন; এবং তাহার পর যজ্ঞার্হ 'পৃথিবীতেই অগ্নিকে) আধান করেন; তিনি সেই জন্যই রেখা অঙ্কিত করিয়া থাকেন।

৩। অনন্তর তিনি (সেই রেখাত্রয়কে) জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করেন, তিনি যে জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করেন, তাহাই জল সংগ্রহ (করিবার উদ্দেশ্য)। তিনি যে জল সংগ্রহ করেন তাহার (অপর) কারণ এই যে, জল অন্ন; জল অন্নই, এবং সেই জন্য যখন এই লোকে জল আগমন করে, তখন ভোজনীয় অন্ন জাত হইয়া থাকে। অতএব তিনি ইহা দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) ভোজনীয় অন্নের দ্বারাই সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন।

৪। জল ('আপ', স্ত্রীং) স্ত্রী, এবং অগ্নি যুবা; অতএব তিনি ইহাতে উৎপাদক মিথুনের দ্বারাই ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত (বিশ্ব) জলের দ্বারা ব্যাপ্ত ('আপ্ত'), এবং তিনি ইহাকে জলের দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়া ('আপ্ত্বা') আধান করেন,[৩] এবং সেই জন্য জলকে সংগৃহীত করেন।

৫। অনন্তর তিনি হিরণ্য সংগ্রহ করেন। অগ্নি জলের ('আপ্', স্ত্রীং) সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিলেন যে, 'আমি ইহার দ্বারা মিথুনবান্ হইব।' তিনি তাহার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন, ও তাহাতে রেত সেচন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে হিরণ্য (উৎপন্ন) হইয়াছিল। সেই জনাই ইহা (হিরণ্য) অগ্নিসঙ্কাশ; কারণ, ইহা অগ্নির রেত; এবং সেইজন্যই (লোকেরা হিরণ্যকে) জলের মধ্যে পাইয়া থাকে, কেননা, তিনি জলের মধ্যেই (রেত) সেবন করিয়াছিলেন। সেইজন্য ইহা দ্বারা (কেহ কিছু) ধৌত করে না, এবং কোন (কার্য্যও) করে না।[৪] (হিরণ্য) যশঃস্বরূপ,

---

ন"; কাহাকে সংগ্রহ করেন? সায়ণ এস্থানে বলেন—হিরণ্য প্রভৃতি তত্তৎ দ্রব্যসমূহ হইতে তাহাই একদেশ সংগ্রহ করা হয়, এবং সেই জন্যই যাহা সম্ভরণ বা সংগ্রহ করা যায়, তাহার নাম ...া য়। অনুবাদ সায়ণানুসারে।

৩। দ্রষ্টব্য—১. ১. ১. ১৪। এস্থানে জলবাচী 'অপ্, ("আপঃ")' শব্দের ও প্রাপ্ত্যর্থক √আপ্-এর সাদৃশ্য দেখিয়া এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

৪। হিরণ্য বা স্বর্ণের উৎপত্তি-বিবরণ পুরাণসমূহেও বর্ণিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড, ১৩১, ৩৩-৩৭। "পুরা নিজাশ্রমাস্থানাং সপ্তর্ষীণাং জিতাত্মনাম্। পত্নীর্বিক্য লাবণ্যলক্ষ্মীসম্পন্নযৌবনাঃ। কন্দর্পদর্পবিধ্বস্তচেতসো জাতবেদসঃ। পতিতং তদ্বরাপৃষ্ঠে

কেননা, তাহা দেবতার রেত ; তিনি ইহাতে যশেরই দ্বারা ইহাকে ( অগ্নিকে সমৃদ্ধ করেন, এবং সমগ্র অগ্নিকে রেতোযুক্তই করেন।[৫] তিনি সেই জন্য হিরণ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

৬। অনন্তর তিনি ক্ষারমৃত্তিকাসমূহ ( লোণামাটী, 'ঊষ' ) সংগ্রহ করেন। ঐ দ্যৌ এই পৃথিবীকে এই ( ক্ষারমৃত্তিকারূপ ) পশুগুলিকে প্রদান করিয়াছিলেন ; সেই জন্য ( লোকেরা ) ঊষর স্থানকে পশুহিতকর বলিয়া থাকে। ইহারা ( ক্ষারমৃত্তিকাসমূহ ) সাক্ষাৎ পশুই ; সেইজন্য তিনি ইহাতে পশুসমূহের দ্বারাই ইহাকে ( অগ্নিকে ) সমৃদ্ধ করেন।[৬] তাহারা ( ক্ষার-মৃত্তিকারূপ পশুসমূহ ) ঐ (দ্যুলোক) স্বর্গ হইতে আগমন করিয়া এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; এই জন্য ( তাঁহারা ) ইহাকে এই দ্যৌ ও পৃথিবীর রস বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। অতএব তিনি ইহাতে এই দুই-এর রসের দ্বারাই ইহাকে ( অগ্নিকে ) সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন। তিনি সেইজন্যই ক্ষারমৃত্তিকাসমূহ সংগ্রহ করেন।

৭। অনন্তর তিনি আখুকরীষ ( ইঁদুরের মাটী ) সংগ্রহ করেন। ইঁদুরে: এই পৃথিবীর রসকে জানে, এবং সেইজন্য তাহারা এই পৃথিবীর অধোধঃ প্রদে বিবর করিয়া স্থূলতম হয়, কেননা, তাহারা এই পৃথিবীর রসকে জানে। যে স্থা তাহারা এই পৃথিবীর রসকে জানিতে পারে, সেইখানেই উৎক্ষিপ্ত করে। অতএ তিনি ইহাতে এই পৃথিবীর রসের দ্বারাই ইহাকে ( অগ্নিকে ) সমৃদ্ধ করেন তিনি সেই জন্যই আখুকরীষ সংগ্রহ করেন। যে ব্যক্তি শ্রী প্রাপ্ত হয়, (লোকের তাহাকে পু রী ষ্য বলিয়া থাকে, এবং পু রী ষ ও ক রী ষ সমান, অতএব তা ইহারই ( অগ্নিরই শ্রী ) প্রাপ্তির জন্য।[৭] তিনি সেই জন্য আখুকরীষ সংগ্র করিয়া থাকেন।

---

রেতস্তু হেমতামগাৎ।"—গরুড়পুরাণ, শব্দকল্পদ্রুম, সুবর্ণশব্দ। এই জন্ত অগ্নির অপর নাম হি র ' রে তা:। দ্রঃ—বামনপুরাণ, ৫৪ অধ্যায় ; মহাভারত, আনুশাসনিক পর্ব্ব, ৮৪-৮৫ অধ্যায় ; "অগ্নি সকলা দেবাঃ সুবর্ণস্তু তদাত্মকং। তস্মাৎ সুবর্ণং দদতা দত্তাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ।" তস্মাৎ তৎ পরা ন ধার্য্যম্' ইতি শুদ্ধিতত্ত্বে রঘুনন্দন।

৫। ১ম কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

৬। ১ম কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

৭। সায়ণ বলেন—শ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন পু রী ষ্য বলিয়া উক্ত হন, তখন বুঝা যায় যে শ্রীপ্র

৮। অনন্তর তিনি শর্করাসমূহ (কাঁকর) সংগ্রহ করেন। দেবগণ ও
সুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য; তাঁহারা উভয়েই স্পর্দ্ধা করিয়া ছিলেন।
খন এই পৃথিবী পদ্মপত্রের ন্যায়[১] চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং এতাদৃশ
াকে বায়ু (যেন) সঞ্চালিত করিয়াছিল; ইহা (পৃথিবী, একবার) দেবগণের
কটে গমন করিয়াছিল, এবং (একবার) অসুরগণের নিকটে গমন করিয়া-
ল। ইহা যখন দেবগণের নিকট গমন করিয়াছিল—

৯। তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেন—'অহো! আমরা এই (পৃথিবীরূপ)
তিষ্ঠাকে দৃঢ়তর করিব! এবং ধ্রুব ও অশিথিল ইহাতে আমরা অগ্নিকে স্থাপিত
রিব ও তাহাতেই শত্রুগণকে ইহার ভাগরহিত করিব!'

১০। তদনুসারে, লোকে যেমন (আর্দ্র) চর্ম্মকে (বিস্তৃত করিয়া চারি
কে) শঙ্কু (গোঁজ) দ্বারা বিদ্ধ করে, তাঁহারাও এইরূপ শর্করাসমূহের দ্বারা
(পৃথিবীরূপ) এই প্রতিষ্ঠাকে চারিদিকে দৃঢ় করিয়াছিলেন। (তাহাতেই)
প্রতিষ্ঠা ধ্রুব ও অশিথিল হইয়াছিল, এবং সেই ধ্রুব ও অশিথিল প্রতিষ্ঠাতে
হারা অগ্নিদ্বয়কে স্থাপিত করিয়াছিলেন, ও তাহা দ্বারাই শত্রুগণকে ইহাতে
রহিত করিয়াছিলেন।[২]

১১। তিনি সেই প্রকারেই ইহা দ্বারা এই প্রতিষ্ঠাকে শর্করাসমূহের দ্বারা
দিকে দৃঢ় করেন, এবং দৃঢ় ও অশিথিল ইহাতে অগ্নিদ্বয়কে স্থাপন করেন,

---

রীষ (ধুলা-বালি); এবং পু রী ষ ও ক রী ষ অভিন্নার্থক বলিয়া বলিতে হইবে যে, করীষ
প্তির হেতু; অতএব করীষসংগ্রহের দ্বারা অগ্নি শ্রীপ্রাপ্ত হয়।

[১] 'পুষ্কর পর্ণ'।

[২] তুলঃ—তৈ. ব্রা. ১. ১. ৩. ৫। তৈত্তিরীয় সংহিতা অনুসারে সম্ভার চতুর্দ্দশটি হইয়া থাকে,
পা র্থি ব (পৃথিবীসম্ভব), এবং সাতটি বা ন স্প ত্য (বৃক্ষসম্ভব), অথবা উভয়বিধই
চটি হয়; অথবা পার্থিব বেশী মাত্রায় হয়, বানস্পত্য অল্প মাত্রায় (আপ. শ্রৌ. ৫. ১. ৫)।
র্থিব সম্ভার যথা—সিকতা (বালি), ক্ষারমৃত্তিকা, আখুকরীষ, বল্মীকবপা (উই পোকার মাটি),
ক, শুষ্ক হয় না এরূপ জলাশয়ের মাটী; বরাহবিহত মৃত্তিকা?) শর্করা ও হিরণ্য। সপ্ত
্য যথা অশ্বত্থ, উদুম্বর, পলাশ, শমী, বিকঙ্কত ও অশনিহত বৃক্ষ (অশনিহত বৃক্ষের অভাবে
বা বাতহত বৃক্ষ লইতে পারা যায়—বৌধায়ন)—এই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ ও পুষ্করপর্ণ
?))। দ্রঃ—তৈ. ব্রা. ১. ১. ৩. ইত্যাদি; আপ. শ্রৌ. ৫. ১. ৪—৫. ২. ৪।

ও তাহা দ্বারাই শত্রুগণকে ইহাতে ভাগরহিত করেন। তিনি সেই জন্য শর্করা-সমূহকে সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

১২। তিনি ( পূর্বোক্ত ) এই পাঁচটি সম্ভার সংগ্রহ করেন, কেননা, যজ্ঞ পঞ্চাবয়ব, পশু পঞ্চাবয়ব, এবং সংবৎসরের ঋতু পঞ্চ।[১১]

১৩। তদ্বিষয়ে কেহ কেহ বলেন—'সংবৎসরের ঋতু ছয়টিই।' তাহা হইলে উৎপাদক মিথুনকে ন্যূন করা হয়, কিন্তু ন্যূন হইতেই এই প্রজাসমূহ জাত হয় ; এবং উত্তর কালে তাহা কল্যাণ হয়। অতএব (সম্ভার) পাঁচটি হইয়া থাকে। যদি সংবৎসরের ঋতু ছয়ই হয়, তবে অগ্নিই ইহাদের ( সম্ভারসমূহের ) ষষ্ঠ হইবে, এবং তাহা হইলেই ইহা অন্যূন হয়।"

১৪। কেহ কেহ এখানে বলিয়া থাকেন—'একটিও সম্ভার সংগ্রহ করিবে না।' কেননা, ( তাঁহারা বলেন —) 'এই সমস্তই (সম্ভার) পৃথিবীতে রহিয়াছে। অতএব, তিনি যখন ইহাতে (পৃথিবীতে ) আধান করেন, তখন সমস্ত সম্ভারকে প্রাপ্ত হন। অতএব একটিও সম্ভার সংগ্রহ করিবে না।' কিন্তু তিনি সংগ্রহ করিবেনই ; কেননা, তিনি যখন আধান করেন, তখন সমস্ত সম্ভারকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু যদি সংগৃহীত সম্ভার সমূহের দ্বারা তাহার ( আধান ) হইয়া থাকে, তবেই তাহা ( আধান, যথার্থত ) হয়। অতএব তিনি সংগ্রহ করিবেনই।

---

১০। দ্রঃ—১. ১. ১. ১৬ ; ৫. ৫. ৮।

১১। হেমন্ত ও শিশিরকে একত্র ধরিয়া ( ঐ. ব্রা. ১. ১. ২. ১ ) পাঁচ ঋতু গণনা করা হয়। যাঁহারা বলেন যে, ঋতু ছয়, তাঁহাদের মত অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, ছয়টি ঋতুতে মিথুন পূর্ণ হয়—ছয়টি ঋতুতে তিনটি মিথুন হয়, এবং তাহা উৎপাদক হইতে পারে। ঋতুর সাদৃশ্যে সম্ভার গ্রহণে ছয়টি সম্ভারই লওয়া উচিত, কেননা, তাহা হইলেই মিথুন পূর্ণ-অন্যূন হইবে, এবং সেই অন্যূন মিথুনই উৎপাদক হইতে পারে। কিন্তু বস্তুত পাঁচটি মাত্র সম্ভার থাকায় মিথুন ন্যূন হইয়া পড়িতেছে ; এই ন্যূন মিথুন উৎপাদক হইতে পারে না। ইহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, প্রকৃত বিষয়ে পাঁচটি সম্ভার হইলেও কোন ক্ষতি হয় না। ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ন্যূন হইলেও তাদৃশ মিথুন হইতে প্রজা উৎপন্ন হইতে পারে, এবং তাহা ভবিষ্যতে মঙ্গল হয়। সায়ণ বলিয়াছেন—স্ত্রী-পুরুষের বীর্যের পরস্পর ন্যূনতায় স্ত্রী-পুরুষ-সাপ অপত্য হইয়া থাকে ; অতএব পাঁচটি সম্ভার হওয়ায় যে মিথুনের ন্যূনতা হয়, তাহা ভবিষ্যতে মঙ্গল হয়। এইরূপে সম্ভারের পঞ্চসংখ্যাত্ব প্রশংসা করিয়া পরে প্রকারান্তরে ও তাহা সমর্থন করিতেছেন যে, ছয় সংখ্যার আবশ্যক হইলে অগ্নিই তাহা পূর্ণ করিবে।

## দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[ ১ কৃত্তিকানক্ষত্রে গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নিকে আধান করিবার বিধি, কৃত্তিকা অগ্নির নক্ষত্র ; —২ অন্যান্য নক্ষত্র অপেক্ষা কৃত্তিকা বহুতর নক্ষত্রের সমষ্টিরূপ বলিয়া তাহা বহুতম, তাহাতে আধান করিলে বহুত্ব লাভ হয় ;—৩ কৃত্তিকায় আধানের অপর যুক্তি, কৃত্তিকা পূর্ব্ব দিক্ হইতে সরিয়া যায় না, অন্যান্য নক্ষত্র পূর্ব্ব দিক্ হইতে সরে ;—৪ কেহ কেহ বলেন কৃত্তিকায় আধান উচিত নহে, তাঁহাদের যুক্তি ;—৫ এই মত খণ্ডন করিয়া পূর্ব্ব মতের স্থাপন ;—৬ রোহিণী নক্ষত্রে আধানের বিধান ও তাহার যুক্তি ;—৭ ঐ বিধির অর্থবাদ ;—৮ মৃগশিরা নক্ষত্রে আধানের বিধান —৯ মতান্তরে তাহার নিষেধ ;—১০ তাহার খণ্ডন ও পূর্ব্ব মতের স্থাপন, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে পুনরাধেয় বিধান ;—১১ ফল্গুনী নক্ষত্রে আধানের বিধান ও তাহাতে যুক্তি ;—১২ হস্তা নক্ষত্রে আধানের বিধান ও সমর্থন ;—১৩-১৭ চিত্রায় আধানের বিধান, দেবাসুর-সম্বন্ধ আখ্যায়িকা দ্বারা ঐ বিধির সমর্থন, চিত্রাশব্দের ব্যুৎপত্তিপ্রদর্শন, আদিত্য ও নক্ষত্র শব্দের অর্থনির্ব্বচন, নক্ষত্রসমূহ পূর্ব্বে সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় ছিল ;—১৯ সূর্য্যোদয় হইলে আধান বিধেয়, রাত্রিতে নহে। ]

১। তিনি কৃত্তিকায়[১] অগ্নিদ্বয়[২] আধান করিবেন ; কেননা, এই যে কৃত্তিকা, ইহাই অগ্নির নক্ষত্র ;[৩] যিনি অগ্নির নক্ষত্রে অগ্নিদ্বয়কে আধান করেন, (তাঁহার) তাহা সদৃশ (করা) হয় ; অতএব তিনি কৃত্তিকায় অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন।

২। অন্য নক্ষত্রসমূহ একটি, দুইটি, তিনটি, বা চারিটি (নক্ষত্র লইয়া, অতএব অল্পতর), আর এই যে কৃত্তিকা, ইহা বহুতম ;[৪] তিনি ইহাতে

---

১। মূলে এখানে বহুবচন আছে ("কৃত্তিকাঃ") ; কৃত্তিকা অগ্নিশিখাসদৃশ (কাহারো কাহারো মতে ক্ষুরসদৃশ) ছয়টি নক্ষত্রের সমষ্টিরূপ বলিয়া ঐ শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হয়। ইহা একবচনেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। আহবনীয় ও গার্হপত্য।

৩। কৃত্তিকানক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা অগ্নি ; "এতদ্বা অগ্নের্নক্ষত্রং যৎ কৃত্তিকাঃ"—তৈ. ব্রা. ১, ১, ২, ১।

৪। কৃত্তিকা ভিন্ন অপর নক্ষত্রসমূহের কোন কোনটিতে একটি, দুইটি, তিনটি, বা চারিটি তারা থাকে ; যথা, আর্দ্রাপ্রভৃতির একটি, ফল্গুনীপ্রভৃতির দুইটি, অশ্বিনীপ্রভৃতির তিনটি, এবং পুনর্ব্বসুপ্রভৃতির চারিটি। অল্প নক্ষত্র অধিষ্ঠান হওয়ায় অন্যান্য নক্ষত্র অল্পতর, আর কৃত্তিকার ছয়টি নক্ষত্র অধিষ্ঠান হওয়ায় তাহা বহুতম বা ভূয়িষ্ঠ।

বহুদেরই নিকটে গমন করেন ; এবং সেই জন্য তিনি কৃত্তিকায় আধান করিবেন।

৩। ইহাই ( কৃত্তিকা ) পূর্ব্ব দিক্ হইতে চ্যুত হয় না, অপর সমস্ত নক্ষত্র পূর্ব্ব দিক্ হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ;[৫] ইহাতে তাঁহার ( অগ্নিদ্বয় ) পূর্ব্ব দিকে আহিত হয় ; এবং সেই জন্য তিনি কৃত্তিকায় আধান করিবেন।

৪। অনন্তর ( কাহারো কাহারো মতে ) তিনি যে কারণে কৃত্তিকায় আধান করিবেন না, ( তাহা উক্ত হইতেছে )—পূর্ব্বে ইহা (কৃত্তিকা) ঋক্ষগণের পত্নী ছিল ; পূর্ব্বে সপ্তর্ষিগণ ঋক্ষ বলিয়া কথিত হইতেন ; কিন্তু ইহা ( নিজের পতির সহিত ) মিথুন হওয়া সম্বন্ধে ঋদ্ধিহীন হইয়াছিল, কেননা, ঐ সপ্তর্ষিগণ উত্তর দিকে উদিত হন, এবং ইহা পূর্ব্ব দিকে উদিত হয়। যে ব্যক্তি ( নিজের স্ত্রীর সহিত ) মিথুন হওয়া সম্বন্ধে ঋদ্ধিহীন হন, তাঁহার তাহা শুভ নহে ; পাছে তিনি মিথুন হওয়া সম্বন্ধে ঋদ্ধিহীন হইয়া পড়েন, সেই জন্য কৃত্তিকায় আধান করিবেন না।

৫। কিন্তু তিনি তাহাতেই আধান করিবেন ; কেননা, অগ্নিই ইহার মিথুন ( মিথুনত্বসম্পাদক ), এবং মিথুন অগ্নি দ্বারা ইহা সমৃদ্ধ ; সেই জন্য তিনি ( তাহাতে ) আধান করিবেনই।

৬। তিনি রোহিণীতে অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া রোহিণীতেই অগ্নিদ্বয়কে আধান করিয়াছিলেন ; তিনি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং ইহার সৃষ্ট প্রজাসমূহ রোহিণীগণের ন্যায় একরূপ ও স্থির হইয়া অবস্থান করিয়াছিল। রোহিণীর ( নক্ষত্রের ) ইহাই রোহিণীত্ব।[৬] যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানিয়া রোহিণীতে অধান করেন, তিনি প্রজা ও পশুসমূহে বহু হইয়া উঠেন।

---

৫। কৃত্তিকা নক্ষত্র উত্তর বা দক্ষিণ দিকে সরিয়া না গিয়া সর্ব্বদা পূর্ব্ব দিকেই থাকে। অপর নক্ষত্র এরূপ নহে।

৬। "একরূপা উপতস্থাবস্থু রোহিণ্য ইব ;" সায়ণ ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"একরূপা অবিচ্ছিন্নপ্রবাহাঃ," অর্থাৎ যাহাদের প্রবাহ অর্থাৎ সন্ততি বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায় ; "উপতস্থুঃ প্রাপ্তস্বরূপত্বয়ো বিনাশরহিতাঃ পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ," অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিরূপে বর্ত্তমান থাকায় যাহাদের বিনাশ নাই। রোহিণীশব্দের অর্থ গাভী ; এবং এস্থলে তাহা অসঙ্গত নহে। গাভী যেমন সন্তান

৭। 'আমরা মনুষ্যগণের কামনাকে' প্রাপ্ত হইব' এই মনে করিয়া পশুগণ রোহিণীতে অগ্নিদ্বয় আধান করিয়াছিল, এবং তাহারা মনুষ্যগণের কামনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। যিনি এইরূপ জানিয়া রোহিণীতে আধান করেন, তিনি, পশুগণ তখন মনুষ্যগণের মধ্যে যে কামনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, পশুগণের মধ্যে সেই কামনাকে প্রাপ্ত হন।

৮। তিনি মৃগশীর্ষে (মৃগশিরায়) অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। এই যে [মৃ]গশীর্ষ, ইহা প্রজাপতির শির (মস্তক)৮; শির শ্রীস্বরূপই, কেননা শির শ্রী [ব]লিয়া প্রসিদ্ধ; সেই জন্য যে ব্যক্তি গ্রামাদির শ্রেষ্ঠ হয়, (লোকেরা) তাহাকে [ব]লিয়া থাকে যে, 'অমুক অমুক-গ্রামাদির শির।'" যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া [মৃ]গশীর্ষে আধান করেন, তিনি শ্রী প্রাপ্ত হন।

৯। অনন্তর তিনি (কাহারো কাহারো মতে) যে কারণে মৃগশীর্ষে আধান [ক]রিবেন না (তাহা উক্ত হইতেছে)—'' ইহা (মৃগশীর্ষ) প্রজাপতির শরীর; [উ]ক্ত হইয়া থাকে, তাঁহারা (দেবগণ) যখন ইহাকে ত্রিকাণ্ড'' ইষু দ্বারা বিদ্ধ [ক]রিয়াছিলেন, তখন তিনি এই শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন। (আত্মহীন)

---

[প্র]তির প্রবাহে বিনাশরহিত হইয়া থাকে, প্রজাসমূহও সেইরূপ। এবং ইহাই রোহিণী নক্ষত্রের [রো]হিণীত্ব—রোহিণীর ধর্ম, অর্থাৎ রোহণের অর্থাৎ প্রজা ও পশুসমূহের সাধনস্বরূপত্ব। সায়ণ [বলে]ন—স্বর্গাদি আরোহণের সাধনভূত।

৭। "কামং;" অর্থাৎ আমরা যেন মনুষ্যগণের কামনার বিষয় হইতে পারি, তাহারা যেন [আমা]দিগকে কামনা করে।

৮। পুরাকালে প্রজাপতি মৃগরূপ ধারণ করিয়া মৃগীরূপধারিণী নিজের দুহিতাতে গমন করেন। [দেবগণ] ইহা জানিয়া অকার্য্যকারী প্রজাপতির শিরশ্ছেদনের জন্য এক ক্রোধময় পুরুষ সৃষ্টি করেন। [সে]ই দ্বারা প্রজাপতির মস্তক ছেদন করে, তখন সেই মৃগের শরীর ও শির অন্তরীক্ষে উঠিয়া নক্ষত্র-[রূপ ধা]রণ করে। দ্রষ্টব্য—১.৬.২.১, ১ টীকা; ঐ. ব্রা. ৩.৩.৯।

৯। ঐ:—১.৪.১.৫।

১০। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ-মতে।

১১। পত্র (পাখা), কাণ্ড ও শল্য-রূপ অংশত্রয়-বিশিষ্ট,—সায়ণ; ইনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের [...] ) ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"অনীকং, শল্যঃ, তেজনম্, ইত্যবয়বত্রয়োপেতা।"

শরীর শূন্যস্থানস্বরূপ (অথবা বাসভূমিস্বরূপ, 'বাস্তু'), এবং অযজ্ঞিয় ও নির্বীর্য্য।[১২] সেই জন্য তিনি মৃগশীর্ষে আধান করিবেন না।

১০। কিন্তু তিনি তাহাতেই আধান করিবেন; কেননা, এই দেব প্রজাপতির শরীর শূন্যস্থানস্বরূপ নহে, এবং অযজ্ঞিয় (ও নির্বীর্য্য) নহে।[১৩] সেই-জন্য তিনি (মৃগশীর্ষে) আধান করিবেনই। তিনি পুনর্ব্বসুদ্বয়ে পু ন রা ধে য়[১৪] আধান করিবেন।

১১। তিনি ফল্গুনীসমূহে[১৫] অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। এই ফল্গুনীসমূহ ইন্দ্রের নক্ষত্র[১৬], এবং ইহার প্রতিনাম বিশিষ্ট; কেননা, ইন্দ্র অ র্জ্জু ন নামে (অভিহিত হন)[১৭]; ইহা ইহার গুহ্য নাম, এবং ইহারাও (ফল্গুনীসমূহ

---

১২। অর্থাৎ প্রজাপতি শরীর ত্যাগ করায় ঐ আত্মহীন শরীরের কোন কার্য্যকারিত্ব থাকে না; তাহা নির্ব্বীর্য্য হয়, এবং সেইজন্যই তাহা যজ্ঞের অযোগ্য।

১৩। "ন বা এতস্য দেবস্য বাস্তু ন যজ্ঞিয়ং ন শরীরমস্তি যৎ প্রজাপতেঃ"; এখানে তৃতীয় 'ন' এর সহিত কাহারো সম্বন্ধ পাওয়া যায় না; কিন্তু পরবর্ত্তি কণ্ডিকা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, তাহার সহিত 'নির্বীর্য্য' পদের অধ্যাহার করা অসঙ্গত নহে। কাণ্বশাখার পাঠ ইহা সমর্থন করে:—"ন বৈ তস্য বাস্তু ন নির্বীর্য্যং নাযজ্ঞিয়মস্তি।"

১৪। অগ্নি আধান করিবার পর যদি এক বৎসরের মধ্যে আধানকারীর বিত্তযানাদির হানি হয় বা পুত্রাদির মরণ হয়, বা কোন লাভ না হয়, তাহা হইলে সেই দুষ্ট অগ্নির। অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার নূতন অগ্নি আধান করিতে হয়, এবং এই আধানের নাম পু ন রা ধে য়। দ্রষ্টব্য—কা. ৪.১১.১-৫; শাঙ্খা. শ্রৌ. ২.৫.১। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১.১.২.৩.) ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার সহিত উক্ত হইয়াছে যে, পুনর্ব্বসুদ্বয়ে ঐ অগ্নি আধান করিলে আধানকারী পুনর্ব্বার বসু বা ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ দুই নক্ষত্রে তাদৃশ আধান করিলে পুনর্ব্বার বসু প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়াই তাহার নাম পু ন র্ব্ব সু। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রদ্বয়াত্মক বলিয়া পু ন র্ব সু-দ্বয় ("পুনর্বস্বোঃ") উক্ত হইয়াছে। নক্ষত্র সমূহগণনাক্রমে পুনর্ব্বসুনক্ষত্র পূর্ব্বোক্ত মৃগশীর্ষ ও বক্ষ্যমাণ ফল্গুনীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় প্রসঙ্গবশতঃ এখানে পু ন রা ধে য়-বিধি উক্ত হইয়াছে। পরে সূত্রেই (২.২.১) পুনরাধেয় সবিস্তর উক্ত হইয়াছে।

১৫। ফল্গুনী নক্ষত্র দুইটি, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী; আবার এই ফল্গুনীদ্বয় প্রত্যেকে নক্ষত্রদ্বয়াত্মক, এইজন্য 'ফল্গুনীসমূহ' ("ফল্গুনীষু") উক্ত হইয়াছে।

১৬। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১.১.২.৪) পূর্ব্বফল্গুনীদ্বয়কে অর্য্যমার ও উত্তরফল্গুনীদ্বয়কে ভগের বলা হইয়াছে।

১৭। এস্থলে সায়ণ বলেন—অর্জ্জুন, ইহা ইন্দ্রের রহস্য নাম, এইজন্য তৎপুত্র মধ্যম পাণ্ডব তাহা বুঝাইয়া থাকে; এবং অর্জ্জুন ও ফল্গুন শব্দ পর্য্যায়।

[অর্জু]নী নামে (কথিত)। তিনি ইহাদিগকে (ফল্গুনীসমূহকে) পরোক্ষভাবে [অ]র্জুনী বলেন, কেননা, ইহার গুহ্য নাম গ্রহণ করিতে কে সমর্থ? যজমান ইন্দ্র-[স্ব]রূপ; অতএব তিনি ইহাতে স্বকীয় নক্ষত্রে অগ্নিদ্বয় আধান করিয়া থাকেন। [ইন্দ্র] যজ্ঞের দেবতা, অতএব ইহাতেই তাঁহার এই অগ্ন্যাধেয় ইন্দ্রযুক্ত হয়। তিনি [পূ]র্ব (ফল্গুনী)-দ্বয়ে আধান করিবেন; ইহাতে ইহার ক্রতু অগ্রসর হয়। তিনি [উত্ত]র (ফল্গুনী)-দ্বয়ে আধান করিবেন; কেননা, ইহা ইহার কল্যাণকর ও [ব]িষ্যদ্-অভিবৃদ্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

১২। তিনি হস্তে (হস্তা-নক্ষত্রে) অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন; কেননা, [যি]নি ইচ্ছা করিবেন যে, 'আমাকে (এই দান) প্রদত্ত হইবে', তাঁহার তাহা [অন]ুষ্ঠানেরই দ্বারা (সম্পন্ন) হইয়া থাকে; এবং হস্ত দ্বারা যাহা প্রদান করা যায়, [ত]াহা তাঁহাকে প্রদত্ত হয়।[১৮]

১৩। তিনি চিত্রায় অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। দেবগণ ও অসুরগণ উভ-[য়]ই প্রজাপতির অপত্য। তাঁহারা পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। তাঁহারা [উ]ভয়েই ঐ লোকে অর্থাৎ দ্যুলোকে সমারোহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। [অ]নন্তর অসুরগণ রৌহিণ[১৯]-নামক অগ্নিকে (অগ্নিবেদিকে) এই মনে করিয়া [চয়]ন (গ্রন্থন) করিয়াছিলেন যে, 'আমরা ইহা দ্বারা ঐ লোকে সমারোহণ [(]√রুহ্) করিব।'

১৪। ইন্দ্র দেখিলেন যে, ইহারা (অসুরেরা) যদি ইহাকে (পূর্ব্বোক্ত অগ্নি-[বে]দিকে) চয়ন করে, তাহা হইলে তাহা দ্বারাই আমাদিগকে অভিভব করিবে। [অ]নন্তর ইন্দ্র (নিজেকে) ব্রাহ্মণ বলিয়া একখানি ইষ্টক (ইষ্টকা) গ্রহণপূর্ব্বক [গম]ন করিলেন।

১৫। তিনি বলিলেন—'আমিও ইহা (ইষ্টক) স্থাপিত করিব!' তাহারা [বল]িল—'তাহাই হউক।' তিনি তাহা স্থাপিত করিলেন। তাহাদের অগ্নি [(অ]গ্নিবেদি) অন্নের জন্য অসঙ্কিত ছিল।

১৬। অনন্তর তিনি (ইন্দ্র) বলিলেন - 'আমার এখানে যাহা (যে ইষ্টক-[খা]নি) আছে, তাহা আমি ফিরাইয়া লইব!' তিনি তাহা ধারণ করিয়া চালিত

১৮। এইজন্যই কাত্যায়ন বলিয়াছেন—"হস্তো লাভকামস্য"; কা. শ্রৌ. ৪.১.৩।

১৯। অর্থাৎ আরোহণের সাধনভূত।

করিলেন, এবং তাহা চালিত হওয়ায় অগ্নি (অগ্নিবেদি) বিশীর্ণ হইয়া পড়িল।[২০] এবং অগ্নি (অগ্নিবেদি) বিশীর্ণ হওয়ার পর অসুরগণ বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। (অনন্তর) তিনি (ইন্দ্র) সেই সমস্ত ইষ্টককে বজ্র করিয়া (তৎপ্রহারে তাহা- দিগের) গ্রীবা ছেদন করিলেন।

১৭। দেবগণ সমাগত হইয়া বলিলেন—'আমরা চিত্র (বিস্মিত) ভাবে রহিয়াছি যে, এতগুলি শত্রুকে আমরা বধ করিতে পারিয়াছি!' ইহাই চিত্রার (অর্থাৎ চিত্রানক্ষত্রের) চিত্রাত্ব (অদ্ভুতস্বভাব)। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া চিত্রায় আধান করেন, তিনি চিত্র (বিস্মিত) ভাবে থাকেন; তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে বধ করেন, ও দ্বেষকরী শত্রুকে বধ করেন। অতএব ক্ষত্রিয় এই নক্ষত্রকে (আধানের জন্য) স্বীকার করিবেন; কেননা, ইনি প্রতিদ্বন্দ্বি- গণকে বধ করিতে ইচ্ছা করেন, বিজয় করিতে ইচ্ছা করেন।[২১]

১৮। এই (নক্ষত্র) সমুদয় পূর্ব্বে ঐ সূর্য্যের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন তেজ ('ক্ষত্র') ছিল। কিন্তু ইহা (সূর্য্য) উদিত হইতে হইতেই ইহাদের বীর্য্য ও তে

---

২০। কাণ্বশতপথে এই আখ্যায়িকাটি এইরূপ উক্ত হইয়াছে—অসুরগণ ও দেবগণ পরস্পর স্প... করিয়াছিলেন,...অনন্তর দেবগণ ভীত হইয়া ভাবিলেন যে, অসুরেরা যদি অগ্নিবেদি সম্পূর্ণ করি... ফেলে, তবে তাহারা আমাদিগকে পরাভব করিবে। ইন্দ্র তখন ব্রাহ্মণরূপে বৈদ্যুতরজ্জু দ্বারা এ... খানি ইষ্টক বন্ধন করিয়া সেখানে উপস্থিত হন ও অসুরগণকে বলেন যে, আমিও ইহা অগ্নিবেদি... স্থান অর্থাৎ স্থাপন করিব, অসুরেরা তাহা স্বীকার করেন। ইন্দ্র সেই ইষ্টক স্থাপন করেন ও প... টানিয়া লন, এবং তাহার পর তাহা বিশীর্ণ হইয়া যায়...।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ১. ২. ৫-৬) এই আখ্যায়িকাট আরও কিঞ্চিৎ কৌতুকপ্রদ—কা... কঞ্জ নামে কতগুলি অসুর ছিল। তাহারা স্বর্গলোকের জন্য অগ্নিবেদি চয়ন করিতে আরম্ভ করি... প্রত্যেকে এক-একটি করিয়া ইষ্টক স্থাপন করিতেছিল। এমন সময় ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপে আগ... করিয়া তাহাতে এক খানি ইষ্টক (ইষ্টকা) স্থাপন করেন ও বলেন যে, তাঁহার ইষ্টক খানির না... চিত্রা। অসুরগণ স্বর্গলোকে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলে ইন্দ্র নিজের ইষ্টক খা... টানিয়া লইলেন, এবং সেই অসুরগণ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। যাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি... তাহারা ঊর্ণনাভ ("ঊর্ণাবভয়ঃ") নামক কীট হইল। অসুরগণের মধ্যে কেবল দুইজন স্বর্গে আরো... করিয়াছিল, এবং তাহারা উভয়ে সেখানে কুক্কুর হইয়াছিল।

২১। "চিত্রায়াং ক্ষত্রিয়স্য"—কা. শ্রৌ. ৪.৭.৪।

') আ দা ন ( গ্রহণ, আ + √ দা ) করে ; সেইজন্য ইহার নাম আ দি ত্য ;**
না, ইহা ইহাদের ( নক্ষত্রসমূহের ) বীর্য্য ও তেজ আ দা ন করে।
১৯। দেবগণ বলিয়াছিলেন—'সেই যাহারা পূর্ব্বে তেজ ( 'ক্ষত্র' ) ছিল,
) আর তাহারা তেজ নহে ( 'ন-ক্ষত্র' ) ; 'এবং ইহাই নক্ষত্র' ; সমূহের ন ক্ষ
।** অতএব তিনি সূর্য্যরূপ নক্ষত্রে ( আধান ) করিবেন**, কেননা ইহাই
দের বীর্য্য ও তেজকে গ্রহণ করে। তিনি যদি নক্ষত্র কামনা করেন,
প, এই যে সূর্য্য, ইহা নির্দ্দোষ নক্ষত্র ; তিনি এই নক্ষত্রসমূহের নিকট
কামনা করেন, এই পুণ্য দিনের দ্বারাই তাহা প্রাপ্ত হন ; অতএব
প( নক্ষত্রেই আধান ) করিবেন।

---

। নিরুক্তে আদিত্য-শব্দের এই সকল নির্ব্বচন প্রদত্ত হইয়াছে :—"আদিত্যঃ কস্মাৎ ?
দান্, আদত্তে ভাসো জ্যোতিষাং ( এই দ্বিতীয় নির্ব্বচন শতপথের নির্ব্বচনের সহিত সমান ),
ভাসেতি বা, আদিতেঃ পুত্র ইতি বা।" নিরুক্ত, ২. ৪. ১।

নিরুক্তে ( ৩.৪.৩ ) উক্ত হইয়াছে—"নক্ষত্রাণি নক্ষতের্গতিকর্ম্মণঃ, 'নেমানি ক্ষত্রাণীতি'
"। তুলনীয়—অত্রত্য দুর্গাচার্য্যবৃত্তি, "ন ক্ষরতে ক্ষীয়ত ইতি বা নক্ষত্রম্। ক্বিয়ঃ ক্ষরতেশ্চ
নিপাত্যতে"—পাণিনি, ৬. ৩. ৭৫ কাশিকা।

"সূর্যানক্ষত্র এব স্যাৎ" ; অর্থাৎ সূর্য্য যখন উদিত হয়, তখন আধান করিবেন, নক্ষত্র
কিতে আধান করিবেন না,—রাত্রিতে আধান করিবেন না।

## তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১ অগ্ন্যাধানে বসন্তাদি ঋতুর বিধানের জন্য ঋতু ও পক্ষপ্রভৃতির প্রশংসা, বসন্ত, গ্রীষ্ম বর্ষা দেবস্বরূপ, শরৎ, হেমন্ত ও শিশির পিতৃস্বরূপ;—২ ঋতুসমূহকে ঐরূপে জানিবার ফল;—৩ উত্তরায়ণে সূর্য্য দেবগণের নিকটে, এবং দক্ষিণায়নে পিতৃগণের নিকটে যান;—৪ উত্তরায়ণ দক্ষিণায়নে আধানের ফল, উত্তরায়ণে আধান প্রশস্ত;—৫ ব্রাহ্মণের বসন্তে, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্মে, এ বৈশ্যের বর্ষায় আধানের বিধি;—৬ ব্রহ্মবর্চ্চসকামীর বসন্তে আধানবিধি;—৭ তেজঃকামীর গ্রী আধানবিধি;—৮ সন্ততি ও পশুসমূহ কামনা করিলে বর্ষায় আধান করিতে হয়,—৯ যজ্ঞা যখন যজ্ঞের সময় উপস্থিত হইবে, তখনই আধান করা বিধেয়, কাল বিলম্ব উচিত নহে।]

১। বসন্ত, গ্রীষ্ম, ও বর্ষা, এই ঋতুগুলি দেবগণ ("দেবাঃ"); এবং শরৎ হেমন্ত, ও শিশির, এই ঋতুগুলি পিতৃগণ ("পিতরঃ")।[১] যে অর্দ্ধমাস (পক্ষ) আপূর্য্যমাণ (অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত) হয় (শুক্ল), তাহা দেবগণ; এবং যাহা অপক্ষী-মাণ হয় (কৃষ্ণ), তাহা পিতৃগণ। দিবাই দেবগণ, এবং রাত্রি পিতৃগ আবার দিবার পূর্ব্বাহ্ণ দেবগণ, এবং অপরাহ্ণ পিতৃগণ।

২। এই ঋতুসমূহ দেবগণ ও পিতৃগণ(-স্বরূপ)। যে ব্যক্তি এই জানিয়া তাহাদিগকে দেবগণ ও পিতৃগণ বলিয়া আহ্বান করেন, তাঁহার দে হ্বানে দেবগণ আগমন করেন, ও পিতৃ-আহ্বানে পিতৃগণ আগমন করে দেবগণ তাঁহাকে দেবাহ্বানে রক্ষা করেন, ও পিতৃগণ তাঁহাকে পিতৃ-আহ্বা রক্ষা করেন।

৩। তাহা (সূর্য্য) যখন উত্তর দিকে আবর্ত্তন করে, তখন দেবগ নিকট অবস্থিত হয়, এবং সেই সময়ে দেবগণকে অভিরক্ষিত ক আর যখন দক্ষিণ দিকে আবর্ত্তন করে, তখন পিতৃগণের নিকট অবস্থিত এবং সেই সময়ে পিতৃগণকে অভিরক্ষিত করে।

৪। তাহা যখন উত্তর দিকে আবর্ত্তন করে, তখন তিনি অগ্নিদ্বয় আ করিবেন। দেবগণ পাপরহিত; যিনি সেই সময়ে আধান করেন, তি

---

১। এস্থানে সায়ণ বলিয়াছেন—'বসন্তপ্রভৃতি ঋতুসমূহে দেবগণের সূর্য্য দর্শনহেতু হয়। এজন্য তাহাদের (বসন্তাদির) তৎস্বরূপতা (দেবস্বরূপতা), এবং শরৎপ্রভৃতির তদ্বৈপ থাকায় পিতৃরূপতা।'

পাপকে অপহত করেন, এবং (যদিও) তাঁহার অমৃতত্বের আশা নাই, তথাপি তিনি সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন। আর যখন তাহা (সূর্য্য) দক্ষিণ দিকে আবর্তন করে, সেই সময়ে যিনি আধান করেন, তিনি পাপকে অপহত করিতে পারেন না, কেননা, পিতৃগণ পাপরহিত নহেন। পিতৃগণ মর্ত্ত্য; অতএব যিনি সেই সময়ে আধান করেন, তিনি আয়ুর (পূর্ণতা হইবার) পূর্ব্বে মৃত হন।

৫। বসন্ত ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ-শক্তি, বা জাতি), গ্রীষ্ম ক্ষত্র (ক্ষত্রিয়-শক্তি, বা জাতি), এবং বর্ষা (সাধারণ) প্রজা ("বিট্")। অতএব ব্রাহ্মণ বসন্তে আধান করিবেন, কেননা, বসন্ত ব্রহ্ম; অতএব ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মে আধান করিবেন, কেননা, গ্রীষ্ম ক্ষত্র; অতএব বৈশ্য বর্ষায় আধান করিবেন, কেননা, বর্ষা প্রজা।[১]

৬। যিনি কামনা করিবেন যে, 'আমি ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত হইব', তিনি বসন্তে আধান করিবেন, কেননা, বসন্ত ব্রহ্ম; তিনি (ইহাতে) ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত হইয়া থাকেন।

৭। আর যিনি কামনা করিবেন যে, 'আমি শ্রী ও যশের দ্বারা তেজঃস্বরূপ ("ক্ষত্র") হইব', তিনি গ্রীষ্মে আধান করিবেন, কেননা, তেজই গ্রীষ্ম; তিনি (ইহাতে) শ্রী ও যশের দ্বারা তেজঃস্বরূপই হইয়া থাকেন।

৮। আর যিনি কামনা করিবেন যে, 'আমি সন্ততি ও পশুসমূহে বহু হইয়া উঠিব', তিনি বর্ষায় আধান করিবেন; কেননা, প্রজাই বর্ষা, এবং প্রজাসমূহ-অর্থে অন্ন; যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া বর্ষায় আধান করেন, তিনি ইহাতে সন্ততি ও পশুসমূহে বহু হইয়া উঠেন।

৯। (মতান্তরে) এই উভয় (অর্থাৎ দেব ও পিতৃরূপে দ্বিবিধ) ঋতুই পাপরহিত; সূর্য্যই ইহাদের পাপের অপহন্তা, সূর্য্য উদিত হইয়া ইহাদের উভয়েরই পাপকে অপহত করেন। অতএব যে কোন সময়ে ইহার নিকটে যজ্ঞ উপনত হইবে, ইনি তখনই অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন; 'কল্য (করিব)' এই মনে করিয়া কল্যকার প্রতীক্ষা করিবেন না; মনুষ্যের কল্য কে জানে?

---

১। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১.১.২,৭) বলেন—"শরদি বৈশ্য আদধীত।"

৪। অনন্তর 'আমরা ইহার দ্বারা ছন্দঃসমূহকে' তৃপ্ত করিব' এই ম
করিয়া তাঁহারা চা তু প্রা শ্য ও দ ন (চারিজনের ভোজনের উপযুক্ত অ
পাক করেন। তাঁহারা বলেন—'যে বাহনের দ্বারা গমন করিতে হইবে
তাহাকে যেমন সুতৃপ্ত করিবার জন্য বলিতে হয়, ইহাও সেই প্রকার।' কি
তাহা তিনি করিবেন না; কেননা, ইহার গৃহে ঋত্বিক্ ও অনূত্বিক্ ব্রাহ্মণগ
যে বাস করেন, তাহাতেই তিনি সেই অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হন। অতএ
তিনি তাহা আদর করিবেন না।

৫। তাঁহারা তাহাতে (চা তু প্রা শ্য ও দ নে) ঘৃত আসেচনের ম
(একটু) গর্ত্ত করিয়া, ও তাহাতে ঘৃত আসেচন করিয়া, এবং তিন খা
অশ্বত্থ-সমিৎকে (সেই) ঘৃতের দ্বারা লিপ্ত করিয়া তৎসমুদয়কে 'সমিৎ'-পদযু
ও 'ঘৃত'-পদযুক্ত[10] ঋক্সমূহের দ্বারা এই মনে করিয়া (অগ্নিতে) আধান কে
যে, 'আমরা ইহাতে শমীগর্ভকে (অর্থাৎ শমীবৃক্ষের মধ্যস্থিত অগ্নিকে) প্র
হইব।' যিনি (আধানের) পূর্ব্বে সংবৎসর যাবৎ (প্রত্যহ তিনখানি স
অগ্নিতে) আধান করেন, তিনি সেই অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হন; অত
তিনি তাহা আদর করিবেন না।[11]

৬। তদ্বিষয়ে ভা ল্ল বে য়[12] বলিয়াছেন—'যেমন কেহ এক করিতে গি
আর এক করে, যেমন কেহ এক বলিতে গিয়া আর এক বলে, (অথবা
যেমন কেহ এক পথে যাইতে গিয়া আর এক পথে গমন করে, যি
চা তু প্রা শ্য ও দ ন পাক করেন, তিনিও সেইরূপ করিয়া থাকেন; ই
অপরাধই।' ইহা ঠিক হয় না যে, তিনি যে অগ্নিতে ঋকের দ্বারা, বা সা

---

৭। "গায়ত্রী-ত্রিষ্টুব্-জগত্যাখ্যানি ছন্দাংসি"—সায়ণ।

৮। ১ম ব্রাহ্মণ, ১ম টীকা দ্রষ্টব্য, ৩-৪ পৃ.।

৯। অর্থাৎ গমন করিবার জন্য যেমন বাহনকে তৃপ্ত করা হয়, আগামী কর্ম্মের জন্য ঋত্বিগ্‌গ
ভোজনও সেইরূপ, ইহাতে ইঁহারা সমর্থ হইয়া থাকিতে পারিবেন।

১০। বা. স. ৩. ১, ৩. ৪; তৈ. ব্রা. ১. ২. ১. ৯-১০।

১১। "সংবৎসরং বা পুরস্তাৎ কুর্য্যাৎ ততঃ সর্ব্বানাদধীত"—কা. শ্রৌ. ৪. ৮. ১১; আ
পদ্ধতি। ৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তুল:—১০ শ টীকা।

১২। 'ইন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবেয়ঃ"—১০. ৬. ১. ১; ছা. উ. ৫. ১১. ১।

দ্বারা, বা যজুর দ্বারা সমিৎ আধান করিবেন, বা আহুতি হোম করিবেন, আবার তাহাই তাঁহারা দক্ষিণদিকে লইয়া যাইবেন বা উপশান্ত করিবেন।[১৩] (কিন্তু সেই অগ্নি) অ ন্বা হা র্য প চ ন (অর্থাৎ দ ক্ষি ণ অগ্নি) হইবে বলিয়া তাঁহারা তাহা দক্ষিণদিকে লইয়া যান, অথবা উপশান্ত করেন।[১৪]

---

১৩। প্রথম টীকা দ্রষ্টব্য। এখানে "অনুগময়তি"-উপশময়তি, নির্ব্বাপয়তি; দ্রষ্টব্য—"অনুগতে"-উপশান্তে", কা. শ্রৌ. ৪. ৮. ১২, বৃত্তি; ৪৮.১৫, বৃত্তি।

১৪। চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ কণ্ডিকা পর্যন্ত মূলব্রাহ্মণে চা তু র্প্রা শ্য ও দ ন সম্বন্ধে কি উক্ত হইয়াছে, আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সায়ণ যাহা বলেন তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ—চতুর্থ কণ্ডিকায় সর্ব্বপ্রথমে ঐ ওদনের পাকের বিধি উক্ত হইয়াছে, তাহার পর দৃষ্টান্তের দ্বারা ঋত্বিগ্গণ-কর্তৃক তাহার ভোজন প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার পর এই ওদনের ভোজন (পাক নহে) নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং এই প্রসঙ্গেই উক্ত হইয়াছে যে, ভোজন করিলে যে ফল হয়, গৃহে ব্রাহ্মণগণের বাসের দ্বারাও সেই ফল হয়, (অতএব ভোজনের আবশ্যকতা নাই)। তাহা হইলে পক্ব ওদনের প্রয়োজন কি, তাহাই পঞ্চম কণ্ডিকায় উক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে যে, পক্ব ওদনে ঘৃত ঢালিয়া সেই ঘৃত দ্বারা লিপ্ত সমিৎ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে শমীগর্ভ অগ্নিকে পাওয়া যায়, শমীগর্ভস্থ অগ্নিই প্রশস্ত। এই সমিৎ-নিক্ষেপ কখন করিতে হইবে, তাহাই কণ্ডিকার শেষ অংশে প্রতিপাদিত হইয়াছে—অর্থাৎ এই সমিদাধান অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে এক বৎসর ধরিয়া করিতে হইবে। পক্ব ওদন ভোজন করিলে যে ফল হয়, এইরূপ সমিদ্ আধান করিলেও সেই ফল হয়; অতএব তাহা ভোজন করিবার প্রয়োজন নাই, ভোজনবিধি অনাদরণীয়। ষষ্ঠ কণ্ডিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাম্রবেয়ের মতে তাদৃশ ওদনের পাকই অসঙ্গত অসমৃদ্ধিকর ("চাতুর্প্রাশ্যকরণমসঙ্গতং, তাৎসমৃদ্ধিক এব তথাবিধৌদনপাক ইতি তাম্রবেয়াভিপ্রায়ঃ"—সায়ণ); কেননা, তিনি অগ্নিকে আধান করিতে গিয়া আবার অগ্নিতেই যে কিছু করিবেন, তাহা ঠিক হয় না। ইহার পর যাহা উক্ত হইয়াছে, সায়ণ বলেন, তাহাতে তাদৃশ অন্নের ভোজনই প্রতিপাদিত হইয়াছে ("তমিমং ঔদনং হুত্বা প্রাশনপক্ষমেব নিগময়তি")। তাঁহার এবিষয়ে শেষ মন্তব্য এই—"অতঃ পক্বতণ্ডুলো ন সার্থঃ, কিন্তু প্রাশনার্থ ইত্যভিপ্রায়ঃ।" কিন্তু মূল ব্রাহ্মণের তাৎপর্য্য যেন কিছু বিভিন্ন বোধ হয়। বস্তুতঃ, ৪র্থ কণ্ডিকায় চাতুর্প্রাশ্য ওদনের পাক ও ঐ পাকের প্রয়োজন উল্লিখিত হইয়াছে, ও তাহার ভোজন নিষেধ ও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ৫ম কণ্ডিকায় দেখান হইয়াছে যে, চাতুর্প্রাশ্য ওদন পাক করিয়া তাহা দ্বারা উক্ত প্রকার হোমে শমীগর্ভস্থ অগ্নি লাভ হয়, অতএব চাতুর্প্রাশ্য ওদন হোমের জন্য, ভোজনের জন্য নহে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, আধানের পূর্ব্বে সংবৎসর যাবৎ বিধিতেই সেই অভিলষিত সিদ্ধ হয়, এ দিন আর ঐ পাক করিবার প্রয়োজন নাই। ষষ্ঠ কণ্ডিকাতেও পাক নিষেধ করা হইয়াছে, এবং তাহাতে আর একটি যুক্তি দেখান হইয়াছে।

৭। তিনি (সেই রাত্রি পত্নীর সহিত) জাগরণ করেন। দেবগণ জাগরণ করেন; সেই জন্য তিনি ইহাতে দেবগণেরই নিকট উপস্থিত থাকেন,[15] এবং সদেবতর,[16] শ্রান্ততর ও তপস্বিতর হইয়া অগ্নিদ্বয়কে আধান করেন। তিনি ইচ্ছা করিলে নিদ্রা যাইতে পারেন; কেননা, অনাহিতাগ্নি ব্যক্তির ব্রতচর্য্যা নাই, কারণ তিনি যতক্ষণ অনাহিতাগ্নি, ততক্ষণ মানুষ থাকেন;[17] অতএব তিনি ইচ্ছা করিলে নিদ্রা যাইবেন।[18]

৮। এখানে কেহ কেহ (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতেই (অগ্নিকে) মন্থন করেন, এবং তাহার পর উদিত হইলে তাহাকে পূর্ব্বদিকে (আহবনীয়ের জন্য) লইয়া যান। (এতৎসম্বন্ধে) তাঁহারা বলেন যে, 'ইহাতে আমরা প্রাণ ও উদান এবং মন ও বাক্যের পরিপ্রাপ্তির জন্য দিবা ও রাত্রি উভয়কেই পরিগ্রহ করি।' কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না; কেননা, সেরূপে ইহার উভয় (আহবনীয় ও গার্হপত্য) অগ্নিই (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতেই (অর্থাৎ রাত্রিতেই) আহিত হয়; কারণ, তিনি (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতে মন্থন করিয়া (সূর্য্য) উদিত হইলে তাহা পূর্ব্বদিকে লইয়া যান।[19] যিনি (সূর্য্য) উদিত হইলে আহবনীয়কে মন্থন করেন, তিনি তাহা (পূর্ব্বোক্ত প্রাণ ও উদানাদি) পরিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।[20]

---

১৫। উপবসথের দিন দেবগণ যজমানের গৃহে আগমন করেন (২.১.৪.১), এই দেবগণ জাগিয়া থাকেন বলিয়া গৃহপতি যজমানের নিদ্রাগমন যুক্ত নহে—সায়ণ।

১৬। সদেবতর—অধিকতর দেবযুক্ত।

১৭। দ্র:—২য় কণ্ডিকা; তুল:—১.১.১.৪,৬; ১.৭.৪.২৩।

১৮। কা. শ্রৌ. ৪.৮.১৩। এই রাত্রিতে প্রাগুক্ত অগ্নিকে কাষ্ঠখণ্ড বা গোময়পিণ্ড দ্বারা প্রজ্বলিত রাখিতে হয়। কা. শ্রৌ. ৪.৮.১৪।

১৯। সূর্য্যোদয়ের পর আহিত হইলেও তাহা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে (অতএব রাত্রিতে) মথিত বলিয়া ইহার রাত্রি সম্বন্ধ নিষেধ করা যায় না। অতএব বস্তুত ইহাও সূর্য্য অনুদিত থাকিতে আহিত হয় বলিতে হইবে।

২০। কাত্যায়ন উদিতে অনুদিতে উভয়ত্রই আধানের বৈকল্পিক বিধান করিয়াছেন কা.শ্রৌ.৪.৮.২১-২২। এখানে তাৎপর্য্য এই:—গার্হপত্য ও আহবনীয় এই উভয় অগ্নির মধ্যে কাহারো কাহারো মতে আহবনীয় অগ্নির মন্থন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং কাহারো কাহারো মতে সূর্য্যোদয়ের পরে করিতে হয়। মূল ব্রাহ্মণে সূর্য্যোদয়ের পরেই মন্থন সমর্থিত হইয়াছে। মথিত অগ্নির উদ্ধরণ অন্যত্র স্থানে লইয়া যাওয়া উভয় মতেই সূর্য্যোদয়ের পরে হইয়া থাকে। কা. শ্রৌ. ৪,৮.২৩।

৯। বিবাই দেবগণ ; যে ব্যক্তি ( সূর্য্য ) অনুদিত থাকিতে বহন করেন, তিনি পাপকে অপহত ( তাড়িত ) করিতে পারেন না, কেননা, পিতৃগণের পাপ অপহত নহে ; তিনি আয়ুর ( শেষ হইবার ) পূর্ব্বেই মৃত হন, কেননা পিতৃগণ মর্ত্ত্য। কিন্তু যিনি এইরূপ ( বক্ষ্যমাণ তত্ত্বকে ) জানিয়া সূর্য্য উদিত হইলে আধান করেন, তিনি পাপকে অপহত করেন, কেননা, দেবগণের পাপ অপহত ; তাঁহার যদিও অমৃতের আশা নাই, তথাপি তিনি সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, কেননা, দেবগণ অমৃত ; তিনি শ্রীপ্রাপ্ত হন, কেননা দেবগণ শ্রীস্বরূপ ; তিনি যশস্বী হন, কেননা, দেবগণ যশঃস্বরূপ।

১০। তাঁহারা এখানে বলেন—'অগ্নি যদি ঋকের দ্বারা আহিত না হয়, সামের দ্বারা না হয়, এবং যজুরও দ্বারা না হয়, তবে কাহার দ্বারা আহিত হয় ?' ইহা ( অগ্নি ) ব্রহ্মেরই, ( অতএব ) ব্রহ্ম দ্বারা ইহা আহিত হয়। বাক্যই ব্রহ্ম, সেই বাক্যের সত্যই [২১] ব্রহ্ম, এবং এই ( বক্ষ্যমাণ ) ব্যাহৃতিসমূহ সত্যই ; অতএব সত্য দ্বারাই ইহা ( অগ্নি ) আহিত হইয়া থাকে।

১১। 'ভূঃ' এই বলিয়াই প্রজাপতি ব্রহ্মকে ( ব্রাহ্মণজাতিকে ) উৎপাদন করিয়াছেন, 'ভুবঃ' এই বলিয়া ক্ষত্রকে ( ক্ষত্রজাতিকে ), এবং 'স্বঃ' এই বলিয়া বিশকে। যে-পর্য্যন্ত এই ( ভূ-প্রভৃতি ) লোক রহিয়াছে, এই সমস্ত ( জগৎ ) তাবৎ পর্য্যন্তই ; অতএব সমস্তেরই দ্বারা ( ইহাঁর অগ্নি ) আহিত হয়।

১২। 'ভূঃ' এই বলিয়াই প্রজাপতি আত্মাকে ( নিজেকে ) উৎপাদন করিয়াছেন, 'ভুবঃ' এই বলিয়াই প্রজাকে, এবং 'স্বঃ' এই বলিয়া পশুসমূহকে। যে-পর্য্যন্ত আত্মা, প্রজা ও পশুসমূহ, এই সমস্ত ( জগৎ ) তাবৎপর্য্যন্তই ; অতএব সমস্তেরই দ্বারা ( ইহাঁর অগ্নি ) আহিত হয়।

১৩। তিনি "ভূর্ভুবঃ' এই মাত্র দ্বারা গার্হপত্যকে আধান করেন ; কেননা, তিনি যদি সমস্ত ( তিন ব্যাহৃতি ) দ্বারা আধান করেন, তবে আহবনীয়কে কাহার দ্বারা আধান করিবেন ? ( অতএব ) তিনি দুইটী অক্ষর [২২] অবশিষ্ট

২১। অর্থাৎ বাক্যের যাহা ভূতার্থপ্রতিপাদক, তাহাই।

২২। 'স্ব' — 'স্বঃ'।

রাখেন, এবং তাহাতেই এই সমস্ত (অর্থাৎ পাঁচটি পদাংশ)[২৩] অন্তর্গত থাকে। তিনি 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' এই সেই পাঁচটি (পদাংশ) দ্বারা আহব-নীয়কে আধান করেন। তাহারা আটটি অক্ষর হইয়া থাকে,[২৪] ও গায়ত্রী আট অক্ষরেই হয়, এবং গায়ত্রীই অগ্নির ছন্দ; অতএব তিনি ইহাকে (অগ্নিকে) ইহার নিজের ছন্দ দ্বারাই আহিত করেন।

১৪। দেবগণ যখন অগ্নিদ্বয়কে আধান করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে অসুর ও রক্ষোগণ এই বলিয়া 'রক্ষা' (প্রতিবন্ধ নিরোধ) করিয়াছিল[২৫]—'অগ্নি উৎপাদিত হইবে না! তোমরা অগ্নিদ্বয় আধান করিবে না!' যেহেতু তাহারা (তাঁহাদিগকে) 'রক্ষা' করিয়াছিল, সেই জন্ত র ক্ষঃ (নামে খ্যাত) হইয়াছে।

১৫। অনন্তর দেবগণ এই অশ্বরূপ বজ্র দেখিতে পাইলেন, ও তাহাকে পুরোভাগে স্থাপিত করিলেন, এবং তাহাতে ভয়রহিত, নাশকজীবরহিত ও নিবাত স্থানে অগ্নি উৎপন্ন হইল। অতএব তিনি (অধ্বর্যু) যখন অগ্নিকে মন্থন করিবেন, তখন (আগ্নীধ্রকে) অশ্ব আনিবার জন্য বলিবেন। তাহা পূর্ব্বভাগে উপস্থিত হয়,[২৬] এবং তিনি ইহাতে বজ্রকেই উচ্ছ্রিত করেন, ও ইহার দ্বারা ভয়রহিত, নাশকজীবরহিত ও নিবাত স্থানে অগ্নি জাত হয়।

১৬। তাহা (অশ্ব) পূর্ব্ববাহী[২৭] হইবে, কেননা তাহা অপরিমিত বীর্য্য (লাভ করিয়া) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যদি তিনি পূর্ব্ববাহীকে না পান, তবে যে কোন অশ্ব হইতে পারে। যদি অশ্ব না পান, তবে বৃষই হইবে, কেননা, ইহা বৃষের সহিত সম্বদ্ধ।[২৮]

---

২৩। 'ভূঃ' এক, 'ভুবঃ' দুই, এবং 'স্বঃ' বা 'সুবঃ' তিন, এই পাঁচটি পদাংশ।

২৪। গার্হপত্যাধানে 'ভূঃ' এক, 'ভুবঃ' দুই,—এই তিন; এবং আহবনীয়াধানে ঐ তিন এবং 'স্বঃ' দুই,—এই পাঁচ; মোট আটটি অক্ষর বা পদাংশ।

২৫। ঐঃ ১.১.১.১৩; ১ম কাণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

২৬। আগ্নীধ্র গার্হপত্যদ্বয়ের পশ্চিম প্রদেশে অশ্বকে আনিয়া পূর্ব্বভাগে পশ্চিমমুখে স্থাপন করেন। কা. শ্রৌ. ৪. ৮. ২৪-২৬।

২৭। "পূর্ব্ববাট্;" পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথম বয়সে যে বহন করে, অর্থাৎ তরুণ।

২৮। "এষ হোবাগ্নেভুহো বন্ধুঃ;" এখানে "এষঃ" পদে অগ্নিকে ধরা যাইতে পারে, কেননা ইহার পরে (দ্বাদশ কাণ্ডে ৪ প্র., ৭ ব্রা. ৩ ক.) বৃষকে আ গ্নে য় বলা হইয়াছে। সায়ণাচা

১৮। তাঁহারা যখন তাহা ( অগ্নিকে )[২০] পূর্ব্বদিকে লইয়া যান, তখন সম্মুখে ইহাকে লইয়া যান, কেননা, সে ইহাতে পুরোভাগে নাশক জীব রক্ষোগণকে অপহত করিতে করিতে গমন করে, এবং তাঁহারা অভয় ও নাশকজীবহীন পথ ) দ্বারা ( সেই অগ্নিকে ) লইয়া যাইতে পারেন।

১৯। তাঁহারা তাহা ( অগ্নিকে ) সেইরূপ ভাবে লইয়া যাইবেন, যাহাতে তাহা ইহার ( যজমানের ) অভিমুখে আসিতে পারে; কেননা, এই যে অগ্নি, তাহাই যজ্ঞ (-সাধন ), এবং ( এই ) যজ্ঞ অভিমুখ হইয়াই ইহাতে ( যজমানে ) প্রবেশ করে,—যজ্ঞ সত্বরে ইহার নিকটে উপস্থিত হয়; আর যাঁহার নিকট হইতে ( এই অগ্নি ) পরাঙ্মুখ হয়, যজ্ঞও তাঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে; এবং যদি কোন ব্যক্তি সেই সময় ইহাকে ( যজমানকে ) এই বলিয়া

---

[illegible]ন—ঐ পদে অথবিধির অর্থবাদ ধরিতে হইবে—"অথবিধেরয়ং স্তাবকোঽর্থবাদঃ, অনভুদ্বিধেরপি এব স্তাবক ইত্যর্থঃ।" এই কণ্ডিকার সহিত তুলনীয়—১.২.১.৬, ১ম কাণ্ড, ৫৩ পৃ.।

২০। মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হইলে, যজমান সেই অগ্নিকে একটি শুষ্কগোময়চূর্ণযুক্ত খর্পরে [illegible]লায় ) ধারণ করিয়া "আমি অমৃতে প্রাণ স্থাপন করিতেছি!" ( "প্রাণমমৃতে দধে" ) এই মন্ত্রে [illegible]তে ফুৎকার প্রদান করেন। অনন্তর অগ্নি সন্দীপ্ত হইয়া উঠিলে তিনি তাহার জ্বালাকে [illegible]সে এই মন্ত্রে মুখমধ্যে গ্রহণ করেন—"অমৃতকে প্রাণে স্থাপিত করিতেছি!" ( "অমৃতং প্রাণে [illegible]ধে"; দ্রষ্টব্য—২.১.৬.১৫ )। অনন্তর যজ্ঞিয় কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিকে সমুজ্জ্বলিত করিয়া এই মন্ত্রে [illegible].স.৩.৫ ) গার্হপত্য-খরে স্থাপন করা হয়—"ওঁ ভূর্ভুবঃ! হে ব্রতপতি, আমি অমুকের ব্রতের তোমাকে আহিত করিতেছি!" এস্থলে যাহাদের প্রবর ভৃগু, ও যাহাদের অঙ্গিরাঃ, তাহাদের [illegible] যথাক্রমে 'ভৃগূণাং ত্বা দেবানাং' ও 'অঙ্গিরসাং ত্বা দেবানাং' বলিতে হয়; অপরের পক্ষে [illegible]দিত্যানাং ত্বা দেবানাং' বলিতে হয়। যজমান ক্ষত্রিয় হইলে 'বরুণস্য ত্বা ব্রতপতে', ক্ষত্রিয় রাজা [illegible] 'ইন্দ্রস্য ত্বা ব্রতপতে', বৈশ্য হইলে 'মনোষ্টা গ্রামণ্যো ব্রতপতে', এবং রথকার হইলে 'ঋভূনাং [illegible]ব্রতপতে' বলিবার নিয়ম। অনন্তর যজমানের প্রেরণায় ব্রহ্মা রথন্তর সাম গান করেন, এবং [illegible]রণ অর্থাৎ গার্হপত্য-খর হইতে আহবনীয়ের জন্য অগ্নিকে লইয়া যাওয়া আরম্ভ হয়। এই [illegible]ণ করিতে হইলে পলাশ বা অন্য কোন বিহিত বৃক্ষের অনূন ২১ খানি সমিৎ একত্র বন্ধন [illegible]। তাহার মূলদেশ ঐ গার্হপত্য অগ্নিতে ধরাইয়া তাহার অপর ভাগে মৃত্তিকার প্রলেপ দিতে [illegible]বং তদবস্থায় তাহা মৃত্তিকাযুক্ত কোন খর্পরে করিয়া আহবনীয়ের নিকট এরূপ ভাবে লইয়া [illegible]ইবে, যেন সেই ধূম যজমানের গাত্রে লাগিতে পারে। এই যাইবার সময় অগ্রে অগ্রে [illegible]ইয়া যাওয়া হয়। কা. শ্রৌ. ৪.৮.২৩,৯.১১।

শাপ প্রদান করে যে, 'যজ্ঞ ইঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হউক!' তিনি সেইরূপই হইবার যোগ্য হইবেন।

২০। ইহা (সেই অগ্নি) প্রাণই; এবং তাঁহারা ইহাকে সেইরূপেই লইয়া যাইবেন, যাহাতে ইহা ইঁহার (যজমানের) নিকটে অভিমুখ হইয়া আসিতে পারে, কেননা, প্রাণ অভিমুখ হইয়াই ইঁহাতে প্রবেশ করে। আর যাঁহার নিকট হইতে এই অগ্নি পরাঙ্মুখ হয়, প্রাণও তাঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে; এবং সেই সময় যদি কোন ব্যক্তি ইঁহাকে (যজমানকে) এই বলিয়া শাপ প্রদান করে যে, 'প্রাণ ইঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হউক!' তিনি সেইরূপই হইবার যোগ্য হন।

২১। এই যাহা বহিতেছে (বায়ু), যজ্ঞ তাহাই (তৎস্বরূপ); তাঁহারা তাহা (অগ্নিকে) সেইরূপেই বহন করিবেন, যাহাতে তাহা ইঁহার নিকটে অভিমুখ হইয়া আসিতে পারে; কেননা, যজ্ঞ অভিমুখ হইয়াই ইঁহাতে (যজমানে) প্রবেশ করে,—যজ্ঞ সত্বরে ইঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। আর যাঁহার নিকট হইতে (অগ্নি) পরাঙ্মুখ[৩০] হয়, যজ্ঞও তাঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হয়; এবং সেই সময়ে যদি কোন ব্যক্তি ইঁহাকে শাপ প্রদান করে যে, 'যজ্ঞ ইঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হউক!' তিনি সেইরূপই হইবার যোগ্য হন।

২২। ইহা (সেই অগ্নি) প্রাণই; তাঁহারা তাহা সেইরূপেই বহন করিবেন, যাহাতে তাহা ইঁহার নিকট অভিমুখ হইয়া আসিতে পারে; কেননা প্রাণ অভিমুখ হইয়াই ইঁহাতে প্রবেশ করে। আর যাঁহার নিকট হইতে (অগ্নি) পরাঙ্মুখ হয়, প্রাণও তাঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হয়; এবং সেই সময়ে যদি কোন ব্যক্তি

---

৩০। অশ্বকে পূর্ব্বমুখ করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে আহবনীয়-খরের নিকট উপস্থিত হইলে অধ্বর্য্যু উপবেশন করিয়া প্রাঙ্মুখস্থিত অশ্বের অগ্রবর্ত্তী দক্ষিণ পদের দ্বারা আহবনীয়-খরে স্থাপিত পূর্ব্বোক্ত হিরণ্যাদি সম্ভারকে আক্রমণ করাইয়া, সেই অশ্বকে আরও পূর্ব্বমুখে লইয়া গিয়া প্রদক্ষিণ আবার ঘুরাইয়া আনিয়া সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে স্থাপন করেন; এবং অশ্ব সেইরূপে স্থাপিত হইলে ব্রহ্মা বৃহৎ সাম গান করেন। অশ্বকে আহবনীয়-খরের উত্তর দিক্ দিয়া লইয়া যাইতে হয়। ব্রাহ্মণে অশ্বকে ফিরাইয়া আনিয়া উত্তরমুখে স্থাপন করিবার কথা উক্ত হইয়াছে, "তমুদঞ্চং প্রমুঞ্চতি" কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের ব্যাখ্যা ও পদ্ধতিতে পশ্চিমমুখের কথা দৃষ্ট হয়; Eggeling ইহাই গ্রহণ করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৪, ৯, ১৪, যাজ্ঞিকদেব-পদ্ধতি।

...কে শাপ প্রদান করেন, যে, 'ইহার নিকট হইতে প্রাণ পরাঙ্মুখ হউক।' ...ন সেইরূপই হইবার যোগ্য হন। অতএব তাঁহারা সেইরূপেই তাহা ...ন করিবেন।

২৩। অনন্তর তিনি (অধ্বর্য্যু) অশ্বকে পদক্ষেপ করান। তিনি তাহাকে ...ক্ষেপ করাইয়া পূর্ব্বাভিমুখ করিয়া লইয়া যান, এবং পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন ...রান ও উত্তরমুখ করিয়া রাখেন। অশ্ব বীর্য্যই; এবং যেহেতু তিনি মনে ...রেন যে, 'পাছে ইহা (যজমান) হইতে বীর্য্য পরাঙ্মুখ হইয়া যায়,' সেই জন্য ...নর্ব্বার তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করান।

২৪। তিনি অশ্বের পদচিহ্নে[৩১] তাহা (অগ্নি) স্থাপন করেন। অশ্ব ...র্য্যই; অতএব ইহা দ্বারা তিনি ইহাকে বীর্য্যেই আধান করেন। তিনি সেইজন্য ...শ্বের পদচিহ্নে আধান করেন।[৩২]

২৫। তিনি প্রথমে মৌনাবলম্বনেই (অশ্বপদচিহ্নকে সেই কাষ্ঠস্থ অগ্নি ...রা) স্পর্শ করেন, ও অনন্তর তাহা উঠাইয়া আবার স্পর্শ করেন, এবং তৃতীয় ...র "ভূর্ভুবঃ স্বঃ!"[৩৩] এই মন্ত্রেই আধান করেন।

২৬। (এ বিষয়ে) এই দ্বিতীয় (মত রহিয়াছে)—তিনি প্রথমে মৌনাব- ...নেই স্পর্শ করেন, ও অনন্তর তাহা উঠাইয়া "ভূর্ভুবঃ স্বঃ!" এই মন্ত্রেই ...তীয় বারে আধান করেন। যে ব্যক্তি ইহাতে (পৃথিবীতে) অপ্রতিষ্ঠিত ...কিয়া কোন ভার উত্তোলন করে, সে তাহা উত্তোলন করিতে পারে না, ...ত্যুত তাহাই তাহাকে সংশীর্ণ করিয়া দেয়।[৩৪]

২৭। তিনি যে মৌনাবলম্বনে স্পর্শ করেন, তাহাতে (পৃথিবীরূপ) এই ...তিষ্ঠিতাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন; তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আধান করেন,

---

৩১। অর্থাৎ আহবনীয়-খরের মধ্যে অশ্বখুরের চিহ্নে।

৩২। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (১. ১. ৫. ৯) অশ্বপদচিহ্নে অগ্নিস্থাপন নিন্দাপূর্ব্বক নিষিদ্ধ ...; তবে এক পার্শ্বে অশ্বের পদক্ষেপ করান বিহিত হইয়াছে।

৩৩। কা. শ্রৌ. ৩. ৫; কা. শ্রৌ, ৪. ৯. ১৬। এখানে বিকল্পে প্রথম স্পর্শ বা দ্বিতীয় স্পর্শেও ... বিহিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

৩৪। শেষোক্ত বাক্যের পরবর্ত্তী কণ্ডিকার সহিত সম্বন্ধ।

এবং তাহাতে বিচলিত হন না। এখানে আ সু রি, পা ঙ্কি, ও মা ধু কি ইহাকে (অগ্নিকে) যেন (আহবনীয়-খরের) পশ্চাৎ (বা পশ্চিম) ভাগে ধারণ করিয়াছিলেন। অন্য সমস্তই[৩৫] (অগ্নিস্পর্শে) অবসন্ন হইয়া যায়, এই জন্য তিনি প্রথম বারেই (অগ্নিকে) উঠাইয়া "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই মন্ত্রে আধান করিবেন; কেননা, ইহাতেই (ঐ সমস্ত) অনবসন্ন থাকিবে। তিনি ইহাদের মধ্যে[৩৬] যেরূপ ইচ্ছা করেন, সেইরূপ করিবেন।

২৮। অনন্তর তিনি (যজমান) ঘুরিয়া (অগ্নির) পূর্ব্বভাগে গমনপূর্ব্বক জলন্ত ইন্ধনসমূহের পূর্ব্বভাগ (অগ্রভাগ)[৩৭] গ্রহণ করিয়া (এই মন্ত্র) জপ করেন—"দ্যোর ন্যায় বহুত্বে, পৃথিবীর ন্যায় মহত্বে!"[৩৮] তিনি যে বলেন "দ্যোর ন্যায় বহুত্বে," তাহাতে এই বলেন যে, 'ঐ দ্যৌ যেমন নক্ষত্রসমূহে বহু, আমিও এইরূপ বহু হইব!' তিনি যে বলেন "পৃথিবীর ন্যায় মহত্বে," তাহাতে এই বলেন যে, 'এই পৃথিবী যেমন মহতী, আমিও এইরূপ মহান্ হইব!'—"হে দেবযজনী[৩৯] পৃথিবী, সেই তোমার পৃষ্ঠে,"—কেননা, তিনি ইহার (পৃথিবীর) পৃষ্ঠে (অগ্নিকে) আধান করেন,—"অন্ন ভোজনের জন্য অন্নভোজী অগ্নিকে আধান করিতেছি!" কেননা, অগ্নি অন্নভোজী, এবং তিনি তাহাতে এই বলেন যে 'আমি অন্নভোজী হইব!' ইহা আশীঃপ্রার্থনা; তিনি যদি ইচ্ছা করেন, ইহা জপ করিবেন, আর যদি ইচ্ছা না করেন, ইহা আদর করিবেন না।[৪০]

২৯। অনন্তর তিনি স র্প রা জ্ঞী র[৪১] ঋক্সমূহের দ্বারা অগ্নির উপস্থান

---

৩৫। অর্থাৎ খরস্থিত দ্রব্য।

৩৬। অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে অগ্নি স্থাপনের মধ্যে যে বারে ইচ্ছা করেন, সেই[illegible] স্থাপন করিবেন।

৩৭। মূলভাগে অগ্নি ধরান হইয়াছিল; ২৯শ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৮। বা, স. ৩. ৫; কা. শ্রৌ; ৪.৯. ১৭।

৩৯। দেবগণের যাগের আধারভূতা।

৪০। অর্থাৎ জপ করিবেন না।

৪১। দ্রষ্টব্য—ঐ. ব্রা. ৫.৪.৪; এস্থানে ঐ শব্দে পৃথিবী বর্ণিত হইয়াছে; (মূল শতপ[illegible] পরবর্ত্তী কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য) কেননা, এই পৃথিবী "সর্পতো রাজ্ঞী"—অর্থাৎ গমনপ্রবৃত্ত ব্যক্তির [illegible] কারণ ইহা তাহাকে ধারণ করিয়া থাকে। এই পৃথিবী পূর্ব্বে "অলোমিকা" (লোমহীনা) ছিল [illegible] লোম পাইবার জন্য কয়েকটি মন্ত্র দর্শন করিয়াছিল; তাহাতে তাহার ওষধি ও বনস্পতি-রূপ [illegible]

রেন—"এই চিত্রবর্ণ গমনশীল ("গৌঃ")[৪২] আগমন করিয়াছে, এবং পূর্ব্বভাগে
াতাকে ( পৃথিবীকে ) ও স্বর্লোকের প্রতি গমন করিয়া পিতাকে ( দ্যুলোককে )
াপ্ত হইয়াছে।"—"ইহার প্রাণাপানপ্রেরিকা দীপ্তি অভ্যন্তরে বিচরণ করিতেছে,
এই ) মহান্ দ্যুলোককে প্রকাশিত করিতেছে।"[৪৩]—"যিনি প্রতিদিন দ্যুতি-
মূহের দ্বারা ( মুহূর্ত্তরূপ ) ত্রিংশৎ স্থানে বিরাজ করেন, ( সেই ) পতঙ্গের[৪৪]
দ্দেশে ( স্তুতিরূপ ) বাক্য উচ্চারিত হয়।"[৪৫] সম্ভারসমূহের দ্বারা, বা নক্ষত্র-
মূহের দ্বারা, বা ঋতুসমূহের দ্বারা, বা আধানের দ্বারা ইহার যাহা অপ্রাপ্ত থাকে,
ৎসমুদয়ই ইহার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; অতএব তিনি স র্প রা জ্ঞী র ঋক্-
মূহের দ্বারা উপস্থান করিবেন।

৩০। তদ্বিষয়ে ( কেহ কেহ ) বলিয়াছেন—'স র্প রা জ্ঞী র ঋক্সমূহের
রা উপস্থান করিবে না; কেননা, এই পৃথিবীই স র্প রা জ্ঞী, অতএব তিনি
য ইহাতে আধান করেন, তাহাতেই সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন। অতএব স র্প
া জ্ঞী র ঋক্সমূহের দ্বারা উপস্থান করিবে না।'

---

ৎপন্ন হয়। সায়ণ এস্থানের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া কহিয়াছেন—'স র্প রা জ্ঞী ভূমির অবতাররূপ
ান দেবতা', 'এই ভূমি দেবতাশরীর গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মবাদিনী হইয়াছিলেন;' তিনি ঋগ্বেদভাষ্যে
৮-১৮৯) স র্প রা জ্ঞী কে ঋষি বলিয়াছেন, এবং তাণ্ড্যব্রাহ্মণে (৯.৮.৭) ব্রহ্মবাদিনী লিখিয়াছেন।
ানি শতপথের এই স্থলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'সর্পণ (গমন)-শীল প্রাণিগণের রাজ্ঞী।' মহীধর বলেন
বা. স. ৩.৬ ) সর্পরাজ্ঞী পৃথিব্যভিমানিনী কদ্রু। দ্রষ্টব্য—আর্ষেয়ব্রাহ্মণ, ৩.২০। ঋগ্বেদের ১০.১৮৯
 সূক্তের অন্তর্গত ঋক্ত্রয় সর্পরাজ্ঞী-দৃষ্ট; ইহার দেবতা সূর্য্য, অথবা স্বয়ং স র্প রা জ্ঞী ই।

৪২। 'যিনি যজ্ঞসম্পত্তির জন্য তত্তৎ যজমানগৃহে গমন করেন, অর্থাৎ অগ্নি'—মহীধর; ইনি
লন যে, অগ্নিকে এখানে সূর্য্যরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋগ্ভাষ্যে এই মন্ত্র সূর্য্যপক্ষে ব্যাখ্যাত
ইয়াছে; সেখানে 'গো' শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। Eggeling স্পষ্টত
...। লিখিয়াছেন।

৪৩। অগ্নি এখানে বায়ুরূপে বর্ণিত হইয়াছে—মহীধর।

৪৪। পতঙ্গ—পক্ষী বা সূর্য্য, এস্থলে অগ্নি; পতন্ গচ্ছতীতি পতঙ্গঃ; অগ্নি প্রথমে অরণি হইতে
...ত হইয়া গার্হপত্য-স্থানে গমন করে, এবং সেখান হইতে আহবনীয়-স্থানে গমন করে—মহীধর।

৪৫। বা. স. ৩.৬.৮; ঋ. স. ১০.১৮৯; কা. শ্রৌ. ৪. ৯. ১৮-১৯।

## পঞ্চম ব্রাহ্মণ

[ ১ পূর্ণাহুতি, তাহার উদ্দেশ্য, লৌকিক দৃষ্টান্তে তাহার সমর্থন ;—২ ঐ আহুতি প্রদান না করিলে অগ্নি অধ্বর্য্যু বা যজমানকে দগ্ধ করে ;—৩ ঐ আহুতি পূর্ণ হওয়া আবশ্যক, তাহার প্রয়োজন, আহুতিতে 'স্বাহা' শব্দের উচ্চারণ ;—৪ প্রজাপতির হোমের দৃষ্টান্তে স্বাহা-শব্দোচ্চারণের সমর্থন, পূর্ণাহুতির পরে যজমান-কর্ত্তৃক ( অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মাকে ) বর প্রদান, তাহার ফল ;—৫ কেহ কেহ বলেন ঐ আহুতির পর পরবর্ত্তী হবিসমূহের আর আবশ্যকতা নাই ;—৬ পবমান-অগ্নির জন্য হবির গ্রহণ ও তৎপ্রশংসা ;—৭ পাবক-অগ্নির জন্য হবিগ্রহণ ও তৎপ্রশংসা ;—৮ শুচি-অগ্নির জন্য হবিগ্রহণ ও তৎপ্রশংসা ;—উক্ত হবিত্রয়কে অবশ্য গ্রহণ করিবার অনুকূলে যুক্তি ;—৯-১২ পূর্ব্বোক্ত ইষ্টিসমূহের প্রকারান্তরে প্রশংসা ;—১৩—১৫ পবমানেষ্টি না করার দোষ ও আখ্যায়িকা দ্বারা তাহার কর্ত্তব্যতা-নির্দ্ধারণ ;—১৬ প্রথম হবিতে একখানি ও অপর দুই হবির জন্য সাধারণ ভাবে একখানি বর্হি থাকিবার বিধি ও তাহার সমর্থন ;—১৭ পূর্ব্বোক্ত হবিত্রয় পুরোডাশ-স্বরূপ হইয়া থাকে, প্রত্যেকটি পুরোডাশকে আট-আট খানি কপালে পাক করার বিধি ও তাহার প্রশংসা; ১৮—১৯ অদিতির জন্য চরুপ্রদান ও তাহার আবশ্যকতা ;—২০ অদিতির ইষ্টিতে স্বিষ্টকৃতের যাজ্যা ও অনুবাক্যা বিরাট্ ছন্দেরই হইবে ;—২১ অদিতির ইষ্টিতে ধেনু দক্ষিণা, তাহার কারণ নির্দ্দেশ, ধেনু মাতার ন্যায় মনুষ্যগণকে পোষণ করে ;—২২ মতান্তরে পবমানেষ্টিতে পবমানাদি বিশেষণ না দিয়া কেবল অগ্নিপদেই হবিপ্রদান করিতে পারা যায়, এপক্ষেও অদিতির চরু বিধেয় । ]

১। তিনি আহবনীয়কে লইয়া যাইবার পর পূর্ণাহুতি হোম করেন।[১]

---

১। পূর্ণাহুতির পূর্ব্বে ( আবশ্যকতা থাকিলে ) অন্যান্য অগ্নিও আধান করিয়া লইতে হয় আহবনীয়ের পর দক্ষিণাগ্নির স্থাপন কর্ত্তব্য। ইহা করিতে হইলে গার্হপত্য অগ্নিরই কিঞ্চিৎ অংশ গ্রহণ করিয়া অথবা পূর্ব্বরক্ষিত ( ২.১.১.১ ; ১ম টীকা দ্রষ্টব্য ) অগ্নি গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাগ্নির খরে স্থাপন করিতে হয়। ( মন্থন করিয়াও দক্ষিণাগ্নি স্থাপিত করা যায়—আপস্তম্ব )। ইহার পর সভ্য নামক ( সভায়াং ভবঃ সভ্যঃ ) অগ্নির স্থাপন ; ইহাকে সভায় স্থাপিত করিতে হয়। বহু ব্যাখ্যাকারেরই মতে এই অগ্নি কেবল ক্ষত্রিয়গণেরই স্থাপনীয়। অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার কর্ক এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করেন নাই ; (ইনি সভ্য-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যত্র স্থিতোঽধ্যাপয়তি ব্যাচষ্টে বা," তবে কি ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা বিধেয় ? ) সভ্য অগ্নিকে গার্হপত্যের ন্যায় মন্থন করিয়া স্থাপন করিতে হয়। এই অগ্নি স্থাপিত হইলে ( কেবল সভ্য অগ্নির পক্ষেই এই বিধি ) যজমান একটি গাভী প্রদান করিয়া ঋত্বিগ্‌গণকে দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত করেন, এবং তাঁহারা বিহার অর্থাৎ যজ্ঞভূমির উত্তর দিকে একখানি চর্ম্ম পাতিয়া তদুপরি একটি কাংস্য পাত্রে

তনি যে পূর্ণাহুতি হোম করেন, তাহাতে নিজের জন্য এই অগ্নিকে অন্ন-ভাগী করিয়া থাকেন; তিনি ইহাতে তাহাকে ভোজনীয় অন্ন প্রদান করেন। যমন (কোন মাতা বা গাভী) জাত কুমার বা বৎসকে স্তন প্রদান করে, তনিও সেইরূপ তাহাকে (অগ্নিকে) ভোজনীয় অন্ন প্রদান করেন।

২। সে (অগ্নি) এই অন্নের দ্বারা শান্ত হয়, এবং পচ্যমান পর-বর্ত্তী হবিসমূহের জন্য উপরত (স্থির) হইয়া থাকে। তিনি যদি এই আহুতিকে হোম না করেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই অধ্বর্য্যু বা যজমানকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, কেননা, তাঁহারা তাহার নিকটে সঞ্চরণ করেন; সেই জন্য তিনি এই আহুতিকে হোম করেন।

৩। তিনি তাহা (সেই আহুতিকে) পূর্ণ করিয়া হোম করেন; কেননা, পূর্ণ (অর্থে) সমস্ত (বিশ্ব), তিনি ইহাতে সমস্তের দ্বারাই ইহাকে শান্ত করেন। তনি 'স্বাহা' উচ্চারণ করিয়া হোম করেন; কেননা, স্বাহাকার অনিরুক্ত

---

ধামুখরূপে স্থাপন করিয়া পাঁচটি কড়ি অথবা তদভাবে পাঁচটি শলাকা দ্বারা "সমের দ্বারা আমি করিব, বিষমের দ্বারা তুমি জিত হইবে!" এই বলিয়া দ্যূত ক্রীড়া আরম্ভ করেন। অবশেষে সেই চটি ঋত্বিকেরা সকলেই সমভাবে প্রাপ্ত হন। যাজ্ঞিকদেবের পদ্ধতিতে দ্যূতক্রীড়ার পর সভ্য গ্নির স্থাপন লিখিত হইয়াছে। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪·৯.১৯-২১; ঐ পদ্ধতি।

২। পূর্ণাহুতি বিধি কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে (৪.১০.৫) বর্ণিত হইয়াছে—প্রথমে পাত্রান্তর হইতে স্থালীতে আজ্য ঢালিয়া গার্হপত্যে চাপাইতে হইবে। অনন্তর দর্ভদ্বারা খদিরকাষ্ঠজাত ও জুহুর সম্মার্জ্জন—দর্ভের অগ্রদ্বারা অন্তর্ভাগ, এবং মূল দ্বারা বহির্ভাগকে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে ২.৪.৬; ১০ টীকা) সম্মার্জ্জন করিতে হয়। অনন্তর গার্হপত্য হইতে আজ্যকে নামাইয়া উৎপবন র্শন করিয়া স্রুবের দ্বারা আজ্য গ্রহণপূর্ব্বক স্রুক্ অর্থাৎ জুহূ পূর্ণ করিতে হয় ও তাহার নীচে পাত্র রাখিতে হয়, যাহাতে পড়িয়া না যায়। অনন্তর একখানি প্রাদেশপরিমাণ পলাশ-সমিৎ গ্রহণ-ক গমন করিয়া তিনি আহবনীয়ের উত্তর দিকে উপবেশন করেন, এবং কুশ দ্বারা আহবনীয়কে স্তরণ করেন। পরে উত্থিত হইয়া সেই সমিৎ নিক্ষেপ করিয়া আবার উপবেশন করেন, এবং জানু সঙ্কুচিত করিয়া ও যজমানের দ্বারা পৃষ্ঠদেশে স্পৃষ্ট হইয়া স্বাহাকারোচ্চারণ করেন। অনন্তর অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মাকে বর (অর্থাৎ স্বশক্তি-অনুসারে তাঁহাদের অভিলষিত দ্রব্য বস্ত্রহিরণ্যাদিরূপ —হবিধানী) প্রদান করেন, ও তাহা দ্বারা বাগ্-বিসর্জ্জন বা মৌনত্যাগ করিয়া থাকেন। রে অগ্নিহোত্র হোম হয়। যাজ্ঞিকদেব-পদ্ধতি, ৩৭৯-৩৮১ দ্রষ্টব্য।

( অব্যাখ্যাত ) এবং সমস্তও অনিরুক্ত, তিনি ইহাতে সমস্ত দ্বারাই ইহাকে শান্ত
করেন।

৪। প্রজাপতি প্রথম যে আহুতিকে হোম করিয়াছিলেন, তিনি তাহা
'স্বাহা' উচ্চারণ করিয়া করিয়াছিলেন। মূলত ইহা ( এই পূর্ণাহুতি ) তাহার
( প্রজাপতির আহুতিই ); সেই জন্য তিনি 'স্বাহা' বলিয়া হোম করেন। তিনি
( যজমান ) ইহাতে ( এই আহুতিতে, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মাকে ) বর প্রদান করেন;[৩]
বর ( অর্থে ) সমস্ত, অতএব তিনি ইহাতে সমস্ত দ্বারাই ইহাকে ( অগ্নিকে )
শান্ত করেন।

৫। তদ্বিষয়ে ( কেহ কেহ ) বলিয়াছেন—'তিনি এই আহুতিকেই হোম
করিয়া পরবর্ত্তী হবিসমূহকে (আর) আদর করিবেন না; কেননা, তিনি যে কামনাকে
লক্ষ্য করিয়া পরবর্ত্তী হবিসমূহ গ্রহণ করেন, ইহার দ্বারাই সেই কামনা প্রাপ্ত হন।'

৬। তিনি প ব মা ন ( যাহা প্রবাহিত হইতেছে ) অগ্নিকে ( হবি )
প্রদান করেন।[৪] প্রাণই পবমান; তিনি ইহার দ্বারা ইহাতে ( অগ্নিতে ) প্রাণই
স্থাপন করেন। তিনি এই ( আহুতি ) দ্বারাই ইহাতে তাহা স্থাপন করিয়া
থাকেন, কেননা, অন্নই প্রাণ, এবং এই আহুতিও অন্ন।

---

৩। ২য় টীকা দ্রষ্টব্য।

৪। পূর্ব্বোক্ত পূর্ণাহুতির দ্বারাই অগ্ন্যাধেয় সম্পূর্ণ হয়। পূর্ণাহুতির পর অগ্নিহোত্র শেষ হইলে
তিনটি ইষ্টির বিধি আছে, এবং তাহাই এখানে বর্ণিত হইতেছে। আধানের পর দ্বাদশ দিনান্তে, বা
মাসান্তে, বা দ্বিতীয় মাসান্তে, বা তৃতীয় মাসান্তে, বা ষষ্ঠ মাসান্তে, বা সংবৎসরান্তে এই ইষ্টি করিতে হয়।
পূর্ণাহুতির পরেও সেই দিবসে ইহা করিতে পারা যায়; আর শাখান্তরে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ
পঞ্চদশ দিবসের অন্তেও তাহার বিধান পাওয়া যায়। ইচ্ছা করিলে এই ইষ্টি না করিলেও চলে। এই
তিন ইষ্টির প্রথমটি প ব মা ন ( অর্থাৎ 'স্বয়ংশুদ্ধ'—সায়ণ) অগ্নির। দ্বিতীয় ইষ্টিতে দুইটি হবি, একটি
পা ব ক ('অন্যের শোধক'—সায়ণ) অগ্নির, এবং অপরটি শুচি ('দীপ্যমান'—সায়ণ ) অগ্নির। তৃতীয়
ইষ্টি অ দি তি র। প্রথম ও দ্বিতীয় ইষ্টিতে যে তিনটি হবি প্রদত্ত হয়, তাহারা অগ্ন্যাধেয়ের ত নু অর্থাৎ
অঙ্গের ন্যায় বলিয়া ( "তনুবো বাবৈতা অগ্ন্যাধেয়স্য"—তৈ.ব্রা.১.১.৬.৩ ) অথবা পবমান, পাবক,
শুচি মূল অগ্নির ত নূ বলিয়া ( ১৪শ কণ্ডিকা ) ত নূ হ বি রি ষ্টি নামে কথিত হয়; এবং পবমান
অগ্নি প্রথমে থাকায় প ব মা নে ষ্টি নামেও ইহারা খ্যাত। অদিতিকে যে হবি প্রদত্ত হয় তাহা চরু
এবং অপর তিনটি হবি পুরোডাশ; পুরোডাশগুলি প্রত্যেকে আটটি কপালে, এবং চরু চরুস্থালীতে
পক্ক হয়। মূল ব্রাহ্মণেই পরে ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যাজ্ঞিকদেবের পদ্ধতি দ্রষ্টব্য।

৭। অনন্তর তিনি পা ব ক ( শোধক ) অগ্নিকে ( হবি ) প্রদান করেন। অন্নই পাবক, এবং তিনি ইহা দ্বারা ইহাতে ( অগ্নিতে ) অন্নকেই স্থাপন করেন; তিনি তাহা ইহাতে এই ( আহুতির ) দ্বারাই স্থাপন করিয়া থাকেন, কেননা, এই আহুতি প্রত্যক্ষ অন্নই।

৮। অনন্তর তিনি শু চি ( উজ্জ্বল ) অগ্নিকে ( হবি ) প্রদান করেন। বীর্য্যই শুচি; ইহার ( অগ্নির ) এই যাহা উজ্জ্বলিত হয়, তাহাই ইহার বীর্য্য; তিনি ইহা দ্বারা ইহাতে ( অগ্নিতে ) বীর্য্যই স্থাপন করেন; তিনি এই ( আহুতির ) দ্বারাই তাহা ইহাতে স্থাপন করেন; কেননা, তিনি যখন ইহাতে ( অগ্নিতে ) ইহা ( আহুতি ) হোম করেন, তখন ইহার এই উজ্জ্বল বীর্য্য ( আরো ) উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

৯। তাঁহারা সেইজন্য বলেন—'এই ( পূর্ণ ) আহুতি হোম করিয়া তাহার পরবর্ত্তী হবিসমূহকে ( আর ) আদর করিবে না; কেননা, তিনি যে কামনা লক্ষ্য করিয়া পরবর্ত্তী হবিসমূহ গ্রহণ করেন, ইহার দ্বারাই সেই কামনা প্রাপ্ত হন।' কিন্তু তিনি পরবর্ত্তী হবিসমূহ গ্রহণ করিবেনই; কেননা, সেখানে পূর্ণাহুতিতে) যাহা কিছু পরোক্ষ থাকে, এখানে তাহা প্রত্যক্ষ হয়।*

১০। তিনি যে পবমান অগ্নিকে ( হবি ) প্রদান করেন, তাহার কারণ এই য়, প্রাণসমূহই পবমান। ( লোক) যখন জাত হয়, তখন ( তাহাতে ) প্রাণ হইয়া থাকে; আর যতক্ষণ জাত না হয়, ততক্ষণ মাতারই প্রাণকে অনুসরণ করিয়া প্রাণের কার্য্য করে ( "প্রাণিতি" ); ইহা যেরূপ, সেইরূপই তিনি জাত এই ( অগ্নিতে ) ইহার দ্বারা প্রাণকে স্থাপন করিয়া থাকেন।

১১। আর যে তিনি পাবক অগ্নিকে ( হবি ) প্রদান করেন, তাহার কারণ ই যে, অন্নই প্রাণ; এইজন্য তিনি জাত এই ( অগ্নিতে ) ইহা দ্বারা অন্নকে স্থাপন করেন।

১২। তিনি যে শুচি অগ্নিকে ( হবি ) প্রদান করেন, তাহার কারণ এই , বীর্য্যই শুচি, এবং ( লোক ) যখন অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত হয় তখন বীর্য্য হয়।

---

* । "পূর্ণাহুতি দ্বারা অগ্নিতে যে প্রাণ, অন্ন ও বীর্য্যের ধারণ করা হয়, তাহা পরোক্ষ ভাবে; " পবমানেষ্টি দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে, কেননা, পবমান, পাবক ও শুচি শব্দে যথাক্রমে অন্ন ও বীর্য্য প্রতিপাদিত হয়,"—সায়ণ।

এই জন্য তিনি ইহাতে অন্নেরই দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) বর্দ্ধিত করি এই উজ্জ্বল বীর্য্যকে ইহাতে (অগ্নিতে) স্থাপন করেন।

১৩। তাহা যদি এই পর্য্যন্ত হয়[৬] তবে বিপর্য্যস্তের ন্যায় হইয়া থাকে। অগ্নি যখন দেবগণের নিকট হইতে মনুষ্যগণের নিকটে উপস্থিত হন, তিনি তখন ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন যে, 'আমি সমগ্র দেহে মনুষ্যগণের নিকট উপস্থিত হইব না।'

১৪। তিনি এই (তিন) লোকে এই তিনটি তনু (শরীর)[৭] বিনিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার যে পবমান-রূপ ছিল, তাহা তিনি এই পৃথিবীতে, যাহা পাবক-রূপ ছিল, তাহা অন্তরিক্ষে, এবং যাহা শুচি-রূপ ছিল, তাহা দ্যুলোকে বিনিহিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যাঁহারা ঋষি ছিলেন, সেই সময় ঋষি জানিতে পারিলেন যে, 'অগ্নি অসম্পূর্ণ দেহে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।' অনন্তর তাঁহারা ইঁহাকে এই সমস্ত হবি প্রদান করিয়াছিলেন।

১৫। তিনি যে পবমান অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন, তাহাতে ইঁহা (অগ্নির) যে রূপ এই পৃথিবীতে ছিল, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; আর যে পাবক অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন, তাহাতে ইঁহার যে রূপ অন্তরিক্ষে ছিল, তাহাই প্রাপ্ত হন; এবং শুচি অগ্নিকে যে (হবি) প্রদান করেন, তাহা ইঁহার যে রূপ দ্যুলোক ছিল, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; এবং এইরূপে সমগ্র অগ্নিকে স্থাপন করিতে পারেন,—তাহার কিছুই অপনিহিত থাকে না। অতএব তিনি পরবর্ত্তী হবিসমূহ অবশ্য প্রদান করিবেন।

১৬। (পূর্ব্বোক্ত হবিত্রয়ের মধ্যে) প্রথম হবিটির কেবল নিজের এ একখানি বর্হি থাকে, এবং পরবর্ত্তী হবি দুইটির সাধারণ ভাবে একখানি বর্হি থাকে। এই (পৃথিবী-) লোক প্রথম হবির স্বরূপ, অন্তরিক্ষ দ্বিতীয় হবির স্বরূপ, এবং দ্যৌ তৃতীয় হবির স্বরূপ; এই পৃথিবী বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে

---

৬। অর্থাৎ অগ্ন্যাধেয় যদি পূর্ণাহুতি-পর্য্যন্তই হয়, তাহার পরে আর পবমানেষ্টি না করা যায়। দ্রষ্টব্য ৫ম কণ্ডিকা। পবমানেষ্টি করিলেও হয়, না করিলেও হয়, এইরূপই বিধি পাওয়া যায় (কা. শ্রৌ. ৪. ১০. ৭); এখানে প্রথম পক্ষ সমর্থন করা হইতেছে।

৭। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক, এই তিন লোক; এবং পবমান, পাবক ও শুচি, এই তিন তনু।

এ ই অন্তরিক্ষ নীনের ন্যায়, ও ঐ দ্যুলোকও নীনের ন্যায় রহিয়াছে; ইহা.. উভয়ে (অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক) তাহার (পৃথিবীর) প্রতি (পীড়া প্রদান করিতে) উদ্যত হইতে পারে; এই জন্য তাহাদের একখানি সাধারণ বর্হি থাকে।[৮]

১৭। (অগ্নির এই) সমস্ত পুরোডাশই অষ্ট (আটখানি) কপালে (পক্ব) হইয়া থাকে; কেননা, গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা,[৯] ও গায়ত্রীই অগ্নির ছন্দঃ; তিনি ইহাতে (অগ্নিকে) নিজের ছন্দেই আধান করিয়া থাকেন। সেই সমস্ত কপাল (সমষ্টিতে) চতুর্বিংশতিটি, এবং গায়ত্রী চতুর্বিংশত্যক্ষরাই হইয়া থাকে, ও গায়ত্রীই অগ্নির ছন্দ; অতএব তিনি ইহাতে (অগ্নিকে) নিজের ছন্দ দ্বারাই আধান করিয়া থাকেন। ইহাতে যাজ্যা ও অনুবাক্যা গায়ত্রী (ছন্দেরই) হয়, এবং গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ; অতএব তিনি ইহাতে অগ্নিকে নিজের ছন্দের দ্বারাই আধান করিয়া থাকেন।[১০]

১৮। অনন্তর তিনি অদিতিকে চরু প্রদান করেন। যিনি এই[১১] হবিসমূহ গ্রহণ করেন, তিনি যেন এই লোক হইতে প্রচ্যুত হইয়া পড়েন, কেননা, তিনি যাহাতে এই (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ) লোকসমূহে আরোহণপূর্ব্বক গমন করেন।

১৯। কিন্তু তিনি যে অদিতিকে চরু প্রদান করেন, তাহাতে,—এই পৃথিবীই অদিতি, ও ইহাই প্রতিষ্ঠা হওয়ায়,—এই প্রতিষ্ঠাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন; এবং সেই জন্যই তিনি অদিতিকে চরু গ্রহণ করেন।

---

৮। অর্থাৎ একখানি বর্হির উভয়দিকে তাহারা উভয়ে থাকিলে তাহার উভয়দিকে ভার সমান হয় আর তাহারা পৃথিবীর উপর পড়িবে না (?)।

৯। অর্থাৎ গায়ত্রীর এক পদে অষ্টাক্ষর।

১০। পবমান, পাবক ও শুচি এই অগ্নিত্রয়ের অনুবাক্যাসমূহ যথাক্রমে ঋগ্বেদের ৯.৬৬.১৯; ২.১০; ও ৮.৪৪.২১; এবং যাজ্যাসমূহ যথাক্রমে ৯.৬৬.২১; ৫.২৬.১; ও ৮.৪৪.১৭; এই সকলই গায়ত্রী ছন্দের। দ্রষ্টব্য—আশ্ব. শ্রৌ. ২.১.২০—২৫। এই উভয় ইষ্টির অন্তর্গত স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা ও যাজ্যাও গায়ত্রীছন্দের; যথাক্রমে অনুবাক্যা যথা—ঋগ্বেদের ৩.১১.২, ও ৩.১১.৬; ও যথাক্রমে যাজ্যা যথা—৩.১১.১, ১.১.১। মতান্তরে অনুবাক্যা গায়ত্রী, এবং যাজ্যা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের। দ্রষ্টব্য ১.৫.৫.১৫—১৬, ও টীকা।

১১। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক-স্বরূপ পবমানাদি হবি; দ্রষ্টব্য—১৫শ ১৬শ কণ্ডিকা।

২০। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহার (অদিতির) সংযাজ্যাদ্বয় বিরাট্ হইবে,[১২] কেননা, ইহা[১৩] বিরাট্; অথবা ত্রিষ্টুপ্ হইবে, কেননা, ইহা ত্রিষ্টুপ্; অথবা জগতী হইবে, কেননা, ইহা জগতী। কিন্তু তাহারা বিরাট্ই হইবে।

২১। তাহার দক্ষিণা হইবে ধেনু;[১৪] কেননা, ইহা (পৃথিবী) ধেনুর ন্যায় মনুষ্যগণের সমস্ত কামনাকে পূর্ণ করে; ধেনু মাতা, কেননা, ধেনু মাতার ন্যায় মনুষ্যগণকে ভরণ করে; অতএব দক্ষিণা ধেনু হইয়া থাকে। (পবমানেষ্টির) ইহা এক পদ্ধতি।

২২। আর এই দ্বিতীয় (পদ্ধতি)। তিনি কেবল অগ্নিকেই[১৫] অষ্ট কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ অর্পণ করিবেন। তিনি যে 'পবমান অগ্নিকে', 'পাবক অগ্নিকে', ও 'শুচি অগ্নিকে' এইরূপে (প্রদান করেন), তাহাতে তাহা পরোক্ষ হইয়া যায়; আর সরলভাবে (কেবল অগ্নিকে প্রদান করিয়া) তিনি ইহাকে (অগ্নিকে) প্রত্যক্ষভাবে আধান করিতে পারেন;[১৬] অতএব অগ্নিকে (তিনি প্রদান করিবেন)। অনন্তর তিনি অদিতিকে চরু প্রদান করেন। চরুর সম্বন্ধে (পূর্ব্বে) সেই যে (বিধি) অনুকূল, (এখানেও সেই বিধিই) অনুকূল।[১৭]

---

১২। অর্থাৎ স্বিষ্টকৃতের পুরোঽনুবাক্যা ও যাজ্যা বিরাট্ ছন্দের হইবে। দ্রষ্টব্য ১.৫.১.১২, ও টীকা; আশ্ব. শ্রৌ. ২.১.৩০; শাঙ্খা. শ্রৌ. ২.২.১৫।

১৩। পৃথিবীরূপা অদিতি।

১৪। পূর্ব্বোক্ত পবমানেষ্টি বা তনূহবিরিষ্টিতে ছয়, বা বার, বা চব্বিশটি গো দুই ভাগে দক্ষিণা রূপে দিতে হয়। শ্রদ্ধা হইলে যত ইচ্ছা তত গো দিতে পারা যায়। কা. শ্রৌ. ৪.১০.১২–১৪ আপ. শ্রৌ. ৫. ২০. ১৩–১৪; অদিতির দক্ষিণা ধেনু, কা. শ্রৌ. ৪.১০.১৪; সবৎস গাভীর নাম ধেনু। পরবর্ত্তী (৬) ব্রাহ্মণের ৩–৫ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

১৫। অর্থাৎ অগ্নির পূর্ব্বে পবমানাদি বিশেষণ না দিয়া কেবল অগ্নিকেই দিতে হইবে। কা. শ্রৌ. ৪.১০.১১।

১৬। সায়ণ বলেন—পবমানাদি বিশেষণ দ্বারা অগ্নিকে বিশিষ্ট করিলে সেই বৈশিষ্ট্য দ্বারা অগ্নিতে পরোক্ষতা আসিয়া পড়ে, আর সেই বিশেষণ পরিত্যাগ করিলে সরল পথে কেবল অগ্নিকে দান করিলে প্রত্যক্ষ ভাবে তাহাকে স্বীকার করা হয়।

১৭। অর্থাৎ পবমানাদি বিশেষণ-যোগে ইষ্টি করিলে যেমন তাহার পর অদিতির চরু বিহিত হইয়াছিল, বিশেষণ ত্যাগ করিলেও সেইরূপই অদিতির চরু হইবে।

# ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

[১ ঋত্বিকেরা যজ্ঞ করিতে গিয়া সোমাভিষব, পশুবধ, ও ব্রীহিপ্রভৃতির অবঘাতের দ্বারা বস্তুত যজ্ঞকে বধ করেন ;—২ দেবগণ হত যজ্ঞকে দক্ষিণা দ্বারা আবার কর্মদক্ষ করিয়াছিলেন,দক্ষিণা-শব্দের নির্বচন, পূর্বোক্ত হইতে দক্ষিণাদানের বিধি—৩—৫ ছয়, বার, বা চব্বিশটি গাভী দক্ষিণা দিতে হইবে, শ্রদ্ধানুসারে অধিকও দিতে পারা যায় ;—৬-৭ দক্ষিণাদান-বিধির প্রশংসা ও সমর্থন ; দেবগণ দ্বিবিধ,—অগ্ন্যাদি দেব,ও মনুষ্যদেব, ব্রাহ্মণ মনুষ্যদেব ,—৮-১৪ অগ্ন্যাধানের ফলকথনের জন্য দেবাসুর-আখ্যায়িকা, দেবগণ অমৃতরূপ অগ্ন্যাধেয়কে প্রাপ্ত হইয়া অন্তরাত্মায় হৃদয়ে স্থাপন করেন ও তাহাতে অসুরগণকে পরাভব করেন, আহিতাগ্নি ব্যক্তিকে শত্রু হিংসা করিতে পারে না, আহিতাগ্নির যদিও দেবগণের ন্যায় অমৃত হইবার আশা নাই, তথাপি তিনি সমগ্র আয়ু লাভ করিয়া থাকেন ;—১৫ অগ্নি কিরূপে অন্তর্হৃদয়ে আহিত হইতে পারে, তাহার প্রতিপাদন —১৬ অন্তর্হৃদয়ে আহিত অগ্নির উদ্দীপন ;—১৮ অন্তর্হৃদয়ে আহিত অগ্নি ও যজমানের মধ্যে কেহ গমনও করিতে পারে না, এবং সেজন্য ব্যবধান-কৃত কোনো দোষও হয় না, এই অগ্নি উপশান্তও হয় না ;—১৮ প্রাণ, অপান, ব্যান-নামক অন্তর্বায়ুই যথাক্রমে অন্তরাত্মায় আহিত আহবনীয় গার্হপত্য ও অন্বাহার্যপচন দক্ষিণ) ;—১৯ আহিতাগ্নি ব্যক্তি সত্যই বলিবেন, মিথ্যা বলিবেন না, ইহার ফল ও দৃষ্টান্ত :—২০ প্রাচীন ঘটনার উল্লেখে সত্য-কথনের সমর্থন।]

১। তাঁহারা যে যজ্ঞকে বিস্তার করেন, তাহাতে তাহাকে (যজ্ঞকে) বধ করেন ; তাঁহারা যে (সোমকে) অভিষব করেন তাহাতে তাঁহাকে বধ করেন, তাঁহারা পশুকে হনন করেন, শাসন করেন, তাহাতে তাহাকে বধ করেন ; তাঁহারা উদূখল ও মুসল, এবং দৃষৎ ও উপলা দ্বারা হবির্যজ্ঞকে বধ করিয়া থাকেন।

২। যজ্ঞ হত হইয়া (ফলোৎপাদনে) দক্ষ (সমর্থ) হইতে পারে নাই। (অনন্তর) দেবগণ দক্ষিণা দ্বারা তাহাকে দক্ষ করেন ("অদক্ষয়ন্")। তাঁহারা। তাহাকে দক্ষিণা দ্বারা দ ক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার নাম দ ক্ষি ণা। অতএব যজ্ঞ এখানে হত হইলে তাহার যাহা কিছু ব্যথিত হয়, তাহাই তাঁহারা দক্ষিণা দ্বারা (আবার) দক্ষ করিয়া দেন, এবং যজ্ঞ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। সেই জন্য তিনি দক্ষিণা প্রদান করেন।

৩। তিনি ছয়টি (গাভী) প্রদান করিবেন ; কেননা সংবৎসরের ঋতু ছয়টি এবং সংবৎসর যজ্ঞ ও প্রজাপতি-স্বরূপ ; অতএব যজ্ঞ যৎপরিমাণ, ইহার যে মাত্রা আছে, তিনি তাহা দ্বারাই ইহাকে (যজ্ঞকে) দক্ষ করেন।

৪। তিনি দ্বাদশটি প্রদান করিবেন ; কেননা, সংবৎসরের মাস দ্বাদশটি এবং সংবৎসর যজ্ঞ ও প্রজাপতি-স্বরূপ ; অতএব যজ্ঞ যৎপরিমাণ,—ইহার যে মাত্রা আছে, তিনি তাহাতেই ইহাকে দক্ষ করেন।

৫। তিনি চতুর্বিংশতিটি দিবেন, কেননা, সংবৎরের অর্দ্ধমাস চতুর্বিংশতি এবং সংবৎসর যজ্ঞ ও প্রজাপতি-স্বরূপ ; অতএব যজ্ঞ যৎপরিমাণ,—ইহার যে মাত্রা আছে, তিনি তাহাতেই ইহাকে দক্ষ করেন। ইহাই দক্ষিণার পরিমাণ কিন্তু তিনি শ্রদ্ধানুসারে অধিকতর দক্ষিণা দিতে পারেন।[1] তিনি যে দক্ষিণা প্রদান করেন, ( তাহার কারণ এই )—

৬। দেবগণ দুই প্রকার ; দেবগণই দেব, আর যে সকল ব্রাহ্মণ বহুশ্রুত ও অধীতসাঙ্গবেদ,[2] তাঁহারা মনুষ্যদেব।[3] তাঁহাদের যজ্ঞ দ্বিধা বিভক্ত ; আহুতিসমূহ দেবগের, এবং দক্ষিণা বহুশ্রুত অধীতসাঙ্গবেদ মনুষ্যদেব ব্রাহ্মণগণের ; ইহা ( যজ্ঞ ) আহুতিসমূহের দ্বারা দেবগণকে প্রীত করে, এবং দক্ষিণাসমূহের দ্বারা বহুশ্রুত অধীতসাঙ্গবেদ ব্রাহ্মণকে প্রীত করে। সেই উভয় দেবগণ প্রীত হইয়া ইহাকে সুধায় স্থাপিত করেন।[4]

৭। লোকে যেমন যোনিতে রেত স্থাপন করে, সেইরূপই ঋত্বিগ্‌গণ যজমানকে ( স্বর্গ ) লোকে[5] স্থাপন করেন। তিনি যে ইঁহাদিগকে তাহা ( দক্ষিণা ) প্রদান করেন, ( তাহার কারণ, তিনি মনে করেন যে ), 'যাঁহারা আমাকে ইহা ( স্বর্গ ) প্রাপ্ত করাইয়াছেন, ( তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দান করা উচিত )।' ইহাই দক্ষিণাসমূহের ( রীতি )।

৮। দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য ; তাঁহারা উভয়ে পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই আত্মা[6] ছিল না, তাঁহারা

১। ৫ম ব্রাহ্মণের ১৪শ টীকা দ্রষ্টব্য, ৩৬ পৃষ্ঠা।

২। "শুশ্রুবাংসোঽনূচানাঃ ;" "শুশ্রুবাংসো বহুশ্রুতাঃ, অনূচানাঃ সাঙ্গবেদাধ্যয়নেন জাতাঃ তাৎপর্য্যাঃ—সায়ণ। অথবা যাঁহারা শিষ্যগণকে অনুক্রমে শিক্ষা প্রদান করেন তাঁহারা অ নূ চা ন।

৩। "এতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যদ্ ব্রাহ্মণাঃ :—তৈ. স. ১,৭,৩,২।

৪। তুলনীয় —৪,৩, ৩, ৪।

৫। "স্বর্গে লোকে"—ইতি কাণ্বশাখা-পাঠ।

৬। সায়ণ এখানে 'আত্মা' শব্দের অর্থ আত্মজ্ঞান করিয়াছেন ; মূল "অনাত্মানঃ ;" "আত্মজ্ঞানরহিতা অবিবেকিনো জাতাঃ—" সায়ণভাষ্য

… ছিলেন, কেননা, যাহার আত্মা থাকে না, সে মর্ত্ত্য। সেই মর্ত্ত্য উভয়-দলের মধ্যে অগ্নিই অমৃত ছিলেন, এবং সেই অমৃতকেই (অগ্নিকে) আশ্রয় করিয়া তাঁহারা জীবিত থাকিতেন। তাহারা (অসুরেরা) ইঁহাদিগের (দেব-গণের) মধ্যে যাঁহাকেই হত করিত, তিনিই সেখানে (হত) হইতেন।

৯। অনন্তর দেবগণ অল্পতর হইয়া অবশিষ্ট থাকিলেন এবং অর্চ্চনা ও শ্রম করিতে করিতে বলিলেন যে, 'শত্রু মর্ত্ত্য অসুরগণকে আমরা অভিভব করিব!' অনন্তর তাঁহারা এই অমৃত অগ্ন্যাধেয়কে দর্শন করিলেন।

১০। তাঁহারা বলিলেন—'অহো! আমরা এই অমৃতকে অন্তরাত্মায় স্থাপন করিয়া, (ও তাহাতে) অমৃত হইয়া অহিংসনীয় হইয়া (আমাদের) শত্রু মর্ত্ত্য অসুরগণকে অভিভব করিব!'

১১। তাঁহারা বলিলেন—'আমাদের উভয়েরই মধ্যে এই অগ্নি রহিয়াছে, (অতএব) অসুরগণকে প্রকাশ করিয়া বলিব।'[৭]

১২। তাঁহারা বলিলেন—'আমরা দুইটি অগ্নি আধান[৮] করিব, আর তোমরা কি করিবে?'

১৩। তাহারা বলিল—'আমরা তাহা হইলে এই অগ্নিকে নীচেই স্থাপন করিব ("ন্যেব ধাস্যামহে"), এবং তাহাকে বলিব যে, 'এখানে তৃণসমূহ দগ্ধ কর!' এখানে দারুসমূহ দগ্ধ কর! এখানে অন্ন পাক কর! এখানে মাংস পাক কর!' অসুরগণ যে অগ্নিকে নীচে স্থাপন করিয়াছিল, তাহা দ্বারা মনুষ্যগণ ভোজন করে।

১৪। অনন্তর দেবগণ ইহাকে (অগ্নিকে) অন্তরাত্মায় আধান করিলেন, এবং এই অমৃতকে অন্তরাত্মায় আধান করিয়া (তাহাতে) অমৃত হইয়া অহিংস-নীয় হইয়া হিংসনীয় মর্ত্ত্য শত্রুগণকে অভিভব করিলেন। ইনি সেই-রূপই ইহাতে অমৃতকে অন্তরাত্মায় আধান করেন, এবং (যদিও তাঁহার তাহাতে) অমৃতত্বের আশা নাই, (তথাপি) সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং

---

৭ অর্থাৎ 'অসুরগণকে জানাইয়াই আমাদের আধান করা উচিত, ইহাই তাঁহারা বিচার করি-[লেন]'- সায়ণ।

৮ স্থাপন করিব, বা অন্তরাত্মায় স্থাপন করিব; "আধাস্যামহে।"

অহিংসনীয়ই হন; শত্রু হিংসা করিতে ইচ্ছা করিলেও ইহাকে হিংসা দিতে পারে না। অতএব আহিতাগ্নি ও অনাহিতাগ্নি ব্যক্তি যদি (পরস্পর) স্পর্দ্ধা করে, তাহা হইলে আহিতাগ্নি ব্যক্তিই (অপরকে) অভিভব করে, কেননা, সে তখন অহিংসনীয় হয়, অমৃত হয়।

১৫। তাঁহারা যখন ঐ স্থানে ইহাকে (অগ্নিকে) মন্থন করেন, তখন ইহা (অগ্নি) জাত হইলে, তিনি (যজমান) ইহার উপরে শ্বাস ত্যাগ করে ("অভিপ্রাণিতি"), কেননা, প্রাণই অগ্নি, এবং তিনি তাহাতে উৎপন্ন ইহাকে (অগ্নিকে, বস্তুত) উৎপাদন করেন। তিনি পুনর্ব্বার শ্বাস গ্রহণ করেন ("অপানিতি"), এবং তাহাতে ইহাকে অন্তরাত্মায় আধান করেন। এইরূপে সেই অগ্নি ইহার অন্তরাত্মার আহিত হইয়া থাকে।[৯]

১৬। তিনি তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া সমুজ্জলিত করেন; 'আমি এখানে যাগ করিব, আমি এখানে সুকৃত[১০] করিব!' এই (সঙ্কল্প) দ্বারা তিনি তাঁহার অন্তরাত্মার আহিত অগ্নিকে সমুজ্জলিত করিয়া থাকেন।

১৭। (কেহ কেহ ভয় করেন যে, কোনো ব্যক্তি এই অগ্নি ও যজমানের মধ্যে আগমন করিয়াছিল, (এবং তাহাতে অগ্নি) বিমুখ হইয়াছিল।[১১] কি তিনি যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন, যে অগ্নি ইহার অন্তরাত্মায় আহি হইয়াছে, সেই অগ্নি ও ইহার মধ্যে কেহই আগমন করে না। অতএব তিনি তা আদর করিবেন না। (আর যে তাঁহারা বলেন—) 'ইহা উপশান্ত হই যাইবে', (তাহাও নহে), কেননা, তাঁহার যে অগ্নি অন্তরাত্মায় আহিত হইয়াছে তাহা, তিনি যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন উপশান্ত হয় না।

১৮। প্রাণসমূহই সেই সমস্ত অগ্নি; প্রাণ ও উদানই (যথাক্র আহবনীয় ও গার্হপত্য, এবং ব্যান অন্বাহার্য্যপচন।

১৯। এই-সেই অগ্ন্যাধেয়ের সত্যই উপচার (সেবা, বা পূজা)। যিনি বলেন, তিনি, সমুজ্জলিত অগ্নিকে ঘৃত দ্বারা অভিষেচন করিলে তাহা যে হয়, সেইরূপই ইহাকে (অগ্নিকে) উদ্দীপ্ত করিয়া থাকেন; তাঁহার অধিকা

৯। চতুর্থ ব্রাহ্মণের ২৯ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

১০। সৎকার্য্য, বা পুণ্য কার্য্য।

১১। সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য।

...তরই তেজ হয়, এবং ( স্বয়ং ) পর-পর দিন ( উত্তরোত্তর ) শ্রেয়ান্ হইয়া উঠেন। আর যে ব্যক্তি অনৃত বলেন, তিনি, সমুজ্জ্বলিত অগ্নিকে জলের দ্বারা অভিষেচন করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপই তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলেন ; তাঁহার তেজ অল্পতর-অল্পতরই হয়, এবং পর-পর দিন ( নিজে ) নিকৃষ্টতর হইয়া পড়েন। অতএব তিনি সত্য বলিবেন।

২০। তদ্বিষয়ে ঔ প বে শি ( উ প বে শ-পুত্র ) অ রু ণ কে জ্ঞাতিগণ বলিয়াছিলেন—'তুমি স্থবির হইয়াছ, অগ্নিদ্বয় আধান কর!' তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—'আপনারা ইহা বলিবেন না যে, "তুমি বাগ্‌যতই হও ?" কেননা, আহিতাগ্নি ব্যক্তিকে অনৃত বলিতে হয় না, তিনি কখনো কিছু না বলিতেও পারেন, কিন্তু অনৃত বলিবেন না।' অতএব সত্যই উপচার।[১৩]

---

১২। দ্রঃ—১.১.১.৪—৫।

১৩। এই কণ্ডিকার মূল এই :—"তদ্ধ হাপ্যারুণমৌপবেশিং জ্ঞাতয় উচুঃ স্থবিরো বা অ স্যগ্নী আধৎস্বেতি। স হোবাচ তে মৈতদ্ ব্রূথ বাচংযম এবৈধি, ন বা অহিতাগ্নিনানৃতং বদিতব্যং, ন বদঞ্জাতু নানৃতং বদেৎ, তাবৎ সত্যমেবোপচার ইতি।" সায়ণ এখানে যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহার অর্থ এইরূপ হয়—'আপনারা ইহা বলিবেন না যে, বাগ্‌যতই হইতে হয় ( অর্থাৎ অগ্ন্যাধান করিয়া মিথ্যাবর্জন-পূর্বক কেবল যে সত্য বলিবে, তাহা নহে, বাগ্‌যত হইয়াই থাকিতে হইবে ; এই কথা বলিবেন না ) কেননা, যে বাগ্‌ব্যবহার করিবে তাহার মিথ্যাকথন-নিষেধ সম্ভব হয় না ;'—"'বাচংযম এধেতি' বাগ্‌যত এব ভবতি। কুত এতৎ প্রার্থ্যতে ? তত্রাহ 'ন বা' ইতি। আহিতাগ্নিনা অনৃতং ন বদিতব্যম্। বাগ্‌ব্যবহারং কুর্ব্বতস্তু অনৃতবদননিষেধো ন সম্ভবতি।" সায়ণের মতে "ন বদন্ জাতু নানৃতং বদেৎ" মূলের এই অংশের অর্থ হয়—'যে কথা বলে, সে যে কখন অনৃত না বলে, তাহা নহে।' কিন্তু যদি তাহাই হয়, তবে পরবর্তী ভাষ্যপঙ্‌ক্তি সঙ্গত মনে হয় না—"যস্মাদেবমৃষিণোক্তং—'ন বদন্ জাতু' ইত্যাদি, তস্মাৎ সত্যবচনমেবাগ্ন্যা-ধানস্যোপচার ইত্যন্বয়ঃ।" জ্ঞাতিবর্গের প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই বুঝিতে হইবে ; যে, 'অগ্ন্যাধান করিয়া তুমি বাগ্‌যত হও ?' অ রু ণ উত্তর করিতেছেন যে, বাগ্‌যত হইতে হইবে না, সত্য বলিলেই চলিবে।

১৪। ... ৪.১০.১৫।

# দ্বিতীয় প্রপাঠক

## প্রথম ব্রাহ্মণ

[ ১ অগ্ন্যাধেয়ের ধন ও রাজ্য-হেতুত্ববর্ণন ;– ২-৪ বক্ষ্যমাণ পুনরাধেয় বিধির প্রশংসার জন্ত আখ্যায়িকা ;—৫ পুনরাধেয়-অনুষ্ঠানের ফল ;—৬ অগ্নিসম্বন্ধের উল্লেখে পুনরাধেয়ের প্রশংসা ;—৭ বর্ষা ঋতুতে পুনরাধেয়-আধানের বিধি ও তাহার সমর্থন, বর্ষ-শব্দের ব্যুৎপত্তি, বর্ষা সর্ব্বঋতু-স্বরূপ ;—৮ প্রকারান্তরে বর্ষার সর্ব্বঋতুস্বরূপত্ব-প্রতিপাদন ;—৯ পুনরাধান দিনের মধ্যভাগে বিধেয়, ইহাই প্রতিপাদনের জন্ত আদিত্যের সর্ব্বঋতুস্বরূপত্ব-প্রতিপাদন ;—১০ মধ্যাহ্নের বা দিবার মধ্যভাগের প্রশংসা, মানুষ ছায়ার ন্তায় পাপ দ্বারা অনুযুক্ত থাকে ;—১১ কাণ্ড দ্বারা অগ্নির উদ্ধরণ, অগ্নির উদ্ধরণে দর্ভব্যবহারের সমর্থন ;—১২ কপালস্থানীয় দুইটি অর্কপত্রে ব্রীহিনির্ম্মিত অপূপ পাক করিয়া গার্হপত্য অগ্নির স্থানে স্থাপন ;—১৩ দুইটি অর্কপত্রে যবনির্ম্মিত অপূপ পাক করিয়া আহবনীয় অগ্নির স্থানে স্থাপন ;—১৪ এই বিধিদ্বয়ের উদ্দেশ্য ও খণ্ডন ;—১৫ পবমানেষ্টি-স্থলে কেবল অগ্নিকেই পঞ্চকপালপক্ক পুরোডাশ দিবার বিধি ;—১৫ সমস্ত যজ্ঞ আগ্নেয় হইয়া থাকে ;—১৬ চরম অনুযাজের পূর্ব্বপর্যান্ত মন্ত্রসমূহের অনুচ্চস্বরে উচ্চারণের বিধি ও তাহার সমর্থন ;—১৭ শেষ অনুযাজকে উচ্চৈঃস্বরে করিবার বিধি ও যুক্তি ;—১৮ প্রযাজ মন্ত্রোচ্চারণের জন্ত অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক হোতার আহ্বান, প্রথম প্রযাজে সমিৎ-শব্দের স্থানে প্রত্যক্ষত অগ্নি শব্দ দিতে পারা যায় ;—১৯ প্রযাজ-যাজ্যাসমূহে বিভিন্ন-বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত অগ্নি-শব্দের নিবেশ ;—২০ আজ্যভাগদ্বয়ের মন্ত্র, প্রথম আজ্যভাগ কেবল অগ্নির, এবং দ্বিতীয় আজ্যভাগ পবমান অগ্নি বা ইন্দুমান্ অগ্নির হইয়া থাকে ;—২১ অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণের জন্ত অধ্বর্য্যুর হোতার নিকট প্রার্থনা, হোতৃকর্ত্তৃক তাহার পাঠ, তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—২২-২৩ পবমান ও ইন্দুমান্ অগ্নির জন্ত আজ্য নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার অনুবাক্যা উচ্চারণ ;—২৪ অগ্নির অনুবাক্যা এবং স্বিষ্টকৃতের যাজ্যা ও অনুবাক্যার উচ্চারণের জন্য অধ্বর্য্যুর হোতৃসমীপে প্রার্থনা ;—২৫ অনুযাজত্রয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় যাজ্যা যথাক্রমে 'অগ্নেঃ' ও 'অগ্নৌ' এই দুই অগ্নি শব্দ যোগ করিয়া তাহাদিগকে আগ্নেয় করা, তৃতীয় অনুযাজে পূর্ব্বেই অগ্নি-শব্দ থাকায় তাহা নিজেই আগ্নেয় রহিয়াছে ;—২৬ পূর্ব্বোক্তরূপে প্রযাজ ও অনুযাজ সমূহে অগ্নি-শব্দের উত্তর ছয়টি বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এই ছয় সংখ্যার প্রশংসা ;—২৭ পূর্ব্বোক্ত বিভক্তিসমূহের অক্ষরসংখ্যা ধরিয়া প্রশংসা, প্রযাজ ও অনুযাজ-সমূহের স্বরূপ ;—২৮ পুনরাধেয়ে দক্ষিণা হিরণ্য বা বলীবর্দ্দ হইবে। ]

১। বরুণ রাজ্যকাম হইয়া ইহা ( অগ্নিকে ) আধান করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; এবং সেই জন্ত যে ব্যক্তি ( ইহা ) জানে, বা যে ব্যক্তি জানেন না, তাহারা ( উভয়েই ) বলে যে, 'বরুণ রাজা।' সোম দ্যুম্নকাম হইয়া

( ইহা ) আধান করিয়াছিলেন, এবং তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন ; সেই জন্ত যে ব্যক্তি সোমের নিকট (কিছু) লাভ করে, বা যে ব্যক্তি করে না, তাহারা উভয়েই ( যশ ) প্রাপ্ত হয়। ( লোকেরা ) ইহা দ্বারা যশই দেখিতে আগমন করে ; যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া আধান করেন, তিনি যশই প্রাপ্ত হন, রাজ্য প্রাপ্ত হন।[1]

২। দেবগণ বিজয়ের উদ্দেশে গমন করিবার জন্ত, বা স্বচ্ছন্দভ্রমণের ইচ্ছার জন্ত, অথবা 'আমাদের মধ্যে রক্ষকতম ইনি ( অগ্নি ) রক্ষা করিবেন', এই মনে করিয়া গ্রাম্য ও আরণ্য সমস্ত রূপকে অগ্নির নিকট নিহিত করিয়াছিলেন।[2]

৩। অগ্নি সেই সমুদায়কে অত্যন্ত কামনা করিয়াছিলেন, এবং সমস্ত সংগৃহীত করিয়া তৎসমুদয়ের সহিত ঋতুসমূহের মধ্যে প্রবেশ করেন। দেবগণ মনে করিলেন—'আবার আমরা ( আমাদের স্থানে ) ফিরিয়া যাই', এবং ( যেস্থানে ) অগ্নি তিরোভূত হইয়াছিলেন, ( সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন )। তাঁহাদের বড় হীন অবস্থা[3] হইয়াছিল, ( এবং তাঁহারা বলিয়াছিলেন )—'এখানে কি কর্ত্তব্য ? এবং বুদ্ধিই বা কি ?'

৪। অনন্তর ত্বষ্টা এই পু ন রা ধে য় ( অগ্নিকে ) দেখিলেন। তিনি তাহা আধান করিলেন, এবং তাহা দ্বারা অগ্নির প্রিয় ধামে উপস্থিত হইলেন ; তিনি ( অগ্নি ) ইহাকে গ্রাম্য ও আরণ্য উভয়বিধই রূপ ফিরাইয়া দিলেন। সেই জন্তই তাঁহারা বলিয়া থাকেন—'রূপসমূহ ত্বষ্টার', কেননা, রূপসমূহ ত্বষ্টারই,[4] এবং ( ইহার ) যত যত প্রকার ( রূপ থাকে ), অপর জীবগণ ( তত-তত প্রকারই ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে।[5]

---

১। পু ন রা ধে য় ( দ্রঃ—২.১.২.১০, ১৪শ টীকা, ১২ পৃষ্ঠা ) বিধানের জন্ত প্রথমত এখানে ইহার প্রকৃতি-ভূত অগ্ন্যাধেয়ের রাজ্য ও যশোহেতুত্ব প্রতিপাদ্য হইয়াছে। কা. শ্রৌ. ৪.১০ ১-২।

২। তুলঃ—তৈ. স. ১.৫.১. ; ২.৩.২.১ ইত্যাদি।

৩। "ইয়সা" ; 'বিহীনাবস্থা'—ইতি সায়ণ ; 'চিন্তা'—ইতি হরিস্বামী ; দ্রঃ—১.৭.৩.১৪ ; ২.২ .. ১০।

৪। ১.৭.৩.১০, ৮ম টীকা।

৫। এখানে ভাবানুবাদ করা হইয়াছে ; মূল এই—উপ হ মেধাস্যাঃ প্রজা যাবন্তো যাবন্ত ইব [illegible]।"

৫। তিনি তাহার ( সেই ফলের) জন্য[৬] পুনরাধেয় (অগ্নিকে) আধান করিবেন, কেননা তিনি এইরূপে অগ্নির প্রিয় ধামে উপস্থিত হন, এবং তিনি ইহাকে গ্রাম্য ও আরণ্য উভয়বিধ রূপসমূহই ফিরাইয়া দেন ; তাঁহাতেই এই উভয়বিধ রূপসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে ; এবং ইহাই ( অগ্ন্যাধেয় দ্বারা উভয়বিধ রূপের প্রাপ্তিই )সর্ব্বোৎকর্ষ ("পরমতা")। ইহাকে ( কৃত-পুনরাধেয় ব্যক্তিকে, সকলেই ) স্পৃহা করিয়া থাকে, এবং ইনিও দর্শনীয় ( উৎকর্ষ লাভ করিয়া ) পুষ্ট হন।

৬। এই যজ্ঞ আগ্নেয়। জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি পাপের দাহক। ইনি ( অগ্নি ) তাঁহার ( যজমানের ) পাপকে দগ্ধ করেন, এবং তিনি এখানে ( ইহলোকে ) শ্রী ও যশের দ্বারা জ্যোতিঃস্বরূপ, ও ওখানে ( পরলোকে ) পুণ্যলোকত্ব হেতু জ্যোতিঃস্বরূপ হন। তিনি যাহার জন্য আধান করিবেন, তাহা ইহাই।

৭। তিনি বর্ষায় আধান করিবেন ;[৭] কেননা, বর্ষাই সমস্তঋতু-স্বরূপ। বর্ষাই সমস্তঋতু-স্বরূপ বলিয়া (লোকেরা) অমুক ব র্ষে (বৎসরে,বা বৃষ্টিতে) করিয়াছি,অমুক ব র্ষে করিয়াছি',এই বলিয়া সংবৎসর দর্শন করিয়া থাকেন (অর্থাৎ গণনা করেন)।[৮] বর্ষাই সমস্ত ঋতুর রূপ। (লোকেরা) যে বলিয়া থাকে 'অদ্য গ্রীষ্মের ন্যায়', তাহা বর্ষাতেই হইয়া থাকে ; (লোকেরা) যে বলিয়া থাকে 'অদ্য শিশিরের ন্যায়,'তাহা বর্ষাতেই হইয়া থাকে। ব র্ষ (বর্ষণ) হইতে ব র্ষা হইয়াছে।

৮। আর ইহাই পরোক্ষ রূপ।[৯] যখন ( বায়ু ) পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হয় তখন তাহা বসন্তের রূপ ; যখন ( মেঘ ) গর্জ্জন করে, তখন তাহা গ্রীষ্মের রূপ, যখন বৃষ্টি হয়, তখন তাহা বর্ষার রূপ ; যখন ( বিদ্যুৎ ) বিদ্যোতিত হয়, তখন তাহা শরদের রূপ ; এবং যখন বৃষ্টি হইয়া নিবৃত্ত হয়, তখন তাহা হেমন্তের রূপ ;

---

৬। "কং" অনর্থক বাক্যপূরণ নিপাত ; নিরুক্ত, ১.৩.৫ ; দ্রঃ—ঋঃ স. ৮.৮.১৯.১।

৭। এতৎ সমস্তই পুনরাধেয়ে দ্বিতীয়বার আধানের জন্য বুঝিতে হইবে।

৮। এখানে বৃষ্টিসময়বাচী ব র্ষা এবং বৎসরবাচী ব র্ষ শব্দের ঐক্য গ্রহণ করিয়া এই উক্ত হইয়াছে।

৯। বর্ষাই যে সর্ব্বঋতুস্বরূপ, তাহা প্রত্যক্ষ রূপের দ্বারা পূর্ব্ব কণ্ডিকায় প্রতিপাদিত হইয়াছে ; কেননা, সেখানে উক্ত হইয়াছে যে, বর্ষা ঋতুতেই সময়ে সময়ে লোকে গ্রীষ্ম ও শিশিরের অনুভব করিয়া থাকে। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশির এই তিন ঋতুই প্রধান, এবং এক বর্ষাতে পূর্ব্বোক্ত সব গুলিকেই পাওয়া যায়। অতএব বর্ষায় সমস্ত ঋতুর লক্ষণ থাকায় তাহা সর্ব্বঋতুস্বরূপ। এখানে পরোক্ষ রূপ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, যাহাতে বর্ষাই সমস্তঋতুস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

( অতএব ) বর্ষাই সমস্ত ঋতুর স্বরূপ। তিনি ( অগ্নি ) ঋতুসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং ঋতুসমূহ হইতেই তিনি ইহাকে ইহা দ্বারা নির্ম্মিত করিয়া থাকেন।

৯। আদিত্যই সমস্ত ঋতু। যখন ইহা উদিত হন, তখন বসন্ত; যখন গাভী-সমূহ দোহনের জন্য সম্মিলিত হয়,[১] তখন গ্রীষ্ম; যখন দিনের মধ্যভাগ উপস্থিত হয়, তখন বর্ষা; যখন অপরাহ্ণ, তখন শরৎ; এবং যখন ইহা ( সূর্য্য ) অস্ত গমন করে, তখন হেমন্ত। অতএব তিনি দিনমধ্যভাগে ( "মধ্যন্দিনে" ) আধান করিবেন, কেননা সেই সময়েই ইহা ( সূর্য্য ) এই লোকের নিকটতম হইয়া থাকে, এবং তিনি ইহাতে সমীপতম মধ্যস্থল হইতেই ইহাকে (অগ্নিকে) নির্ম্মাণ করেন।[১]

১০। এই লোক ছায়ার ন্যায় পাপ দ্বারা অনুষক্ত। এই ( মধ্যদিন ) [illegible]য় ইহার তাহা ( ছায়ারূপ পাপ ) অল্পতম হইয়া থাকে, এবং পায়ের নীচে অবসন্ন হইয়া পড়ে; অতএব তিনি ইহাতে ( সেই সময়ে ) অল্পতম [illegible]কে পীড়িত করিয়া থাকেন। অতএব তিনি মধ্যদিনেই আধান করিবেন।

১১। তিনি তাহা (অগ্নিকে,গার্হপত্য হইতে) দর্ভসমূহ দ্বারা উ দ্ধ র ণ করেন [illegible]াইয়া লইয়া যান)।[২] তিনি পূর্ব্বে ( অগ্ন্যাধেয়ে ) ইহাকে দারুসমূহের দ্বারা [illegible]ণ করেন; তিনি যদি পূর্ব্বে দারুসমূহের দ্বারা এবং পরেও দারুসমূহের দ্বারা [illegible]দ্ধরণ করেন ), তাহা হইলে পুনরুক্তি করিয়া ফেলেন এবং ( দারুবিষয়ক [illegible]স্পর ) কলহ উৎপাদন করেন। দর্ভসমূহ জলস্বরূপ,[৩] এবং জলই বর্ষা। তিনি [illegible]গ্নি ) ঋতুসমূহের মধ্যে[৪] প্রবেশ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি ইহাতে জল

---

[illegible]। "সঙ্গবঃ"; "সঙ্গতা গাবো দোহনার্থং যত্র" ইতি শব্দকল্পদ্রুম; "সঙ্গচ্ছন্তে গাবো [illegible]র্মিং যস্মিন্ কালে স সঙ্গবঃ"—সায়ণ, ঋ. স. ৫. ৭২. ৩. ভাষ্য। দিবার প্রথম [illegible]হূর্ত্ত প্রাতঃকাল, তাহার পর তিন মুহূর্ত্ত স ঙ্গ ব;—"প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গব-[illegible]স্তু।"

১। পুনরাধান মধ্যন্দিনে অনুষ্ঠেয়; কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ৬।

২। কা শ্রৌ. ৪. ১১. ৭।

৩। [illegible]. ১. ৩. ৫।

৪। [illegible]য় কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

২০। তিনি আগ্নের আজ্যভাগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"অগ্নিকে স্বা !"[২৪] যদি তাঁহারা পবমানের জন্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে, তিনি বলেন—"পবমান অগ্নিকে স্বাহা।"[২৫] তাঁহারা যদি ইন্দুমান্ অগ্নির জন্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে, তিনি বলেন—"ইন্দুমান্ অগ্নিকে স্বাহা !" "অগ্নিকে স্বাহা ! আজ্যপ অগ্নিগণকে স্বাহা ! সেবনকারী অগ্নি আজ্যের ( ভাগ ) গ্রহণ করুন !" তিনি ( এই সমুদয় ) উচ্চারণ করেন।

২১। তিনি ( অধ্বর্যু ) বলেন—'আগ্নের আজ্যভাগকে লক্ষ্য করিয়া অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন !' তিনি ( হোতা ) উচ্চারণ করেন—"স্তোত্র দ্বারা অমর্ত্ত্য অগ্নিকে বোধিত কর, ইনি প্রকাশমান হইয়া দেবগণের নিকট আমাদের হব্যসমূহ স্থাপন করুন !"[২৬] কেননা, অগ্নি যখন অপসারিত হন, তখন যেন তিনি নিদ্রা যান ; তিনি ইহাতে ইঁহাকে সম্প্রবোধিতই করেন, এবং উঠাইয়া দেন। তিনি যাজ্যাপাঠ করেন—"সেবনকারী অগ্নি আজ্যের ( ভাগ ) গ্রহণ করুন !"

২২। তাঁহারা যদি ( দ্বিতীয় আজ্যভাগ ) পবমান অগ্নির জন্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বলিবেন—'পবমান অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন !' তিনি উচ্চারণ করেন—"হে অগ্নি আমাদের আয়ুঃসমূহ ( যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ )[২৭] তুমি শোধন করিতেছ। অন্ন ও ( ক্ষীরাদি ) রস আমাদের দিকে প্রেরণ কর, এবং উপদ্রবকে দূরে বিনাশ কর !"[২৮] এইরূপেই ইহা আগ্নের হইয়া থাকে। সোমই পবমান, এবং সোমসম্বন্ধী আজ্যভাগ হইতেই তাঁহারা ইহা লইয়া যান।[২৯] তিনি যাজ্যা পাঠ করেন—"সেবনকারী পবমান অগ্নি আজ্যের ( ভাগ ) গ্রহণ করুন !"

---

২৪। দ্র:—১. ৪. ৪. ২২।

২৫। প্রথম আজ্যভাগ কেবল অগ্নির জন্ত, দ্বিতীয় আজ্যভাগ সোমের জন্ত না করিয়া (১. ৪. ৪, ২২) তৎস্থানে পবমান অগ্নি অথবা ইন্দুমান্ অগ্নির জন্ত বিধেয়। কা, শ্রৌ. ৪. ১১, ১২।

২৬। ঋ. স. ৫. ১৪. ১।

২৭। সায়ণ-ভাষ্য, তৈ. স. ১. ৩. ১৪, ৭।

২৮। ঋ. স. ৯. ৬৬, ১৯ ; বা. স. ১৯, ৩৮ ; তৈ. স, ১. ৩. ১৪. ৭।

২৯। পবমান অর্থাৎ যাহা পবিত্র হয়, সোমের যে পবমানত্ব অর্থাৎ পবিত্রীভাব তাহা সে সম্বন্ধ আজ্যভাগ হইতেই আনীত। দ্বিতীয় আজ্যভাগ সোমসম্বন্ধী, ইহা পূর্ব্বে (১-৪.৪.২২) বলা হইয়াছে

২৩। আর যদি তাঁহারা ইন্দুমান্ অগ্নির জন্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে তিনি বলিবেন—'ইন্দুমান্ অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি (হোতা) উচ্চারণ করেন—"হে অগ্নি, আগমন কর; আমি এইরূপে তোমার অপর স্তুতি-সমূহ উচ্চারণ করিব; তুমি এই সমস্ত সোমের দ্বারা ("ইন্দুভিঃ") বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও!"[৩০] এইরূপেই ইহা আগ্নেয় হইয়া থাকে। সোমই ইন্দু, এবং সোমসম্বন্ধী আজ্যভাগ হইতে তাঁহারা ইহা (সোমত্ব) লইয়া যান। তিনি যাজ্যাপাঠ করেন—"সেবনকারী ইন্দুমান্ অগ্নি আজ্যের (ভাগ) গ্রহণ করুন!" এবং এই প্রকারেই তিনি সমস্ত আগ্নেয় করিয়া থাকেন।

২৪। অনন্তর তিনি (প্রধান) হবির সম্বন্ধে বলেন—'অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' 'অগ্নির যাজ্যা পাঠ করুন!' 'স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' 'স্বিষ্টকৃতের যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' আর যখন তিনি বলেন যে, 'দেবগণের যাজ্যা পাঠ করুন!' তখন, 'অগ্নিসমূহের যাজ্যা পাঠ করুন!'[৩১] ইহাই তিনি বলিয়া থাকেন।

২৫। তিনি যাজ্যা পাঠ করেন—"(দেব বর্হিঃ), অগ্নির ধনলাভ ও ধন-নিধানের জন্য (হবিঃ) গ্রহণ করুন! বৌষট্!"[৩২]—"(দেব নরাশংস), ধনলাভ ও ধননিধানের জন্য অগ্নিতে (হবিঃ) গ্রহণ করুন! বৌষট্!" "দেব অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ...!"—এই তৃতীয় (অনুযাজ ত) নিজেই আগ্নেয় রহিয়াছে। তিনি এই প্রকারে অনুযাজসমূহকে আগ্নেয় করিয়া থাকেন।

২৬। তিনি (যাজ্যাসমূহে অগ্নি-শব্দে) এই ছয়টি বিভক্তি উচ্চারণ করিয়া থাকেন; যথা—প্রযাজসমূহে চারিটি, এবং অনুযাজসমূহে দুইটি।[৩৩] ঋতুসমূহ ছয়টি, এবং তিনি (অগ্নি) ঋতুসমূহেই প্রবেশ করিয়াছিলেন; তিনি ইহাতে ঋতুসমূহ হইতেই ইহাকে নির্ম্মিত করিয়া থাকেন।

---

৩০। ঋ. স. ৬. ১৬. ৬; আশ্ব. শ্রৌ. ২. ৮. ৭।

৩১। দ্রষ্টব্য—১. ৬. ৪. ১৪; কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ১২।

৩২। দ্রষ্টব্য—১. ৬. ৪. ১৫; প্রথম ও দ্বিতীয় অনুযাজের যাজ্যায় যথাক্রমে 'অগ্নেঃ' ও 'অ... পদ যোগ করিয়া তাহাদের অগ্নিসম্বন্ধ রক্ষা করা হয়; তৃতীয় অনুযাজে ত 'অগ্নিঃ' পদ পাঠ আছে।

৩৩। পূর্ব্বোক্ত ১৮ শ, ২২শ, ও ৩২ শ টীকা দ্রষ্টব্য।

২৭। (সেই সমস্ত বিভক্তিতে) দ্বাদশ বা ত্রয়োদশটি অক্ষর আছে।[৩৪] সংবৎসরের দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ মাস থাকে; এবং তিনি (অগ্নি) সংবৎসর (রূপ) ঋতুসমূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন; (অতএব) তিনি ইহাকে সংবৎসর হইতেই ইহাকে নির্ম্মিত করেন। পুনরুক্তির জন্য (এই সমস্ত রূপের) কোন দুইটিই সমান নহে; যদি দুইটি সমান হয়, তবে তিনি পুনরুক্তি করিয়া ফেলেন। 'তাঁহারা গ্রহণ করুন!' 'তিনি গ্রহণ করুন!' ইহাই প্রযাজসমূহের রূপ, এবং 'ধনলাভের জন্য ও ধননিধনের জন্য' ইহা অনুযাজসমূহের রূপ।[৩৫]

২৮। ইহার (এই যজ্ঞের) দক্ষিণা হিরণ্য। এই যজ্ঞ অগ্নিসম্বন্ধী, এবং হিরণ্য অগ্নির রেত;[৩৬] অতএব দক্ষিণা হিরণ্য হইয়া থাকে। অথবা বলীবর্দ্দ (দক্ষিণা) হইবে;[৩৭] কেননা, তাহা (স্বকীয়) স্কন্ধের দ্বারা অগ্নিসম্বন্ধী, কারণ, তাহার স্কন্ধ অগ্নিদগ্ধের ন্যায় হয়।[৩৮] অগ্নি দেবগণের হব্য বহন করেন, এবং বলীবর্দ্দ মনুষ্যগণের (ভার) বহন করে; অতএব বলীবর্দ্দ দক্ষিণা হয়।

---

৩৪। দ্বিতীয় অনুবাকে যে অগ্নি শব্দের সপ্তম্যন্ত 'অগ্নৌ' পদ আছে, ইহা 'অগ্না উ' বলিয়া উচ্চারিত হয়, ইহারই শেষ অক্ষর ছাড়িয়া দিলে মোট বারটি, এবং না ছাড়িলে মোট তেরটি অক্ষর হয়—সায়ণ।

৩৫। ঋঃ—১.৪.৪.১৫।

৩৬। ২. ১. ১. ৫; ২. ২. ২. ১৫; রজতদক্ষিণা নিষিদ্ধ, "ন রজতং দক্ষিণাং দদ্যাৎ, পুরা সংবৎসরাদ্ গৃহে রুদন্তীতি শ্রুতেঃ"—কা. শ্রৌ. ১০. ২. ৩৭।

৩৭। কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ১৩।

৩৮। ১. ১. ২. ৯।

## দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[ ১ সায়ং ও প্রাতে অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রের বিধানের জন্য আখ্যায়িকা, পূর্ব্বে কেবল প্রজাপতি ছিলেন, তাঁহার মুখ হইতে অগ্নির উৎপত্তি, মুখ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় অগ্নি অন্নভোজী ;—২ অগ্নি-শব্দের অর্থনির্ব্বচন,—৩ তখন প্রজাপতি দেখিলেন যে,তাঁহা ভিন্ন অপর অন্ন কিছু নাই,পৃথিবী তখন উদ্ভিদ্‌-হীন, তাঁহার গুরু চিন্তা হইল ;—৪ অনন্তর অগ্নি তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য বদন বিবৃত করিয়া উপস্থিত হয়,ভীত প্রজাপতির বাক্যরূপ মহিমা অপগত হইল,তিনি নিজেতেই আহুতি লাভের ইচ্ছা করিয়া ঘৃতাহুতি ও দুগ্ধাহুতি পাইলেন ;—৫ তাহা অগ্নির তৃপ্তিপ্রদ হয় নাই, প্রজাপতি তাহা অগ্নিতে ফেলিয়া দেন, তাহা হইতে ওষধিসমূহ উৎপন্ন হয়, ওষধি-শব্দের ব্যুৎপত্তি, তিনি দ্বিতীয়বার হস্ত ( বা শরীর ) মর্দ্দন করায় আবার ঘৃতাহুতি বা দুগ্ধাহুতি প্রাপ্ত হন ;—৬ তাহা প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল, তাহার হোমসম্বন্ধে প্রজাপতির সন্দেহ, 'হোম করুন !' বলিয়া তাঁহার মহিমার উক্তি, স্বাহা-শব্দের ব্যুৎপত্তি, সূর্য্য ও বায়ুর উৎপত্তি ;—৭ প্রজাপতির হোমদৃষ্টান্তে অগ্নিহোত্র হোমের বিধি ও তাহার ফলকীর্ত্তন ;—৮ অগ্নিহোত্র হোম করিলে মৃত্যুর পর অগ্নি তাহার শরীরমাত্র দগ্ধ করে, এবং সে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়, না করিলে সেরূপ হয় না, এজন্য অগ্নিহোত্র হোম বিধেয় ;—৯ প্রজাপতি যেমন সন্দেহপূর্ব্বক আহুতি অনুষ্ঠানে শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যজমানও সেইরূপ বিচারপূর্ব্বক অনুষ্ঠানে শ্রেয়কেই পাইয়া থাকেন ;—১০ অগ্নিহোত্রহবনী বিকঙ্কত কাষ্ঠের হইবে বলিয়া ঐ বৃক্ষের উৎপত্তিবর্ণন ; দেববীর অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের অজ্ঞানে বীর পুত্র উৎপন্ন হয় ;—১১-১২ অগ্নিহোত্রের হোমদ্রব্য দুগ্ধ, তজ্জন্য গাভীর উৎপত্তিবর্ণনাত্মক আখ্যায়িকা, অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের স্তুতি, সমুদ্রের উৎপত্তি, ঐ দেবগণের গাভীদর্শন ;—১৩ গাভী যজ্ঞস্বরূপা, গাভী অন্নস্বরূপা ;—১৪ যজ্ঞ ও গাভীর 'গো' এই সমান নাম, তাহাদের উভয়ের রক্ষণে রক্ষকের প্রচুর গাভী হয়, এবং যজ্ঞ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয় ;—১৫ গাভীর সহিত অগ্নির সঙ্গম, অগ্নির তাহাতে রেতঃসেক, তাহা হইতে দুগ্ধের উৎপত্তি,—১৬ যজমানেরা এই দুগ্ধ হোম করিতে উদ্যত হইলে অগ্নি, সূর্য্য ও বায়ু প্রত্যেকেই প্রথমে তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, অনৈক্য হওয়ায় তাঁহাদের প্রজাপতির নিকটে গমন ;—১৭ তিনি যথাযথরূপে অগ্নি, সূর্য্য ও বায়ুর দান নির্দ্দেশ করিয়া দেন ;—১৮ অগ্নিহোত্রহোমে ঐ দেবগণের ফললাভ, যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করে, সে ঐ ফলই পাইয়া থাকে । ]

১। ইহার পূর্ব্বে এক প্রজাপতিই ছিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন যে, 'কোন করিয়া আমি প্রকৃত হইব।'[১] তিনি পরিশ্রম করিলেন ও তপস্যা

---

১। "প্রজায়েয় ;" ইহার অর্থ এই প্রকারও হইতে পারে—'( প্রজা ) উৎপাদন করিব ;' দ্রষ্ট —"প্রকৃশ্বতং হৈবাস্য স্ত্রী বিজায়তে"—১.২.৬.৫ ; তুলঃ—পালি 'বিজায়তি,' 'বিজায়ি', পুত্তং বি...', ইত্যাদি। Eggeling করিয়াছেন—"How may I be reproduced ?"

।রিলেন। তিনি মুখ হইতে অগ্নিকেই উৎপাদন করিলেন। তিনি হা.ক ্খ হইতে উৎপাদন করিয়াছিলেন বলিয়া অগ্নি অন্নভোজী হইয়াছে যে ্যক্তি এই প্রকারে এই অগ্নিকে অন্নভোজী বলিয়া জানে, সে অন্ন-ভোজী ্হইয়া থাকে।

২। তিনি ইহাকে এই (রূপে) দেবগণের অ গ্রে উৎপাদন করিয়া-ছিলেন, সেইজন্য ইহা অ গ্নি (বলিয়া প্রসিদ্ধ); কেননা, এই যে অ গ্নি, ইহা বস্তুত অ গ্রি। সে জাত হইয়া পূর্ব্ব (প্রথম) হইয়া গমন করিয়াছিল, এবং যে ব্যক্তি পূর্ব্ব হইয়া গমন করে, (লোকেরা) তাহাকে বলিয়া থাকে যে, '(এ) অ গ্রে যাইতেছে।' ইহাই ইহার অগ্নিতা।[২]

৩। প্রজাপতি দেখিলেন—'আমি এই অগ্নিকে আমা (আত্মা) হইতে অন্নাদ (অন্নভোজী) করিয়া উৎপাদন করিলাম। কিন্তু আমা ভিন্ন আর কোন অন্ন এখানে নাই, যাহাকে (যে আমাকে) সে খাইবেই না।' সেই সময়ে পৃথিবী কেশহীন[৩] ছিল; ওষধিসমূহও ছিল না, বনস্পতিসমূহও ছিল না। (তখন) তাঁহার মনে এই (চিন্তাই) হইয়াছিল।

৪। অনন্তর অগ্নি বিবৃত বদনে তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আগমন করিল, তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার (স্বকীয়) মহিমা অপক্রান্ত হইল; বাক্যই ইহার স্বকীয় মহিমা, তাঁহার বাক্য অপক্রান্ত হইয়াছিল। তিনি নিজেতেই আহুতি লাভের ইচ্ছা করিলেন, এবং (হস্তদ্বয়)[৪] উন্মার্জ্জন (অর্থাৎ মর্দ্দন) করিলেন; তিনি উন্মার্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া এই ও এই (উভ

২। অর্থাৎ অগ্নির স্বরূপতা, অগ্নি-নামের মূল। নিরুক্তে (৭.৪.১) অগ্নি-শব্দের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"অগ্নিঃ কস্মাৎ? অগ্রণীর্ভবতি; অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে; অঙ্গং নয়(?) সন্নমমানঃ; অক্নোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবিঃ, ন ক্নোপয়তি ন স্নেহয়তি। ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়ত ইতি শাকপূণিঃ; ইতাদ্, অক্তাদ্ বা দগ্ধাদ্ বা, নীতাৎ, স খল্বেতেরকারমাদত্তে, গকার(?) অনক্তের্বা দহতের্বা, নীঃ পরঃ।"

৩। "কঙ্কালীকৃতা;" "অপগতবালাঃ কবালাঃ"—ইতি হরিস্বামী; তুলঃ—খল্বাট, খল্বা-ট'াকযুক্ত।

৪। অথবা 'হস্তদ্বয় দ্বারা শরীরকে'—সায়ণ।

পাপি ম ) হোমহীন হইয়াছে। তিনি সেখানে ঘৃতাহুতিই, বা পয় আহুতি লাভ করিয়াছিলেন,—তাহারা উভয়ে পয়ই ( দুগ্ধই ) ছিল।

৫। তাহা ( আহুতি ) ইহাকে তৃপ্ত করে নাই; কেননা তাহা কেশ-মিশ্রিত ছিল। তিনি তাহা ( এই বলিয়া অগ্নিতে ) ফেলিয়া দিলেন—'উষ্ণ ( করিয়া ) পান কর ( "ও ষং ধ য়" )। তাহা হইতে ওষধিসমূহ ( "ও ষ ধ য়ঃ" ) উৎপন্ন হইল; তাহাদের ওষধি-নাম এই জন্যই। তিনি দ্বিতীয় বার উন্মার্জ্জন করিলেন, * এবং সেখানে অপর ঘৃতাহুতি বা পয়-আহুতি লাভ করিলেন, তাহারা উভয়ে পয়ই ছিল।

৬। তাহা ( সেই আহুতি ) ইহাকে তৃপ্ত করিয়াছিল। তিনি (প্রজাপতি) সংশয় করিয়াছিলেন—'আমি কি ইহা হোম করিব? অথবা হোম করিব না?' তাঁহাকে তাঁহার ( অপক্রান্ত ) স্বকীয় মহিমা ( বাক্ ) বলিয়াছিল—'হোম করুন!' প্রজাপতি জানিলেন যে, '( আমার ) নিজের ("স্বঃ") মহিমা বলিল ("আহ"), এই জন্য তিনি স্বা হা বলিয়া হোম করিলেন।[১] সেই জনাই স্বা হা বলিয়া হোম করা হইয়া থাকে। তাহা ( এই হোম ) হইতে, এই যাহা ( সূর্য্য ) তাপ প্রদান করিতেছে, তাহা উদিত হইল; তাহা হইতে, এই যাহা ( বায়ু ) প্রবাহিত হইতেছে, তাহা উৎপন্ন হইল; এবং তাহাতেই অগ্নি পরাঙ্মুখ হইয়া ফিরিয়া গেল।

৭। প্রজাপতি হোম করিয়া ( প্রজা ) উৎপাদন করিয়াছিলেন, এবং ভক্ষণোদ্যত মৃত্যুরূপ অগ্নি হইতে নিজেকে ত্রাণ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি, প্রজাপতি যেমন ( প্রজা ) উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রজা উৎপাদন করেন, এবং এইরূপই মৃত্যুরূপ অগ্নি হইতে নিজেকে ত্রাণ করেন।

৮। তিনি যখন মৃত হন, এবং যখন তাঁহাকে তাঁহারা অগ্নির উপরি স্থাপন করেন, তখন তিনি অগ্নি হইতে ( আবার ) জাত হন, এবং অগ্নি যেন তাঁহার শরীরকেই দগ্ধ করে। যেমন পিতা, বা মাতা হইতে ( লোক ) জাত হয়, সেই

---

* ৪র্থ কণ্ডিকা ও ৪র্থ টীকা দ্রষ্টব্য।

১ তুল:—তৈ. ব্রা. ২. ১. ২. ১—৩।

রূপই তিনি অগ্নি হইতে জাত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করেন না, তিনি নিশ্চয়ই সম্ভূত (উৎপন্ন) হন না; অতএব অগ্নিহোত্র হোম করা কর্ত্তব্য।

৯। সেই জন্ম সন্দেহেরই জন্য, কেননা, প্রজাপতি সন্দেহ করিয়াছিলেন; তিনি সন্দেহ করিয়া শ্রেয়ঃ (পক্ষেই) স্থির ছিলেন,[৭] এবং (প্রজা) উৎপাদন করিয়াছিলেন, ও মৃত্যুরূপ অগ্নি হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ সন্দেহের জন্য জন্মকে জানেন, তিনি যাহা কিছু সন্দেহ করেন, তাহাতে শ্রেয়ঃ (পক্ষেই) স্থির থাকেন।

১০। তিনি হোম করিয়া (হস্ত) মার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে বিকঙ্কত (বৃক্ষ) সম্ভূত হয়; সেই জন্যই এই বৃক্ষ যজ্ঞিয় ও যজ্ঞপাত্রীয়।[৮] তাহাতে দেবগণের (সেই) বীরেরা জাত হয়, যথা—অগ্নি, এই যাহা (বায়ু) প্রবাহিত হইতেছে, ও সূর্য্য। যে ব্যক্তি দেবগণের এই বীরসমূহকে জানেন, তাঁহার বীর (পুত্র) জাত হয়।

১১। তাঁহারা (অগ্নিপ্রভৃতি) বলিয়াছিলেন—'আমরা ত পিতা প্রজাপতির পরে হইয়াছি,[৯] অহো! আমরাও তাহা সৃষ্টি করি, যাহা আমাদের পরে হইবে।' এই বলিয়া তাঁহারা (একটি স্থান) চারিদিকে আশ্রয় করিয়া (ঘিরিয়া) হিঙ্কারহীন[১০] গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা স্তুতি করিলেন। তাঁহারা যাহা চারিদিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা সমুদ্র হইয়াছিল, এবং এই পৃথিবী হইয়াছিল স্তোত্র-স্থান।

১২। তাঁহারা স্তুতি করিয়া, এবং 'আবার আমরা আসিব' এই মনে করিয়া উঠিয়া পূর্ব্বমুখে গমন করিয়াছিলেন। (সেই) দেবগণ উৎপন্ন একটি গাভীর নিকট আসিয়াছিলেন। ইহা তাঁহাদিগকে দেখিয়া হিঙ্কার (শব্দ) করিল

---

৭। অথবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৮। অগ্নিহোত্রহবনী বিকঙ্কত বৃক্ষের কাঠের হইয়া থাকে, এই জন্য বিকঙ্কত বৃক্ষের উৎপত্তি কথা বলা হইল; দ্র:—১. ১. ২. ১, ২য় টীকা; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ৭।

৯। অর্থাৎ তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

১০। দ্রষ্টব্য—১. ৩. ৩. ১ ইত্যাদি।

সেই দেবগণ জানিলেন যে, ইহা সামের হিঙ্কার;[11] কেননা, তাহার পূর্ব্বে (তাঁদের) সাম হিঙ্কারহীনই ছিল।[12] সামের সেই হিঙ্কার, গাভীতে রহিয়াছে বলিয়াই ইহা (গাভী) উপজীবনীয়; এবং যে ব্যক্তি এই রূপে গাভীতে সামের এই হিঙ্কার জানেন, তিনি উপজীবনীয় হইয়া থাকেন।

১৩। তাঁহারা বলিলেন—'এই যে আমরা গাভী উৎপাদন করিয়াছি, তাহা ভালই উৎপাদন করিয়াছি; কেননা, ইহা যজ্ঞই, কারণ, ইহা ভিন্ন যজ্ঞ বিস্তার করিতে পারা যায় না; ইহা অন্নই, কেননা, যাহা কিছু অন্ন আছে, তাহা গাভীই।

১৪। ইহাই ('গো' শব্দই) ইহাদের (গাভীদের) নাম, এবং যজ্ঞেরও নাম ইহাই। অতএব উৎকৃষ্ট পুণ্য বলিয়া (লোকে এই উভয়কেই) রক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানিয়া তাহা (তদুভয়কে) রক্ষা করেন, তাঁহার তাহারা (গাভীরা) প্রচুর হয়, এবং যজ্ঞও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে।

১৫। 'আমি ইহার (গাভীর) দ্বারা মিথুনী হইব' এই মনে করিয়া অগ্নি ইহাকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ইহাতে সঙ্গত হইলেন, এবং ইহাতে রেত সেচন করিলেন; তাহা পয় (দুগ্ধ) হইল; এই জন্য গাভী যখন কাঁচা, তখন তাহাতে ইহা (পয়ঃ) পক্ব (উষ্ণ, "শৃতং") হয়; কেননা, তাহা অগ্নির রেত। ইহা (পয়ঃ) যদি কৃষ্ণা বা লোহিতা (গাভীতে) থাকে, তথাপি অগ্নির তুল্য শুক্লই হইয়া থাকে, কেননা তাহা অগ্নির রেত। সেই জন্য প্রথম দুগ্ধ[13] উষ্ণ হইয়া থাকে, কারণ তাহা অগ্নির রেত।

১৬। তাঁহারা (যজমানেরা) বলিলেন—'অহো আমরা ইহা হোম করিব!' (সেই দেবত্রয় বলিলেন)—আমাদের মধ্যে 'কাহাকে ইহারা প্রথমে হোম করিবেন?' অগ্নি বলিলেন—'আমাকে!' এই যাহা (বায়ু) বহিতেছে, তিনি বলিলেন—'আমাকে!' সূর্য্য বলিলেন—'আমাকে!' তাঁহারা একমত হইতে পারিলেন না; তাঁহারা একমত হইতে না পারিয়া বলিলেন—'আমরা

---

১১ দ্রঃ-১.৩.৩.১ ১ম টীকা।

১২ ১১শ কণ্ডিকা।

১৩ যাহাকে প্রথমেই দোহন করা হইয়াছে।

পিতা প্রজাপতিরই নিকট গমন করিব, তিনি আমাদের মধ্যে যাহাকে প্রথমে হোম করিবার জন্য বলিবেন, ইহারা (যজমানেরা) তাঁহাকেই প্রথমে হোম করিবেন।' তাঁহারা পিতা প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া বলিলেন—'(ইহারা) আমাদের মধ্যে কাহাকে প্রথমে হোম করিবেন?'

১৭। তিনি বলিলেন—'অগ্নিকে; অগ্নি প্রযত্ন দ্বারা নিজের রেতকে (পয়োরূপে) উৎপাদিত করিবে, এবং তোমরাও এইরূপে উৎপন্ন হইবে।' তিনি সূর্য্যকে বলিলেন—'অনন্তর তোমাকে!' 'আর যাহা তিনি হূয়মান দুগ্ধের (অবশিষ্ট অংশ) প্রাপ্ত হন, তাহা ইহাকে,—এই যাহা (বায়ু) প্রবাহিত হইতেছে।' এই জন্য এখনো (যজমানেরা) ইহাদিগকে সেই রূপেই হোম করিয়া থাকেন; অগ্নিকেই সায়ংকালে, সূর্য্যকে প্রাতঃকালে, আর যাহা তিনি হূয়মান (দুগ্ধে অবশিষ্ট) প্রাপ্ত হন, তাহা ইহাকে,—এই যাহা (বায়ু) প্রবাহিত হইতেছে।

১৮। সেই দেবগণ হোম করিয়াই এই জাতিতে জাত হইয়াছেন,—এই জাতি (এখন) তাঁহাদের রহিয়াছে; এবং এই বিজয়কে বিজয় করিয়াছেন,—এই যে বিজয় (এখন) তাঁহাদের রহিয়াছে; অগ্নি এই (পৃথিবী) লোককে জয় করিয়াছেন, বায়ু অন্তরিক্ষকে, এবং সূর্য্য দ্যোকে। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি সেই জাতিতে জাত হন,—যে জাতিতে তাঁহারা জাত হইয়াছিলেন; এবং সেই বিজয়কে বিজয় করেন,—যে বিজয়কে তাঁহারা বিজয় করিয়াছিলেন। যিনি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি ইহাদেরই সহিত সমান লোকে অবস্থান করেন। অতএব অগ্নিহোত্র হোম করা উচিত।

---

১৭। "অথ যদেব হূয়মানস্য ব্যমূতে;" সায়ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"হূয়মানস্য চ পয়সঃ বিশুদ্ধমাপ্নোতি;" হূয়মান দুগ্ধের যে বিশুদ্ধ অংশ তিনি প্রাপ্ত হন।

## তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[ ১-২ অগ্নিহোত্রে সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম করিতে হয়, হোমের এই সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল বিধানের জন্ত অগ্নিহোত্রের সূর্য্যরূপে বর্ণনা ;—৩ সূর্য্য যখন অস্ত গমন করে তখন তাহা যোনিরূপ অগ্নিতে গর্ভরূপে অবস্থান করে ;—৪ সায়ংকালে হোমের দ্বারা অগ্নির সূর্য্যরূপ গর্ভ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ;—৫ প্রাতঃকালে হোমের দ্বারা সূর্য্যরূপ গর্ভ প্রসূত হইয়া থাকে ;—৬ সর্প যেমন নির্মোক ( খোলস ) হইতে মুক্ত হয়, সূর্য্যও সেইরূপ উদিত হইয়া রাত্রিরূপ পাপ হইতে মুক্ত হয়, যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র করে, সেও ঐরূপ পাপমুক্ত হইয়া থাকে ;—৭ সূর্য্যের অস্তগমনের পূর্ব্বেই গার্হপত্য হইতে ) আহবনীয়ের উদ্ধরণ, তাহা না করিলে দোষ, সূর্য্যরশ্মিরূপ বিশ্বদেবগণ অগ্নিহোত্রে আগমন করেন, রশ্মিসমূহের উপরিস্থিত জ্যোতিঃ ইন্দ্র বা প্রজাপতি ;—৮ কোনো মহান্ ব্যক্তি আসিবেন বলিয়া যেমন আসনবিন্যাসে সৎকার করা হয়, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে উদ্ধরণ করিলে রশ্মিরূপ দেবগণেরও সেইরূপ সৎকার করা হইয়া থাকে ;—৯ সায়ংকালে সূর্য্যাস্তের পর এবং প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হোম করিলে দেবগণ সেই হোম পাইয়া থাকেন, আ সু রি র মতে তাহা অতিক্রম করিলে অতিথিশূন্য গৃহে অন্নপানাদি আহরণ করার ন্যায় হয় ;—১০-১২ প্রকারান্তরে সায়ং ও প্রাতর্হোমের প্রশংসা, জীবনসাধন পদার্থ দ্বিবিধ, সমূল ও মূল হীন, পশুসমূহ সমূল, ওষধিসমূহ মূলহীন, এই উভয় হইতে রস উৎপন্ন হয়, তাহা দেবগণের, এবং মনুষ্যগণ তদাশ্রয়েই জীবিত থাকে, অতএব সায়ং ও প্রাতর্হোমে প্রথমে দেবগণকে সেই রস হইতে দেবভাগ প্রদান করিয়া অগ্নিহোত্রী তাহার পর অবশিষ্ট অংশ ভোজন করেন, অগ্নিহোত্রীকে হুতাবশিষ্ট বস্তুই ভোজন করিতে হয় ;—১৩ অগ্নিহোত্র কখনো পরিসমাপ্ত হয় না, অন্যান্য যজ্ঞের সমাপ্তি আছে, কিন্তু ইহার নাই, অগ্নিহোত্রের এই স্বভাবের প্রশংসা ;—১৪ ( হোম দুগ্ধ দ্বারা বিধেয়, অধ্বর্য্যুকর্তৃক ) এই দুগ্ধের পাক, ঐ দুগ্ধে ততক্ষণ জ্বাল দিতে হইবে যাহাতে তাহা পাত্রের প্রান্ত পর্য্যন্ত কাঁপিয়া না উঠে, ঐরূপ হইলে তাহা দোষাবহ ;—১৫ অগ্নির উপর স্থাপন করামাত্রই ঐ দুধে জ্বাল দেওয়া হইয়া যায়, তাহার যুক্তি ;—১৬ দুগ্ধে জ্বাল হইয়াছে কি না জ্বলন্ত তৃণ দ্বারা তাহার দর্শন, তাহাতে কিঞ্চিৎ জলপ্রক্ষেপ, তাহার কারণনির্দ্দেশ ;—১৭ হোমের জন্য স্থালী হইতে স্রুবের দ্বারা অগ্নিহোত্রহবনীতে তারিবার দুগ্ধ তুলিয়া লওয়া, তিনি তাহা আহবনীয়ের অপর ভাগে না রাখিয়া হাতে ধরিয়াই হোম করেন, তাহার প্রয়োজন, পূর্ব্ব আহুতির সম্বন্ধে এই নিয়ম, দ্বিতীয় আহুতিতে তাহা রাখিয়াই হোম করিতে হয়, এই বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করিবার ফল ;—১৮ হোমপ্রভৃতি কার্য্যের সংখ্যা-উল্লেখে যজ্ঞের প্রশংসা ;—১৯-২০ হোমপ্রভৃতি কার্য্যের প্রয়োজনপ্রদর্শন, হোমাদির দ্বারা দেবপ্রভৃতি যজ্ঞে বিদ্যমান থাকেন, প্রজা ও পশুগণের যজ্ঞে ভাগপ্রাপ্তির উল্লেখ ;—২১ যা জ্ঞ ব ল্ক্যে র মতে অগ্নিহোত্র হবির্যজ্ঞ নহে, পাকযজ্ঞ বলিয়া ইহাকে মনে করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে যুক্তি ;—২২ অগ্নিতে দুইটি আহুতি দিবার কারণ ;—২৩ পূর্ব্বাহুতি ও উত্তরাহুতির প্রশংসা ,— ২৪-২৮ সেই

আহুতিদ্বয়ের সমন্ত্রকত্ব-অমন্ত্রকত্ব-বিধানের জন্য ভূত-ভবিষ্যৎ জাত-জনিষ্যমাণ ইত্যাদি যন্দ্ব.প বর্ণনা, এবং ঐ সকল দ্বন্দ্বের আত্মা ( নিত্য ) ও প্রজাসন্ততি-রূপে কল্পনা, তাহাদের যথাক্রমে প্রত্য[ক্ষ]-প্রত্যক্ষত্ব বর্ণনা ;—২৯ পূর্ব্বাহুতি মন্ত্রপূর্ব্বক, এবং উত্তরাহুতি অমন্ত্রক পৃথক্ হোম করা হয় ;—৩০ সায়ং ও প্রাতঃকালের হোমের মন্ত্র, তাহার যোগ্যতাপ্রতিপাদন ;—৩১ ত ক্ষা ব্রহ্মবর্চ্চসকাম আ রু ণি র জন্য মন্ত্রান্তর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তদ্ব্যবহারে ব্রহ্মবর্চ্চসপ্রাপ্তি ;—৩২ সায়ংহোম-মন্ত্রের প্রশংসা ;—৩৩ প্রাতর্হোমমন্ত্রের প্রশংসা ;—৩৪-৩৫ এতদ্বিষয়ে চৈ ল কি জী ব ল-কর্ত্তৃক আ রু ণি র মতের খণ্ডন, প্রাতঃকালে মন্ত্রান্তরের বিধান ও তাহার প্রশংসা ;—৩৬ চৈ ল কি জী ব ল-পক্ষের যুক্তি, এই পক্ষ উদিত হোমকারিগণের, ইহার দোষপ্রদর্শন ;—৩৭-৩৮ অনুদিত-হোমপক্ষে মন্ত্রান্তরের বিধান, ইহাতে প্রত্যক্ষভাবেই অগ্নি ও সূর্য্যকে হোম করা হয় ;—৩৯ হোমাবশিষ্ট দ্রব্যের অব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক পানের নিষেধ । ]

১। সূর্য্যই অগ্নিহোত্র ; যেহেতু ইহা অ গ্রে আহুতি হইতে উদিত হইয়াছিল,[১] সেই জন্য সূর্য্য অগ্নিহোত্র ।

২। যিনি মনে করেন যে, ইহাতে ( অগ্নিতে ) তিনি ( সূর্য্য ) থাকিতে থাকিতে আমি ইহা ( হবি ) হোম করিব, তিনি সায়ংকালে ( সূর্য্য ) অস্তমিত হইলে হোম করেন। যিনি মনে করেন যে, ইহাতে ( অগ্নিতে ) তিনি ( সূর্য্য ) থাকিতে থাকিতে আমি ইহা হোম করিব, তিনি প্রাতঃকালে (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতেই হোম করেন। এই জন্য তাঁহারা সূর্য্যকে অগ্নিহোত্র বলিয়া থাকেন।

৩। তিনি (সূর্য্য) যখন অস্তগমন করেন, তখন গর্ভ ( -স্বরূপ ) হইয়া যোনি ( -রূপ ) অগ্নিতে প্রবেশ করেন ;[২] তিনি (এইরূপে) গর্ভ হইলে, তদনুসরণে সমস্ত প্রজাই গর্ভ হয় ; কেননা, তাহারা ( সেই সময়ে ) হৃষ্ট ও একমত হইয়া শয়ন করে। আর রাত্রি যে ইহাকে ( সূর্য্যকে ) আচ্ছাদিত করে, ( তাহার কারণ এই যে ), গর্ভ আচ্ছাদিত হইয়াই থাকে ।

---

১। ১. ২. ২. ৬।

২। দ্রঃ—"অগ্নিং বাবাদিত্যঃ সায়ং প্রবিশতি...উদ্যন্তং বাবাদিত্যমগ্নিরনুসমারোহতি" তৈ. ব্রা. ২. ১. ২. ৯। অত্রত্য তৈত্তিরীয়শ্রুতি অবলম্বন করিয়াই বিষ্ণুপুরাণে ( ২ অংশ, ২১-২২ ) উক্ত হইয়াছে—"প্রভা বিবস্বতো রাত্রাবস্তং গচ্ছতি ভাস্করে। বিশত্যগ্নিমতো বা বহ্নির্দূরাৎ প্রকাশতে। বহ্নিপাদস্তথা ভানুং দিনেষ্বাবিশতি দ্বিজ। অতীব বহ্নিসংযোগাদতঃ স প্রকাশতে।" শ্রীধরস্বামী ইহার ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোক্ত তৈত্তিরীয়শ্রুতি উদাহৃত করিয়াছেন।

৪। ... সায়ংকালে (সূর্য্য) অস্তমিত হইলে হোম করেন, তাহা গর্ভ (অবস্থায়) অবস্থিত ইহাকেই (সূর্য্যকেই) লক্ষ্য করিয়া হোম করেন; গর্ভ (রূপে) অবস্থিত ইহাকে লক্ষ্য করিয়া হোম করেন বলিয়াই এই গর্ভসমূহ আহার না করিয়াও জীবিত থাকে।

৫। আর যে তিনি প্রাতঃকালে (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতেই হোম করেন, তাহাতে তিনি ইহাকে উৎপাদিতই করিয়া থাকেন,[৩] এবং ইনি তেজ হইয়া দীপ্যমান হইয়া উদিত হন। তিনি যদি এই আহুতি হোম না করেন, তবে ইনি নিশ্চয়ই উদিত হন না। তিনি সেই জন্যই এই আহুতি হোম করিয়া থাকেন।[৪]

---

৩। সায়ং হোমের দ্বারা গর্ভের বৃদ্ধি, এবং প্রাতর্হোমের দ্বারা তাহার জন্ম অর্থাৎ প্রসব হইয়া থাকে, ইহাই এখানে তাৎপর্য্য।

৪। এ স্থলে জানিতে পারা গেল যে, অগ্নিহোত্রে সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম হয়, এবং ঐ হোম সায়ংকালে সূর্য্য অস্তমিত হইলে, এবং প্রাতঃকালে সূর্য্য অনুদিত থাকিতেই বিধেয়। এই উভয় হোমের মধ্যে সায়ংকালের হোম যে সূর্য্য অস্তমিত হইলে করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে সকলেরই ঐকমত্য আছে, কিন্তু প্রাতঃকালের হোমের সম্বন্ধে প্রধানত দুইটি মত দেখিতে পাওয়া যায়; এক পক্ষ বলেন যে, সূর্য্য অনুদিত থাকিতেই হোম করিতে হইবে; এবং অপর পক্ষ বলেন যে, সূর্য্য উদিত হইলে হোম বিধেয়। শতপথব্রাহ্মণে অনুদিত হোমপক্ষই গৃহীত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; কেবল তাহাই নহে, ইহার পরে (৯ম ও ১০ম কণ্ডিকায়) উদিতহোমকে নিন্দাও করা হইয়াছে। অপর পক্ষে ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৫. ৫. ৪-৬) বিপুল প্রযত্নে প্রবলভাবে অনুদিতহোমের নিন্দা করিয়া উদিতহোমেরই স্তুতি করা হইয়াছে। আবার তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে প্রথমে (২. ১. ২. ৭) উদিতপক্ষ বিধান করিয়া পরে (২. ১. ২. ১২) তাহার নিন্দা করা হইয়াছে, এবং অনুদিতপক্ষের যুক্ততা প্রতিপাদিত হইয়াছে ("তস্মাদ্ যদ্ উষসং তদেব সম্প্রতি")। ইহার ফলে দেখা যায় পরবর্ত্তী কোন কোন সূত্রপ্রভৃতি গ্রন্থে বিকল্পিতভাবে উভয় পক্ষই স্থান পাইয়াছে। "পুরোদয়াৎ প্রাদুষ্কৃত্যোদিতেঽনুদিতে বা প্রাতরাহুতিং জুহুয়াৎ"— গো. গৃ. সূ. ১. ১. ২৮। কোন কোন স্থলে যজমানেরই উপর নির্ভর করা হইয়াছে যে, উদিত-অনুদিতের মধ্যে তিনি যে-কোন পক্ষ গ্রহণ করিবেন। দ্র:—শাঙ্খা. শ্রৌ. ২. ৭. ১—৫, ও তদ্-ভাষ্য; (See also the remarks on this point made by Dr. Alfred Hillebrandt in the Preface to his edition of the শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্র published from the Asiatic Society of Bengal, pp. X-XII); আপ. শ্রৌ. সূ ৬. ৪. ৮—১০। মনু ২. ১৫) ও গোভিলগৃহ্যাসংগ্রহকার (১. ১২) বলিয়াছেন—"উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যু-

৬। অহি যেমন ত্বক্ ( খোলস ) হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, ইনিও ( সূর্য্যও এই-রূপ পাপ রাত্রি হইতে নির্ম্মুক্ত হন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, অহি যেমন ত্বক্ হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, তিনিও সেইরূপ সমস্ত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হন। ইহারই ( সূর্য্যের ) উৎপত্তির ( উদয়ের ) পর এই প্রজাসমূহ উৎপন্ন ( জাগরিত ) হয়, এবং যথাপ্রয়োজনে ( নিজ নিজ কার্য্যে ) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

৭। তিনি যে আদিত্যের অস্তগমনের পূর্ব্বে ( গার্হপত্য হইতে ) আহবনীয়কে উদ্ধরণ করেন ( উঠাইয়া লইয়া যান, তাহার কারণ এই )[৫] —বিশ্বদেবগণই ( সূর্য্যের ) রশ্মিসমূহ; এবং (এই রশ্মিসমূহের) উপরি অবস্থিত ( অথবা

---

ষিতে তথা। সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ।" আবার এই উদিত-অনুদিত সময়-নির্দ্দেশেরও বিবিধ প্রকার দেখা যায়। অনুদিত ত্রিবিধ, অনুদিত ও সময়াধ্যুষিত। গোভিলগৃহ্যাসংগ্রহকার (১.৭৩—৭৫) ইহাদের লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন—"রাত্রেঃ ষোড়শমে ভাগে গ্রহনক্ষত্রভূষিতে। অনুদয়ং বিজানীয়াৎ হোমস্তত্র প্রকল্পয়েৎ। ততঃ প্রভাতসময়ে নষ্টে নক্ষত্রমণ্ডলে। রবিবিম্বং ন দৃশ্যেত সময়াধ্যুষিতং স্মৃতং। রেখামাত্রস্তু দৃশ্যেত রশ্মিভিশ্চ সমন্বিতং। উদয়ং তং বিজানীয়াৎ হোমং কুর্য্যাদ বিচক্ষণঃ।" ,কর্ম্মপ্রদীপে ( অর্থাৎ ছন্দোগপরিশিষ্টে, ১. ৯. ২—৪ ) এতৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :— "হস্তাদূর্দ্ধং রবির্যাবদ্ গিরিং হিত্বা ন গচ্ছতি। তাবদ্ধোমবিধিঃ পুণ্যো নান্যোঽভ্যুদিতহোমিনাম্। যাবৎ সম্যঙ্ ন ভাব্যন্তে নভস্যৃক্ষাণি সর্ব্বতঃ। ন চ লোহিত্যমাপ্নোতি তাবৎ সায়ঞ্চ হূয়তে।" আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রে সায়ংহোমে তিনটি কাল বিহিত হইয়াছে, যথা—প্রথমনক্ষত্রদর্শনে, অথবা প্রদোষে ( প্রথম যামে ), অথবা নিশায় ( দ্বিতীয় যামে )। ঐ স্থলে প্রাতর্হোমে চারিটি কাল উক্ত হইয়াছে; যথা—উষায় ( পূর্ব্বদিক্ প্রকাশিত হইলে ), উপোদয়ে (উদয়ের পূর্ব্বসময়ে), সময়াবিষিতে ( সূর্য্যমণ্ডল ঈষদ্ আবির্ভূত হইলে ), অথবা উদিতে ( সূর্য্যমণ্ডল উদিত হইলে )। আপৎসময়ে কালান্তরেও হোম করিতে পারা যায়; আপন্ন ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নেও প্রাতর্হোম করিতে পারেন; এবং সায়ংহোম পূর্ব্বরাত্র, মধ্যরাত্র ও অপররাত্রেও করিতে পারা যায়। দ্র :—আপ. শ্রৌ. ৬. ৪. ৮—১১। এই ত গেল নিত্য অগ্নিহোত্রহোমের কালের ব্যবস্থা, আবার কাম্যহোমের জন্য বিবিধ কালের বিধান আছে, দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ১২—১৫। আবার কামনাবিশেষে অগ্নির বিশেষ বিশেষ অবস্থায় হোমের বিধান আছে, তাহা পরে ( ২. ২. ৪. ৯—১৬ ) উক্ত হইবে ( কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ১৬—২০ )। বিশেষ বিশেষ দ্রব্যে হোম করিলেও বিশেষ বিশেষ ফল লাভ হয়; আলোচ্য—কা. শ্রৌ. ৪. ১৫, ২১—২৮।

৫। অগ্নিহোত্র হোমের জন্য পূর্ব্বে যথাবিধি আহবনীয়খরের সংস্কার করিয়া গার্হপত্য হইতে

শ্রো ; যে জ্যোতি রহিয়াছে, তাহা প্রজাপতি, বা ইন্দ্র। যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করেন, বিশ্বদেবগণ তাঁহার গৃহে আগমন করেন; কিন্তু (আহবনীয়) উদ্ধৃত না হইতেই তাঁহারা যাঁহার (অগ্নিহোত্রে) আগমন করেন, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা চলিয়া যান;[৬] এবং যাঁহার নিকট হইতে দেবগণ চলিয়া যান, তাঁহার পক্ষে তাহা (অগ্নিহোত্র) ঋদ্ধিহীন হয়; এবং সেই ঋদ্ধিহীনতা লক্ষ্য করিয়া,—যে ব্যক্তি জানে, বা যে না জানে,—(সকলেই) বলিয়া থাকে যে, (আহবনীয়কে) অনুদ্ধৃত দেখিয়া সূর্য্য অস্তগমন করিয়াছেন।

৮। তিনি যে আদিত্যের অস্তগমনের পূর্ব্বে আহবনীয়কে উদ্ধরণ করেন, (তাহার অপর কারণ এই যে),—যেমন কোন শ্রেয়ান্ ব্যক্তি আসিবেন বলিয়া (লোকে) উপস্থাপিত আসনের দ্বারা[৭] তাঁহার উপাসনা (সৎকার) করিয়া থাকে, ইহাও সেইরূপ; তাঁহারা যাঁহার (আহবনীয়) উদ্ধৃত হইলে আগমন করেন, তাঁহার আহবনীয়ে প্রবেশ করেন ও তাঁহার আহবনীয়েই নিবিষ্ট থাকেন।

৯। তিনি যে সায়ংকালে (সূর্য্য) অস্তমিত হইলে হোম করেন, তাহাতে অগ্নিতে প্রবিষ্ট এই দেবগণকেই হোম করিয়া থাকেন; আর যে প্রাতঃকালে (সূর্য্য) অনুদিত থকিতেই তিনি হোম করেন, তাহাতে অপ্রস্থিত ইঁহাদিগকেই (দেবতাগণকেই) হোম করিয়া থাকেন। সেইজন্য আ সু রি বলেন—'আমরা মনে করি যে, যাঁহারা (সূর্য্য) উদিত হইলে হোম করেন, তাঁহাদের অগ্নিহোত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়;[৮] শূন্য গৃহে (কেহ অন্নপানাদি) আহরণ করিলে, তাহা যেরূপ হয়, ইহাও সেইরূপ হইয়া থাকে।'

---

স্থ অগ্নি উঠাইয়া লইয়া ঐ আহবনীয়ঘরে স্থাপন করিতে হয়; ইহা সূর্য্যাস্তের ও সূর্য্যোদয়ের বিধেয়; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ২।

৬। আহবনীয় উদ্ধৃত হইলে রশ্মিরূপ দেবসমূহ তাহাই আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারেন (সূর্য্য অস্তগমন করিলে তাহা অগ্নিতে থাকে); কিন্তু তাহা উদ্ধৃত না হইলে আশ্রয়ের অভাবে তাঁহারা চলিয়া যান—সায়ণ। তুল:—১. ১. ১. ৭; ২. ১. ৪. ১—২।

৭। "আবসথেন উপক্লৃপ্তেন;" সায়ণ এখানে আবসথ-শব্দের অর্থ করিয়াছেন আসন—"বসন্ত্যস্মিন্ ইতি আবসথং আসনং।"

৮। অর্থাৎ গ্রহীতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন।

১০। জীবন ( অর্থাৎ জীবনসাধন পদার্থ ) দ্বিবিধ ; যথা—সমূল ও অমূল। এই উভয়ই দেবগণের, এবং মনুষ্যগণ তাহা আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে। পশুসমূহই অমূল, এবং ওষধিসমূহই সমূল ; অমূল পশুসমূহ সমূল ওষধিসমূহকে ভক্ষণ করে ও জল পান করে, এবং তাহার পর এই ( দুগ্ধরূপ ) রস সম্ভূত হয়।

১১। তিনি যে সায়ংকালে ( সূর্য্য ) অস্তমিত হইলে হোম করেন, তাহাতে তিনি এই মনে করেন যে, 'এই জীবন ( -স্বরূপ ) রসের ( ভাগ ) দেবগণকে হোম করিব ; কেননা, ইহা ( রস ) ইঁহাদের ( দেবগণের ), এবং তাহাই আশ্রয় করিয়া আমরা জীবিত আছি।' তিনি তাহার (হোমের) পর রাত্রিতে যাহা ভোজন করেন, তাহা হুতাবশিষ্টই ; তিনি তাহা হইতে দেবভাগ ('বলি') নিষ্কৃষ্ট করিয়া তাহা প্রদান করিয়া ( ঐ অবশিষ্ট ) ভোজন করেন ; কেননা, যিনি অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি হুতাবশিষ্টই ভোজন করিয়া থাকেন।

১২। আর যে তিনি প্রাতঃকালে ( সূর্য্য ) অনুদিত থাকাতে হোম করেন, তাহাতে তিনি মনে করেন যে, 'আমি জীবন ( -স্বরূপ ) এই রসের ( ভাগ ) দেবগণকে হোম করি, কেননা, ইহা ইঁহাদের ; এবং ইহাই আশ্রয় করিয়া আমরা জীবিত আছি।' তিনি তাহার পর দিবাতে যাহা ভোজন করেন, তাহা হুতাবশিষ্টই ; তিনি তাহা হইতে দেবভাগ নিষ্কৃষ্ট করেন ও তাহা প্রদান করিয়া ( ঐ অবশিষ্ট ) ভোজন করেন ; কেননা, যিনি অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি হুতাবশিষ্টই ভোজন করিয়া থাকেন।

১৩। এতদ্বিষয়ে তাঁহারা বলিয়া থাকেন—'অন্য সমস্ত যজ্ঞ সমাপ্ত হয়, কিন্তু কেবল অগ্নিহোত্রই সমাপ্ত হয় না। দ্বাদশ সংবৎসর ( -সাধ্য সত্রেরও) অন্ত আছে, কিন্তু ইহারই ( অগ্নিহোত্রেরই ) অন্ত নাই ; কেননা, (অগ্নিহোত্রী) সায়ংকালে হোম করিয়া জানেন যে, 'আমি (আবার) প্রাতঃকালে হোম করিব ; এবং প্রাতঃকালে হোম করিয়া জানেন যে, '( আমি আবার ) সায়ংকালে হোম করিব।' অতএব অগ্নিহোত্র অপরিসমাপ্ত ; এবং ইহার অপরিসমাপ্তি অনুকরণ করিয়া এই অপরিসমাপ্ত প্রজাসমূহ উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রকে এইরূপ অপরিসমাপ্ত জানেন, তিনি শ্রী ও প্রজায় অপরিসমাপ্ত হন।

১৪। তিনি ( অধ্বর্যু ) তাহা ( দুগ্ধ ) দোহন করিয়া ( গার্হপত্য অগ্নির উপর ) স্থাপন করেন,⁹ কেননা, তাহা পাক করিতে হইবে। তদ্বিষয়ে তাহারা বলেন যে, 'যখন তাহা পক্ক হইয়া ( পাত্রের ) প্রান্ত পর্য্যন্ত ( কাঁপিয়া ) উঠিবে, তখন (তাহা) দ্বারা হোম করিব।' কিন্তু তিনি প্রান্ত পর্য্যন্ত উঠিতে দিবেন না ; কেননা, তিনি যদি প্রান্ত পর্য্যন্ত উঠিতে দেন, তবে তাহা উপদগ্ধ করিয়া ফেলিবেন ; রেত উপদগ্ধ হইলে তাহা অনুৎপাদক হইয়া পড়ে।¹⁰ অতএব তিনি প্রান্ত পর্য্যন্ত উঠিতে দিবেন না।

১৫। তিনি ( ঐ দুগ্ধ অগ্নির উপর ) স্থাপন করিবার পরেই হোম করিবেন ; ইহা অগ্নির রেত বলিয়া পাক করাই ( অর্থাৎ উষ্ণ ) থাকে, এইজন্য তাহারা যে ইহাকে ( অগ্নির উপর ) স্থাপন করেন, তাহাতেই¹¹ ইহা পক্ক হইয়া যায়। অতএব তিনি ( অগ্নির উপর ) স্থাপন করিবার পরেই হোম করিবেন।

১৬। '( ইহা ) পক্ক হইয়াছে ( কি না, তাহা ) জানিব' এই মনে করিয়া তিনি ( অধ্বর্যু, জ্বলন্ত তৃণ দ্বারা ) তাহার শান্তির জন্য ও রসের সমগ্রতার জন্য তাহা প্রকাশিত করেন।¹² অনন্তর তিনি ( তাহার মধ্যে স্রুবের দ্বারা কিঞ্চিৎ ) জল আসেচন করেন। যখন বৃষ্টি হয়, তখন ওষধিসমূহ জাত হয় ; এবং

---

৯। দুগ্ধ পাক করিবার পূর্ব্বে আরও বিধি আছে :—যে গাভীর দুগ্ধে অগ্নিহোত্র হো' হবে, তাহার পুরুষ বৎস থাকিবে। দোহনের সময় এই গাভী বিহারের দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ব বা উত্তর-মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে, এবং শূদ্রেতর জাতি শূদ্রের নির্ম্মিত মৃন্ময় পাত্রকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া তাহাকে দোহন করিবে। অধ্বর্যু ঐ দুগ্ধ জ্বাল দিবার জন্য গার্হপত্যাধরের মধ্যেই কিছু অঙ্গার পৃথক্ করেন, এবং তদনন্তর গাভীর নিকট গমনপূর্ব্বক ঐ দুগ্ধ আনিয়া গার্হপত্যে পাক করেন। কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১ ইত্যাদি, যাজ্ঞিকদেব-পদ্ধতি।

১০। পয়ঃ যে অগ্নির রেত, তাহা পূর্ব্বে ( ২-২.২.১৫) উক্ত হইয়াছে।

১১। অর্থাৎ কেবল স্থাপনমাত্রেই ঐ দুগ্ধে জ্বাল দেওয়া হয়, প্রান্ত পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিবার কোন প্রয়োজন থাকে না।

১২। "অবজ্যোতয়তি"—অবদ্যোতয়তি ; দ্য—জ্য ; তুলঃ—প্রাকৃত ও পালি, পালিপ্রকাশ ২২, [illegible]পৃ ; কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রেও ( ৪. ১৪. ৫ ) ইহা অবলম্বনে 'অবদ্যোত্য' না বলিয়া [illegible] বলা হইয়াছে। নিঘণ্টুতে ( ১. ১৬ ) জ্বলনার্থক ধাতুর মধ্যে দ্যো ও তে, জ্যো ও তে [illegible] ত হইয়াছে।

ওষধিসমূহ ভোজন ও জল পান করিবার পর এই রস সম্ভূত হয়; অ এব রসেরই সমগ্রতার জন্ত ( তিনি তাহাতে জল আসেচন ) করেন; এবং এই নিমিত্তই যদি ইহাকে কেবল দুগ্ধ পান করিতে হয়, তাহা হইলে শান্তির জন্য ও রসের সমগ্রতার জন্য তাহার মধ্যে উদকবিন্দুকে আসেচনীয় বলিতে হয়।

১৭। অনন্তর তিনি ( স্থালী হইতে স্রুবের দ্বারা অগ্নিহোত্রহবনীতে ঢালিবার[১৩] দুগ্ধ ) উঠাইয়া লন; কেননা, এই দুগ্ধ চারি প্রকারে বিহিত হইয়াছে।[১৪] অনন্তর তিনি সন্দীপ্ত ( সমিধের উপর )[১৫] হোম করিবার জন্ত ( ঐ অগ্নিহোত্রহবনীয়-দণ্ডের উপর ) এক খানি সমিৎ ধারণ করিয়া ( গার্হপত্য হইতে আহবনীয়ের নিকট) গমন করেন।[১৬] তিনি তাহা (আহবনীয়ের) অপরভাগে স্থাপন না করিয়াই, (অর্থাৎ হাতে ধরিয়াই), পূর্ব্ব আহুতি হোম করিবেন। তিনি যদি তাহা ( সেখানে ) স্থাপন করেন, তাহা হইলে, যে ব্যক্তির জন্য ভোজ্য বস্তু আহরণ করিতে হইবে, তাহার ( পুরঃস্থিত পাত্রে তাহা না দিয়া) মধ্য (পথে) তাহা প্রক্ষিপ্ত করিলে, ইহা যেমন হয়, তাহাও সেইরূপ হইয়া থাকে। আর যদি তিনি স্থাপন না করিয়া ( ঐ আহুতি হোম করেন ), তাহা হইলে, যাঁহার জন্ত ভোজ্য বস্তু আহরণ করিতে হইবে, তাঁহার নিকটে তাহা আহরণ করিয়াই স্থাপন করিলে, ইহা যেরূপ হয়, তাহাও সেইরূপ হইয়া থাকে।[১৭] তিনি তাহা স্থাপন করিয়া[১৮] দ্বিতীয় ( আহুতি ) হোম করিয়া থাকেন। তিনি ইহাতে[১৯]

---

১৩। জমদগ্নি-প্রবরীয়গণের হবিঃ পঞ্চখণ্ডিত হয়, তাঁহাদের পক্ষে পাঁচবার গ্রহণ করিতে হইবে। কা. শ্রৌ ১. ৯. ৩—৫, ৪.১৪. ১০, যাজ্ঞিকদেবের ব্যাখ্যা; দ্রঃ—১. ৫. ৫. ৮।

১৪। অর্থাৎ গাভীর চারিটি স্তন হইতে তাহা দোহন করা গিয়াছে।

১৫। সায়ণ লিখিয়াছেন—"সমিদ্ধে অগ্নৌ;" কিন্তু দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৪.১৪.১৪; যে অগ্নি সমিধে প্রদীপ্ত, তাহাতে হোম বিধেয়—এই অর্থ করিলে সায়ণের ব্যাখ্যা সঙ্গত হইতে পারে।

১৬। বিশেষ বিধির জন্ত দ্রঃ—কা. শ্রৌ ৪.১৪.১২।

১৭। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে ২. ১.৫.৮) স্থাপনপক্ষই বিহিত হইয়াছে, এখানে তাহাই নির্দিষ্ট হইল।

১৮। কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৬।

১৯। স্থাপন ও অস্থাপনে।

ই :দিগকে (ঐ উভয় আহুতিকে) বিভিন্নসামর্থ্যযুক্ত করিয়া থাকেন। মন ও বাক্যই এই আহুতির দ্বয়; এবং তিনি ইহাতে মন ও বাক্যকেই (স্বভাব-ভেদে) পৃথক্ করেন; এই জন্যই মন ও বাক্য সমান হইয়াও পৃথক্ ('নানা')।

১৮। তিনি দুইবার অগ্নিতে হোম করেন, দুই বার (স্রুকের প্রণালিকাকে[20]) মার্জ্জন করেন, দুইবার (স্রুকে অবশিষ্ট দুগ্ধরূপ হবি) ভোজন করেন,[21] এবং চারিবার (স্থালী হইতে স্রুকে দুগ্ধ) উঠাইয়া লন;[22] অতএব তাহা দশটি কার্য্য, এবং বিরাট্ (ছন্দ) দশাক্ষরই, ও বিরাট্ই যজ্ঞ (-স্বরূপ); অতএব তিনি ইহাতে যজ্ঞকে বিরাট্ই অভিসম্পন্ন করেন।

১৯। তিনি যে অগ্নিতে হোম করেন, তাহাতে দেবগণেরই নিকটে হোম করিয়া থাকেন, এবং সেই জন্যই দেবগণ বিদ্যমান আছেন।[23] তিনি যে (স্রুক্-প্রণালিকা) মার্জ্জন করেন, তাহাতে পিতৃগণ ও ওষধিসমূহের নিকট হোম করেন, এবং তাহাতেই পিতৃগণ ও ওষধিসমূহ বিদ্যমান আছেন। আর যে তিনি হোম করিয়া ভোজন করেন, তাহাতে মনুষ্যগণের নিকটে হোম করেন, এবং সেইজন্যই মনুষ্যগণ বিদ্যমান আছে।

২০। যে সকল প্রজা যজ্ঞে ভাগরহিত, তাহারা পরাভূত; এবং এই যে সমস্ত প্রজা অপরাভূত, তিনি তাহাদিগকে যজ্ঞের আরম্ভে ইহার দ্বারা ভজনা করিয়া থাকেন; এবং তাহাতেই পশুসমূহ (যজ্ঞে) ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছে, কেননা পশুসমূহ মনুষ্যগণের অনুগামী (অধীন)।

---

২০। মুখ বা অগ্রভাগের যে স্থান দিয়া তরল পদার্থ গলিয়া পড়ে।

২১। অনামিকা অঙ্গুলির দ্বারা হুতাবশিষ্ট স্রুক্স্থিত হবি দুইবার ভোজন করিতে হয়; কা. শ্রৌ ৪. ১৪. ২৩।

২২। এই সময়ে স্থালীতে দুগ্ধ অবশিষ্ট রাখিতে হয় এবং হোম শেষ হইলে ব্রাহ্মণে তাহা ভোজন করে; দ্রঃ—৩১ কণ্ডিকা; কা. শ্রৌ. ৪. ৩৪. ১১।

২৩। "তস্মাদ্ দেবাঃ সন্তি;" সায়ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত অগ্নিহোত্র-হবির দ্বারা প্রীণিত হইয়া সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন। কিন্তু বোধ হয়, যজ্ঞে তাঁহারা ভাগপ্রাপ্ত হইয়া বিদ্যমান থাকেন, এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ করিলেই ভাল হয়। পরবর্ত্তী ২০শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান কণ্ডিকার অন্যান্য স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২১। এতদ্বিষয়ে যা জ্ঞ ব ল্ক্য বলিয়াছেন—(অগ্নিহোত্রকে হ বি র্-) য জ্ঞে র ন্যায় মনে করিতে হইবে না, পা ক য জ্ঞে র ন্যায় ( মনে করিতে হইবে ); কেননা, তিনি অপর ( হবির্- ) যজ্ঞে ( হবি হইতে ) স্রুকে যাহা খণ্ডিত করিয়া লন, তৎসমস্ত অগ্নিতে হোম করেন, কিন্তু এখানে ( অগ্নিহোত্রে ) তিনি (কিঞ্চিৎ) হোম করিয়া ও ( অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ গ্রহণপূর্ব্বক ) বহির্গত হইয়া[২৪] আচমন ও নিঃশেষরূপে লেহন করেন; এবং ইহা পাকযজ্ঞের লক্ষণ। অতএব ইহার ( অগ্নিহোত্রের ) এই ( পাকযজ্ঞিয় ) লক্ষণ পশুহিতকর; কেননা, পাকযজ্ঞ পশুহিতকর।

২২। ঐ যাহা (যে আহুতিকে) প্রজাপতি অগ্রে হোম করিয়াছিলেন,[২৫] তাহাই এই একটি আহুতি ( পূর্ব্বাহুতি )। আর যেহেতু ইহার পরে তাঁহারা—অর্থাৎ অগ্নি, এই যাহা ( বায়ু ) বহিতেছে, এবং সূর্য্য,—( হোম করিয়া ) অবস্থান করিয়াছিলেন,[২৬] সেই জন্য এই দ্বিতীয় আহুতি হোম করা হইয়া থাকে।

২৩। ঐ যে পূ র্ব্বা হু তি, তাহা অগ্নিহোত্রের দেবতা, সেই জন্য তিনি ইহাকে ( ইহার উদ্দেশে ) হোম করেন।[২৭] আর যে দ্বিতীয় আহুতি ( উ ত্ত রা হু তি ), তাহা স্বিষ্টকৃতের সমান; সেই জন্যই তিনি তাহা উত্তর ভাগে হোম করেন; কেননা ইহাই স্বিষ্টকৃতের দিক্।[২৮] এই দ্বিতীয় আহুতি মিথুনের জন্যই হোম করা হইয়া থাকে, কেননা মিথুন দ্বন্দ্ব ( দুইটি ) হইয়াই উৎপাদক হয়।

---

২৪। "হুত্বোৎসৃপ্য ;" সায়ণ লিখিয়াছেন—"অগ্নৌ কিঞ্চিৎ হুত্বা কিঞ্চিদবশেষমুৎসৃপ্য বহির্নির্গম্য ;" অনুবাদ সায়ণানুসারেই করা হইয়াছে। কা. শ্রৌ. ( ৪. ১৪. ২১ ) ব্যাখ্যায় যাজ্ঞিকদেব বলিয়াছেন —'তিনি স্রুক্‌স্থিত হুতশেষ দ্রব্য পাত্রান্তরে গ্রহণ করিয়া ( "উৎসৃপ্য" ), অথবা হস্তে করিয়া ভক্ষণ করেন ("আচামতি"), এবং তাহার পর সেই পাত্র বা হস্ত অসকৃৎ লেহন করেন।'

২৫। দ্রষ্টব্য—২.২.২.৪ ইত্যাদি।

২৬। ২.২.২.১৮।

২৭। ইহার তাৎপর্য্য আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই; মূল—"সা বা পূর্ব্বাহুতিঃ সাগ্নিহোত্রস্য দেবতা, তস্মাৎ তস্যৈ জুহোতি।" হবির্যজ্ঞের প্রধান আহুতির সহিত ইহার সম্বন্ধ যেন সূচিত হইয়াছে, ইহার পরই স্বিষ্টকৃৎ হোম হইয়া থাকে।

২৮। দ্রঃ—১.৭.১.২০।

২৪। এই আহুতি দুইটি দ্ব্যাত্মক ; ভূত ও ভবিষ্যৎ, জাত ও জনিষ্যমাণ, আগত ও আশার বিষয়ীভূত, এবং অদ্য ও আগামী কল্য, ইহা ( অর্থাৎ এই সকল ) সেই দ্ব্যাত্মকেরই অনুসরণে হইয়া থাকে।

২৫। আত্মাই ভূত ; কেননা, যাহা ভূত তাহা প্রত্যক্ষ,[২৮] এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ। প্রজাই[২৯] ভবিষ্যৎ ; কেননা, যাহা ভবিষ্যৎ তাহা অপ্রত্যক্ষ,[৩০] এবং প্রজাও অপ্রত্যক্ষ।

২৬। আত্মাই জাত ; কেননা, যাহা জাত তাহা প্রত্যক্ষ, এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ। প্রজাই জনিষ্যমাণ ; কেননা, যাহা জনিষ্যমাণ তাহা অপ্রত্যক্ষ, এবং প্রজাও অপ্রত্যক্ষ।

২৭। আত্মাই আগত ; কেননা, যাহা আগত তাহা প্রত্যক্ষ, এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ। প্রজাই আশার বিষয়ীভূত ; কেননা, যাহা আশার বিষয়ীভূত তাহা অপ্রত্যক্ষ, এবং প্রজাও অপ্রত্যক্ষ।

২৮। আত্মাই অদ্য ; কেননা, যাহা অদ্য, তাহা প্রত্যক্ষ, এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ। প্রজাই আগামী কল্য ; কেননা, যাহা আগামী কল্য তাহা অপ্রত্যক্ষ, এবং প্রজাও অপ্রত্যক্ষ।

২৯। সেই যে পূর্ণাহুতি, তাহা আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া হুত হইয়া থাকে ; তিনি তাহা মন্ত্রের দ্বারা হোম করিয়া থাকেন ; যাহা মন্ত্র, তাহা প্রত্যক্ষ, এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ। আর যাহা উত্তরাহুতি, তাহা প্রজাকে লক্ষ্য করিয়া হুত হইয়া থাকে ; তিনি তাহা তূষ্ণীম্ভাবে হোম করেন ; কেননা, তূষ্ণীম্ভাব অপ্রত্যক্ষ ও প্রজাও অপ্রত্যক্ষ।[৩১]

৩০। তিনি ( সায়ংকালে এই মন্ত্রে পূর্ণাহুতি ) হোম করেন—"অগ্নি জ্যোতি, জ্যোতি অগ্নি, স্বাহা।"[৩২] আর প্রাতঃকালে (এই বলিয়া হোম করেন ) —"সূর্য্য জ্যোতি, জ্যোতি সূর্য্য, স্বাহা !"[৩৩] ইহাতে সত্য দ্বারাই হোম করা হইয়া

---

২৯। অর্থাৎ সন্ততিই।

৩০। "অদ্ধা ;" অর্থাৎ অনিশ্চিত।

৩১। কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ২৪

৩২। "অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা।" বা. স. ৩. ৯. ১ ; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৪।

৩৩। বা. স. ৩. ৯. ২।

থাকে ; কেননা, যখন সূর্য্য অস্ত গমন করেন, তখন অগ্নি জ্যোতি ; এবং যখন সূর্য্য উদিত হন, তখন সূর্য্য জ্যোতি। যাহা সত্য দ্বারা হুত হয়, তাহা দেবগণের নিকটে গমন করে।

৩১। এতদ্বিষয়ে ত ক্ষা[৩৪] ব্রহ্মবর্চ্চসকাম আ ক শি র জন্য ( এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র ) উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"অগ্নি তেজ ("বর্চঃ"), জ্যোতি তেজ, স্বাহা!" —"সূর্য্য তেজ, জ্যোতি তেজ, স্বাহা!"[৩৫] যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন তিনি ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত হন।

৩২। তাহাতে ( প্রথম মন্ত্রে) উৎপাদনের লক্ষণ আছে। "অগ্নি জ্যোতি, জ্যোতি অগ্নি, স্বাহা!"—এই বলিয়া তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ রেতকে দেবতা দ্বারা উভয়দিকে পরিগৃহীত করেন ; এবং রেত উভয়দিকে পরিগৃহীত হইয়াই ( প্রজারূপে ) উৎপন্ন হয়। অতএব তিনি ইহাতে ইহাকে উভয় দিকেই পরিগৃহীত করিয়া ( প্রজারূপে ) উৎপাদিত করিয়া থাকেন।

৩৩। আর তিনি প্রাতঃকালে বলেন—"সূর্য্য জ্যোতি, জ্যোতি সূর্য্য, স্বাহা।" ইহাতে জ্যোতিঃস্বরূপ রেতকে দেবতা দ্বারা উভয়দিকে পরিগৃহীত করেন ; এবং রেত উভয়দিকে পরিগৃহীত হইয়াই (প্রজারূপে) উৎপন্ন হয়। অতএব তিনি ইহাতে ইহাকে উভয়দিকেই পরিগৃহীত করিয়া ( প্রজারূপে ) উৎপাদিত করিয়া থাকেন।

৩৪। তদ্বিষয়ে চৈ ল কি জী ব ল[৩৬] বলিয়াছেন—'আ রু ণি কেবল গর্ভই করেন, ( তাহাকে আর প্রজারূপে ) উৎপাদিত করেন না।'[৩৭] অতএব তিনি ইহারই[৩৮] দ্বারা সায়ংকালে হোম করিবেন।

---

৩৪। কাণ্বশাখায় দ ক্ষ উক্ত হইয়াছে।

৩৫। বা. স. ৩. ৯. ১০। ব্রহ্মবর্চ্চসকাম ব্যক্তির এই মন্ত্রই পাঠ্য ; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৫।

৩৬। "তদ্বুহোবাচ জীবলশ্চৈলকিঃ ;" সায়ণ এখানে ঐ ল কি ('এ ল ক স্য পুত্রঃ') ধরিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে চকারের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। রচনারীতি দেখিয়া চৈ ল কি পাঠই ভাল মনে হয়। Eggeling ইহাই করিয়াছেন।

৩৭। সায়ণ বলেন—'উভয়কালেই ( ৩১ শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য ) দেবতাবাচী পদের দ্বারা ( রেতোবাচী) জ্যোতিঃ শব্দ পরিগৃহীত ( না ? ) হওয়ায়, পরিগৃহীত রেত অন্তরবহিত হইয়া কেবল গর্ভাবস্থাতেই থাকে, প্রজারূপে উৎপন্ন হয় না।'

৩৮। "অগ্নি জ্যোতি, জ্যোতি অগ্নি, স্বাহা"—ইহার দ্বারা ( ৩০ শ কণ্ডিকা ) ; বা. স. ৩.৯.১। 'ইহাতে গর্ভ ধৃত হয়'—সায়ণ।

৩৫।—'এবং প্রাতে "জ্যোতি সূর্য্য, সূর্য্য জ্যোতি, স্বাহা।"[৩৯] তিনি ইহা ও জ্যোতিঃস্বরূপ রেতকে দেবতা দ্বারা বহির্ভাগে করেন; রেত বহির্ভাগেই (প্রজারূপে) উৎপন্ন হয়, এবং তিনি ইহাকে (প্রজারূপেই) উৎপাদিত করিয়া থাকেন।'

৩৬। তদ্বিষয়ে তাঁহারা বলেন—'তিনি সায়ংকালে অগ্নিতেই (বর্ত্তমান) সূর্য্যকে, এবং প্রাতঃকালে সূর্য্যে (বর্ত্তমান) অগ্নিকে হোম করিয়া থাকেন।' কিন্তু তাহা উদিতহোমকারিগণেরই পক্ষে; কেননা, যখন সূর্য্য অস্তগমন করেন, তখন অগ্নি জ্যোতি (প্রকাশমান) হন, এবং যখন সূর্য্য উদিত হন, তখন সূর্য্য জ্যোতি হন।[৪০] ইহার (যজমানের) তাহা নিন্দা নহে; কিন্তু তাই নিন্দা যে, যিনি অগ্নিহোত্রের দেবতা, সেই দেবতাকে (যথাক্রমে অগ্নি ও সূর্য্যকে) প্রত্যক্ষভাবে হোম করা হয় না। তিনি (সায়ংকালে) বলেন—"অগ্নি জ্যোতি, জ্যোতি অগ্নি, স্বাহা!" এখানে তিনি "অগ্নিকে স্বাহা!" বলেন না; প্রাতঃকালে (বলেন)—"সূর্য্য জ্যোতি, জ্যোতি সূর্য্য, স্বাহা!" তিনি এখানে 'সূর্য্যকে স্বাহা!" বলেন না।[৪১]

৩৭। তিনি (সায়ংকালে) ইহারই দ্বারা হোম করিবেন—"দেব সবিতার সহিত—,"[৪২] (তিনি ইহা) সবিতৃকর্ত্তৃক (নিজের) প্রেরণার জন্য (বলেন); —"ইন্দ্রবতী রাত্রির সহিত—," তিনি ইহাতে রাত্রির সহিত মিথুন করেন, (যজমানকে) ইন্দ্রের সহিত যুক্ত করেন, কেননা, ইন্দ্রই যজ্ঞের দেবতা;—"প্রীয়-

---

৩৯। বা. স. ৩. ৯. ৫; কা. শ্রৌ. ৪.১৫. ১১।

৪০। সায়ণ এখানে বলিতেছেন—'অতএব "অগ্নি জ্যোতি...," ও "সূর্য্য জ্যোতি...," এই মন্ত্রে অগ্নিহোত্র হোম করিলে পূর্ব্বোক্ত "তিনি ইহাতে গর্ভই করেন, (তাহাকে প্রজারূপে) উৎপাদন করেন না (৩৪ শ কণ্ডিকা),"—এই যে নিন্দা, তাহা হয় না। তবে কি উদিতহোমপক্ষই গ্রহণ করিতে হইবে? এই আশঙ্কা করিয়া (তাহাতে বক্ষ্যমাণ) দোষান্তর উক্ত হইতেছে।'

৪১। সায়ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, উদিতহোমপক্ষের এই দোষ যে, ইহাতে "অগ্নয়ে স্বাহা" "সূর্য্যায় স্বাহা" এইরূপে প্রত্যক্ষভাবে চতুর্থ্যন্তপদপ্রয়োগে দেবতাকে হোম করা হয় না, কিন্তু "অগ্নি জ্যোতি...," "সূর্য্য জ্যোতি...," ইত্যাদি প্রথমান্তপদপ্রয়োগে অস্পষ্টভাবে দেবতার উদ্দেশে হোম করা হয়। অতএব এপক্ষে দেবতার অস্পষ্টতাই দোষ।

৪২ বা. স. ৩.১০.১; কা. শ্রৌ ৪.৫.১৪।

মাণ অগ্নি ( হবি ) ভক্ষণ ( বা ইচ্ছা ) করুন ! স্বাহা !" তিনি ইহাতে প্রত্যক্ষ ভাবেই অগ্নিকে হোম করেন।

৩৮। তিনি প্রাতে ( ইহারই দ্বারা হোম করেন )—"দেব সবিতার সহিত —,"[৪৩] ( তিনি ইহা ) সবিতৃকর্ত্তৃক ( নিজের ) প্রেরণার জন্য ( বলেন );— "ইন্দ্রবতী উষার সহিত—," তিনি ইহাতে দিবা বা উষার সহিত[৪৪] মিথুন করেন, এবং ( যজমানকে ) ইন্দ্রযুক্ত করেন, কেননা, ইন্দ্রই যজ্ঞের দেবতা ;—"প্রীয়মাণ সূর্য্য ( হবি ) ভক্ষণ করুন ! স্বাহা !" তিনি ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে সূর্য্যকে হোম করেন। অতএব তিনি এইরূপেই হোম করিবেন।

৩৯। তাঁহারা বলিয়াছিলেন—'কে আমাদের ইহা হোম করিবে ?' 'ব্রাহ্মণই !' 'ব্রাহ্মণ, আমাদের ইহা হোম করুন !' 'তাহাতে আমার কি হইবে ?' '( যাহা ) অগ্নিহোত্রের উচ্ছিষ্ট।' তিনি যাহা স্রুকে অবশিষ্ট রাখেন, তাহা অগ্নিহোত্রের উচ্ছিষ্ট ;[৪৫] আর যাহা তিনি স্থালীতে অবশিষ্ট রাখেন, তাহা ঠিক সেই প্রকার,—যেমন কেহ ( শকটে ) পরিবদ্ধ ( ধান্যের কিছু ) গ্রহণ করেন ( এবং অবশিষ্ট যাগান্তরের যোগ্য থাকে )।[৪৬] অতএব যে-কেহ তাহা পান করিবেন ; কিন্তু অব্রাহ্মণ তাহা পান করিবে না ; কেননা, তাঁহারা ইহা অগ্নিতে ( পাকের জন্য ) স্থাপন করিয়াছিলেন, ( এবং তাহাতে ইহা পবিত্র ব্যবহারের জন্য স্থাপিত ) ; অতএব অব্রাহ্মণ পান করিবে না।[৪৭]

---

৪৩। বা.স.৩.১০.২ ; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৪।

৪৪। এখানে বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়, যথা—"অহেতি বা উষসা বোষসা বা", "উষসাং বোষসা বা," ইহার মধ্যে প্রথম পাঠের "অহেতি বা" এই অংশ অধিক বোধ হয় ; ইহা ছাড়িয়া দিলে কাণ্ব শাখার "উষসা বাহ্না বা" এই পাঠের সহিত সুসদৃশ হয়।

৪৫। দ্রঃ—১২ শ কণ্ডিকা।

৪৬। "যথা পরীণহো নির্ব্বপেৎ এবং তৎ ;" দ্রষ্টব্য সায়ণভাষ্য, এখানে তদবলম্বনে ভাবানুবাদ করা হইয়াছে।

৪৭। কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১১ ; "নায়ং ব্রাহ্মণস্ত পানে নিয়মঃ। কিং তর্হি ? অব্রাহ্মণস্ত নৈব যেনোহয়ম্"—যাজ্ঞিকদেব।

## চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১-৩ আহবনীয়াদি অগ্নির উপস্থান অর্থাৎ অর্চনা বিধানের জন্য তৎসমূহের দেবতারূপে বর্ণন, ইঁহারা যজমানেই (অথবা যজমানের নিকটেই) বাস করেন, কোন অগ্নি কোন দেবতার স্বরূপ তাহার উক্তি, কয়েকটি দেবতার নামের ব্যুৎপত্তি;—৪—৫ কিরূপে সেই সমস্ত দেবতারূপী অগ্নির উপস্থান হইতে পারে, তাহার উল্লেখ;—৬ অন্বাহার্য্যপচন বা দক্ষিণাগ্নিকে প্রতিদিন আহরণ করিতে হয় না, প্রতিদিন আহরণ না করিলে যজমানের শত্রুনাশ হয়;—৭ উপবসথের দিন ঐ অগ্নি-আহরণের বিধান;—৮ নবগৃহে তাহার আহরণবিধি, আহৃত অগ্নিতে পাকার্হ সমস্ত অন্নের পাক, পাক করিবার অপর কিছু না পাইলে দুগ্ধই পাক করিতে হইবে, এবং তাহা ব্রাহ্মণে ভোজন করিবেন, যিনি এইরূপ জানেন ও যাঁহার এইরূপ অনুষ্ঠান করা হয়, সেই যজমানের শত্রু নিকৃষ্টতম হইয়া পড়ে;—৯ অগ্নি যখন প্রথম প্রজ্বলিত হইয়া সধূম থাকে, তখন তাহা রুদ্রস্বরূপ, এই অবস্থায় হোম করিলে রুদ্র যেরূপ প্রজাগণকে বলপূর্ব্বক সেবন করেন, হোমকর্ত্তাও (ক্ষত্রিয়) সেইরূপ (ধন-ধান্যাদিরূপ) ভোজনীয় অন্ন লাভ করিতে পারেন;—১০ প্রদীপ্ততর অবস্থায় অগ্নি বরুণস্বরূপ, সেই সময়ে হোমের ফল;—১১-১৩ অগ্নি বিভিন্ন বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বিভিন্ন দেবতাস্বরূপ হয়, সেই সেই অবস্থায় হোমের ফলকীর্ত্তন;—১৪-১৫ পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন বিভিন্ন অগ্নির এক-একটিতে সংবৎসর পর্য্যন্ত হোম করিলে তবেই তত্তৎকামনার সিদ্ধি হইয়া থাকে;—১৬-১৮ পূর্ব্বাহুতি অল্পতর, ও উত্তরাহুতি তদপেক্ষা অধিকতর হইবে, এবং স্রুকে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা তদপেক্ষাও অধিকতর হইবে, ইহাই প্রতিপাদনের জন্য পূর্ব্বাহুতি, উত্তরাহুতি এবং স্রুকে অবশিষ্ট হবির যথাক্রমে দেব, মনুষ্য ও পশু-রূপে বর্ণনা, দেবগণ অপেক্ষা মনুষ্যগণ অধিকসংখ্যক, আবার মনুষ্যগণ অপেক্ষা পশুসমূহ অধিকসংখ্যক, এইরূপ হোম করিলে হোমকারীর পশুসমূহ অধিক-সংখ্যক ও পোষ্যবর্গ অল্পসংখ্যক হয়।]

১। যিনি (যজমান) আছেন, তাঁহাতে (অথবা তাঁহার নিকটে) এই সকল দেবতা বাস করেন; যথা—ইন্দ্র, রাজা যম, নৈ ষি ধ ন ড়,[১] অনশ্নৎ সঙ্গমন,[২] ও অসৎ পাংসব।[৩]

---

১। সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন—"নিষধদেশাধিপতির্নলঃ প্রসিদ্ধো রাজা।" সায়ণভাষ্যের মুদ্রিত পুস্তকে ন ড় নৈ ষি ধ স্থানে পাঠ ন ল (ড়=ল) নৈ ষ ধ আছে। Eggeling ইহা গ্রহণ করিয়াই স্বকীয় অনুবাদে নৈ ষ ধ লিখিয়াছেন, ও এ সম্বন্ধে Weberএর প্রামাণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।—See Weber, Ind. Stud. I, p. 225 Seq.

২। সভ্য অগ্নি।

৩। আবসথ্য অগ্নি।

২। এই যে আহবনীয়, ইনিই ইন্দ্র ; আর এই গার্হপত্যই রাজা যম এবং অন্বাহার্য্যপচনই ( দক্ষিণ অগ্নি ) নৈর্ঋত নড়। যেহেতু তাঁহারা ইহা ( অগ্নিকে ) প্রতিদিন দক্ষিণ দিকে আহরণ করেন, সেইজন্য তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, নৈর্ঋত নড় রাজা যমকে দক্ষিণ দিকে লইয়া যান।[৪]

৩। আর এই যে অগ্নি সভায় থাকে, ইনিই অনশ্নৎ সঙ্গমন ; যেহেতু তাঁহারা ( প্রাতে ) ভোজন না করিয়াই ( "অনশিষ্বৈব" ) ইহার নিকট উপসঙ্গত ( উপস্থিত, "উপসঙ্গচ্ছন্তে" ) হন,[৫] সেইজন্য ইনি অ ন শ্ন ৎ। আর যেহেতু তাঁহারা ( গার্হপত্যাদি অগ্নি হইতে প্রাতে ) ভস্ম উদ্ধৃত করিয়া এখানে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন,[৬] সেই জন্য ইহা অ স ৎ পাং স ব। যে ব্যক্তি এইরূপে ইহা জানেন যে, আমাতে এই সকল দেবতা বাস করিয়াছেন, তিনি এই সমস্ত লোক জয় করেন, সমস্ত লোকে অনুসঞ্চরণ করেন।

৪। অনন্তর তাঁহাদের উপস্থান ( অর্চ্চনা )। তিনি যে সায়ং ও প্রাতে আহবনীয়ের নিকটে দাঁড়ান ও উপবেশন করেন, তাহাই তাঁহার উপস্থান।[৭] আর যে তিনি ( আহবনীয়াগার হইতে গার্হপত্যে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উপবেশন বা শয়ন করেন, তাহাই তাঁহার উপস্থান।[৮] আর যখন তিনি ( যাগস্থান হইতে ) নির্গত হন, তখন তিনি অন্বাহার্য্যপচনকে ( দক্ষিণ অগ্নিকে ) স্মরণ করিবেন, তাহাতেই তিনি তাঁহার উপস্থান ( সমীপ গমন ) করিবেন, তাহাই তাঁহার উপস্থান।[৯]

৫। তিনি প্রাতে ভোজন না করিয়া মুহূর্ত্ত কাল সভায় উপবেশন করিবেন এবং তাহার পর ইচ্ছা হইলে তাহার চারিদিকে গমন করিবেন ( ঘুরিবেন);

---

৪। "নড়ো নৈর্ঋথো যমং রাজানং দক্ষিণত উপনয়তীতি ;" সায়ণ ব্যাখ্যা করিলেন—"তস্মাদে নৈর্ঋথনলোঽপি যমস্তু রাজ্ঞো দক্ষিণ উপগচ্ছতীতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ"—নল যমের দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হন, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ।

৫। কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ৩৩।

৬। কা. শ্রৌ ৪. ১৫. ৩৪।

৭। কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ৩০।

৮। কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ৩১।

৯। কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ৩২।

হঃ ই তাঁহার উপস্থান। আর যেখানে (অগ্নিসমূহ হইতে) ভস্ম উদ্ধৃত (হ য়া রাশীকৃত) হয়, তিনি তাঁহার নিকট গমন করিবেন, তাহাই তাঁহার (আবসথ্য অগ্নির) উপস্থান।[১০] এবং এই প্রকারেই ইহার (যজমানের) দেবতাসমূহ অর্চিত ("উপস্থিতাঃ") হইয়া থাকেন।

৬। গার্হপত্যের দেবতা যজমান, ও অন্বাহার্য্যপচনের (দক্ষিণ অগ্নির) দেবতা শত্রু; অতএব তাঁহারা ইহাকে (অন্বাহার্য্যপচনকে, গার্হপত্য হইতে) প্রতিদিন আহরণ করিবেন না। যিনি এইরূপ জানেন ও যাঁহার সম্বন্ধে তাঁহারা ইহাকে (অন্বাহার্য্যপচনকে) প্রতিদিন আহরণ করেন না, তাঁহার শত্রুসমূহ থাকে না। ইহা অ ন্বা হা র্য্য প চ ন ই।[১১]

৭। তাঁহারা ইহাকে উপবসথের দিনেই[১২] আহরণ করিবেন,—যেদিন তাঁহারা ইহাতে (আহবনীয়ে) যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হন; তাহাতেই তাহা (দক্ষিণ অগ্নি) ইহার (যজমানের) অমোঘের (অব্যর্থের) জন্য হইয়া থাকে।

৮। অথবা তাঁহারা ইহাকে নূতন গৃহে আহরণ করিবেন; এবং তাহাতে পাক করিবেন ও ব্রাহ্মণেরা তাহা ভোজন করিবেন।[১৩] তিনি (যজমান) পাক করিতে পারেন এমন কিছু না পাইলে গাভীর দুগ্ধই তাহাতে (পাকের নিমিত্ত) স্থাপন করিবার জন্য (অধ্বর্য্যুকে) বলিবেন, এবং তিনি (অধ্বর্য্যু) তাহা ব্রাহ্মণগণকে পান করাইবার জন্য (যজমানকে) বলিবেন। যিনি এইরূপ জানেন, এবং যাহার সম্বন্ধে তাঁহারা এইরূপ করেন, তাঁহার শত্রুগণ হীনতর হয়। অতএব তিনি এইরূপই করিতে ইচ্ছা করিবেন।[১৪]

৯। যখন ইহা (আহবনীয় অগ্নি) প্রথম সমিদ্ধ (সংজ্বলিত) হয় ও

---

১০। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৩৩।

১১। দ্রঃ—১. ২. ১. ৫, ৪র্থ টীকা।

১২। অর্থাৎ দর্শ ও পূর্ণমাসের প্রথম দিবসে। মতান্তরে প্রতিদিনই আহরণ করিতে হয়। কা. শ্রৌ. ৪ ১৩. ৩—৭।

১৩। মাংস ভিন্ন পাকার্হ সমস্ত অন্নই সেখানে পাক করিতে হয়, এবং ব্রাহ্মণেরা তাহা ভোজন করে। কা. শ্রৌ. ৪. ১৩. ৮-৯।

১৪। কা. শ্রৌ. ৪. ১৩, ১০-১১।

ধূমায়মান হয়, তখন ইহা রুদ্র। যে ব্যক্তি কামনা করে যে, 'রুদ্র যেমন প্রজাসমূহকে কখনো অশ্রদ্ধায়, কখনো বলাৎকারে, ও কখনো আঘাত করিয়া অনুসরণ করেন,[১৫] আমিও সেইরূপ (অধীন লোকগণের) অন্ন (ধনধান্যাদি) ভোজন করিব', তিনি সেই সময়েই হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময়ে হোম করেন, তিনি ভোজনীয় অন্ন প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।[১৬]

১০। আর যখন ইহা প্রদীপ্ততর হয়, তখন ইহা বরুণ। যে ব্যক্তি কামনা করেন যে, 'বরুণ যেমন প্রজাসমূহকে কখনো গ্রহণ (উপরুদ্ধ) করিয়া, কখনো বলাৎকার করিয়া ও কখনো আঘাত করিয়া অনুসরণ করেন, আমিও সেইরূপ অন্ন ভোজন করিব,' তিনি সেই সময়েই হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময় হোম করেন, তিনি তাহাতে ভোজনীয় অন্ন প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।[১৭]

১১। আর যখন ইহা প্রদীপ্ত হয় ও উপরে ধূম উঠিতে থাকে, এবং মহান্ বেগে ইহা 'বল্-বলি' শব্দ করিয়া থাকে,[১৮] তখন তাহা ইন্দ্র। যে ব্যক্তি কামনা করেন যে, 'আমি ইন্দ্রের ন্যায় যশ ও শ্রী-বিশিষ্ট হইব,' তিনি সেই সময়ে হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময়ে হোম করেন, তিনি তাহাতে ভোজনীয় অন্ন প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।[১৯]

১২। আর যখন ইহা প্রশান্ত হইতে আরম্ভ করে, ও ইহার শিখা নিম্ন হইয়া যেন তির্যাক্‌ভাবে (জ্বলিতে) থাকে, তখন তাহা মিত্র। যে ব্যক্তি কামনা করেন যে, আমি মৈত্র দ্বারা অন্ন ভোজন করিব,'—যাহা

---

১৫। "সচন্তে ;" ঋগ্বেদভাষ্য আলোচনা করিলে দেখা যায় সায়ণ ইহার অর্থ ক "সেবন্তে", ও কখনো 'সমজ্জতে" করিয়াছেন ; এক স্থানে ( ঋ. স. ১.১৪০.৯ ) অনুসরণ তাৎপর্য্যেও তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৬। ইহা ক্ষত্রিয়বিষয়ক ; কা. শ্রৌ. ৫. ১৫. ১৬।

১৭। কা. শ্রৌ. ৫. ১৫. ১৭ ; ইহাও ক্ষত্রিয়বিষয়ক।

১৮। "উচ্চৈর্ঘোষঃ স্তনয়ন্ বল্‌বলীতি ;" অনুবাদ সায়ণানুসারে করা হইয়াছে। এ অর্থও হইতে পারে—'যখন ধূম 'বল্ বলি' (অনুকরণ-শব্দ) শব্দ করিয়া অত্যন্ত বেগে উপরে থাকে।'

১৯। ইহা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই পক্ষে ; কা. শ্রৌ." ৫. ১৫. ১৮।

( কেয়া ) বলিয়া থাকে যে, 'এই ব্রাহ্মণ মিত্র, ইনি কাহাকেও হিংসা করেন না,'—তিনি সেই সময়ে হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময়ে হোম করেন, তিনি ভোজনীয় অন্ন প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।[২০]

১৩। আর যখন অঙ্গারসমূহ দেদীপ্যমান হয়, তখন ইহা ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি কামনা করেন যে, 'আমি ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত হইব,' তিনি সেই সময়ে হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময়ে হোম করেন, তিনি ভোজনীয় অন্ন প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।[২১]

১৪। তিনি ( যজমান ) যদি স্বয়ং হোম করেন, অথবা অন্যে ( অধ্বর্য্যু ) হোম করেন, ( উভয় পক্ষেই ) তিনি এই সকলের (এই সমস্ত অগ্নি বা দেবতার) মধ্যে একটির নিকট সংবৎসর পর্য্যন্ত ঋদ্ধি ইচ্ছা করিবেন ( অর্থাৎ একটিতেই হোম করিবেন)। যে ব্যক্তি বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারে হোম করেন,[২২] তাঁহার তাহা ঠিক সেইরূপ হয়, যেমন কেহ জল বা অপর কোন ভোজনীয় খাদ্য লক্ষ্য করিয়া খনন করিতে করিতে তাহা অর্দ্ধেক করিয়াই নিবৃত্ত হন। আর যে ব্যক্তি অবিচ্ছেদে ( সংবৎসর পর্য্যন্ত ) হোম করেন, তাঁহার তাহা ঠিক সেইরূপ হয়, যেমন কেহ জল বা অপর কোন ভোজনীয় খাদ্য লক্ষ্য করিয়া খনন করিতে করিতে, সত্বরেই তাহা খননপূর্ব্বক উৎপাদন করিয়া থাকেন।[২৩]

১৫। এই আহুতিসমূহ ভোজনীয় অন্নের (খননসাধন) তীক্ষ্ণমুখ দণ্ডই।[২৪] এবং যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি ভোজনীয় অন্নকে খননপূর্ব্বক উৎপাদন করিয়াই থাকেন।

১৬। ঐ যে পূর্ব্বাহুতি তাহা দেবগণ, আর যে উত্তর ( আহুতি ), তাহা মনুষ্যগণ, এবং যাহা স্রুকে অবশিষ্ট থাকে, তাহা পশুগণ।

---

২০। ইহাও ত্রৈবর্ণিকসাধারণ; কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ১৯।

২১। ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে; কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ২০।

২২। অর্থাৎ একদিন একরূপ অগ্নিতে হোম করিয়া অন্যদিন আর একরূপ অগ্নিতে করেন।

২৩। কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ১৭।

২৪। "অভ্রয়ঃ;" অভ্রি-শব্দের অর্থ তীক্ষ্ণাগ্র দণ্ড, খনিত্রবিশেষ; যথা—"অভ্রিং কার্ষ্ণায়সীং ......"—হ. ১১. ১৩৪; কুল্লূকভট্ট তাহার অর্থ লিখিয়াছেন "তীক্ষ্ণাগ্রং লৌহদণ্ডম্;" যথা—"......ং খাতসুন্দরাঃ"—অমর।

১৭। তিনি পূর্ব্বাহুতিকে অল্পতর করিয়া হোম করেন, উত্তরাহুতি ক (তদপেক্ষা) অধিকতর করিয়া হোম করেন, এবং স্রুকে (তদপেক্ষাও) অধিকতর অবশিষ্ট রাখেন।[২৫]

১৮। তিনি যে পূর্ব্বাহুতিকে অল্পতর করিয়া হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, দেবগণ মনুষ্যগণ হইতে অল্পতর; আর যে তিনি উত্তরাহুতিতে তদপেক্ষা অধিকতর করিয়া হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, মনুষ্যগণ দেবগণ অপেক্ষা অধিকতর; আর যে তিনি স্রুকে (তদপেক্ষাও) অধিকতর অবশিষ্ট রাখেন, তাহার কারণ এই যে, পশুসমূহ মনুষ্যগণ অপেক্ষা অধিকতর; যে ব্যক্তি এই রূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র করেন, তাঁহার প্রতিপাল্যসমূহ অল্পতর ও পশুসমূহ বহুতর হইয়া থাকে; যাঁহার প্রতিপাল্যসমূহ অল্পতর ও পশুসমূহ বহুতর হয়, তাঁহারই তাহা সমৃদ্ধির জন্য হইয়া থাকে।[২৬]

---

২৫। শাঙ্খা. শ্রৌ. ২. ৯. ৪-৫; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৭-১৮।

২৬। ভোক্তা অপেক্ষা ভোগ্য বেশী হইলেই সমৃদ্ধি হয়।

# তৃতীয় প্রপাঠক

## প্রথম ব্রাহ্মণ

[ ১-৩ পূর্ববিহিত অগ্নির আধান ও তাহাতে অগ্নিহোত্র হোমের প্রশংসার জন্য আখ্যায়িকা—অগ্নি প্রজাপতিকর্তৃক সৃষ্ট হইয়া প্রজাগণকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ইহাতে ব্যাকুল প্রজাগণ অগ্নিকে পেষণ করিতে উদ্যত হয়, তাহা সহ্য করিতে না পারায় অগ্নির পুরুষবিশেষের নিকট গমন, উপকার-প্রত্যুপকারের প্রতিশ্রুতিতে সেই পুরুষের অগ্নিকে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করা;—৪-৬ (আমরা এই অগ্নিকে ধারণ করিতে হয়, অতএব) মধ্যে ইহার বিসর্জন উচিত নহে, তাহার দোষ, ঐ নিষেধের সমর্থন;—৭ অগ্নিহোত্র হোমের দ্বারা অমৃতত্বপ্রাপ্তি বলিবার জন্য সূর্য্যের মৃত্যুরূপে বর্ণনা, সূর্য্য মৃত্যুরূপ বলিয়া তাহার অধোভাগবর্ত্তী প্রজানমূহ মৃত হয়, ঊর্দ্ধবর্ত্তী দেবগণ দেব বলিয়াই মৃত হন না, রজ্জুর দ্বারা অশ্বের ন্যায় সূর্য্যরশ্মির দ্বারা জীবসমূহ প্রাণে বদ্ধ হয়;—৮ সূর্য্য যাহার ইচ্ছা করে তাহারই প্রাণ গ্রহণ করিয়া উদিত হয়, সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া না গেলে—তাহার নিকট হইতে মুক্তি না পাইয়া গেলে পরলোকে সূর্য্য মারিয়া ফেলে;—৯ অগ্নিহোত্রে সায়ং ও প্রাতঃকালের আহুতিরূপ পদের দ্বারা যজমান সূর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হন, এবং সূর্য্য যখন উদিত হয়, তখন তাঁহাকে লইয়াই উঠে, এবং ইহাতেই তিনি সূর্য্যরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যান;—১০ অগ্নিহোত্রই সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহারই দ্বারা সমস্ত যজ্ঞ-ক্রতু মৃত্যুকে অতিক্রম করে (অর্থাৎ তাহাতেই অন্যান্য যজ্ঞেও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়);—১১-১২ দিবা ও রাত্রি পর্য্যটন করিয়া মানুষের আয়ুঃক্ষয় করে, কিন্তু যিনি পূর্ব্বোক্ত রূপে সূর্য্যরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, দিবা ও রাত্রি তাঁহার নীচে থাকায় তাঁহার আর আয়ুঃক্ষয় করিতে পারে না;—১৩ পূর্ব্ব দিক্ দিয়া আহবনীয়কে প্রদক্ষিণ করিয়া আহবনীয় ও গার্হপত্যের মধ্য দিয়া গমনপূর্ব্বক যজমানের উপবেশন-স্থানে গমন, ইহার প্রশংসা;—১৪-১৬ কেহ কেহ দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমনের ব্যবস্থা দেন, ইহার খণ্ডন, অগ্নিহোত্র স্বর্গগামিনী নৌকা, আহবনীয় ও গার্হপত্য তাহার পার্শ্ব (অথবা দাঁড়), ও যজমান তাহার নাবিক, পূর্ব্ব দিকে গিয়া তিনি সেই নৌকাকে পূর্ব্বদিকে স্বর্গে প্রেরণ করেন ও তাহাতে স্বর্গ প্রাপ্ত হন, নৌকা চলিয়া যাইবার পর উপস্থিত হইলে যেমন পড়িয়া থাকিতে হয়, দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমনেও সেইরূপ হইয়া থাকে;—১৭ সোমযাগে ইষ্টক ইটের দ্বারা অগ্নির বেদি চয়ন করিতে অর্থাৎ গাঁথিতে হয়, তদীয় আহুতিরূপে বর্ণনা করিয়া অগ্নিহোত্র-আহুতির প্রশংসা;—১৮ চয়নসিদ্ধ বেদিতেই অগ্নিহোত্র হোম হইয়া থাকে—এই অভিপ্রায়ে অগ্নিহোত্রের প্রশংসা—১৯-২০ এক বৎসরের অগ্নিহোত্রের আহুতি সংখ্যা ও মহদুক্থের ছন্দঃসংখ্যার ঐক্যদর্শনে—অগ্নিহোত্র মহদুক্থ দ্বারাই সম্পন্ন হয়—এইরূপ বর্ণনা দ্বারা অগ্নিহোত্রের প্রশংসা। ]

১। প্রজাপতি যখন প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি যখন অগ্নিকে সৃষ্টি করিয়া ছিলেন, তখন ইহা (অগ্নি) জাত হইয়া সমস্তকেই দগ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল ; এই নিমিত্ত সেই সময়ে যে সকল প্রজা ছিল, তাহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা ইহাকে সম্যগ্‌রূপে পিষিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল, এবং সে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া এক পুরুষের নিকট গমন করিয়াছিল।

২। সে ( অগ্নি ) বলিল—'অহো, ইহা সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমি তোমাতে প্রবেশ করি! তুমি আমাকে উৎপাদন করিয়া ধারণ কর ; তুমি যেমন এই (ইহ) লোকে আমাকে উৎপাদন করিয়া ধারণ ( বা পোষণ ) করিবে, আমিও সেইরূপ ঐ ( পর ) লোকে তোমাকে উৎপাদন করিয়া ধারণ করিব।' সে ( ঐ পুরুষ ) 'তাহাই হউক' এই বলিয়া তাহাকে উৎপাদন করিয়া ধারণ করিল।

৩। তিনি যে অগ্নিদ্বয় আধান করেন, তাহাতে ইহাকে ( অগ্নিকে ) উৎপাদন করেন, এবং উৎপাদন করিয়া ধারণ করেন। তিনি যেমন ইহাকে এই লোকে উৎপাদন করিয়া ধারণ করেন ইহাও সেইরূপ ইঁহাকে ঐ ( পর ) লোকে উৎপাদন করিয়া ধারণ করে।

৪। তিনি ইহাকে ( অগ্নিকে ) মধ্যে অপসারিত ( বা বিসর্জ্জন ) করিবেন না ; কেননা, (তাহা হইলে) ইহা তাঁহার জন্ম মধ্যেই গ্লানিযুক্ত হইয়া পড়ে ; এবং ইহা যেমন এই লোকে তাঁহার জন্ম মধ্যেই গ্লানিযুক্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপই ঐ ( পর ) লোক তাঁহার জন্ম মধ্যেই গ্লানিযুক্ত হয়।[১]

৫। তিনি যখন মৃত হন, এবং যখন তাঁহাকে তাঁহারা অগ্নিতে স্থাপন করেন, তখন অগ্নি হইতে জাত হন ; এবং তাহা ( অগ্নি ) পুত্র হইয়া পিতা হইয়া থাকে।[২]

---

১। আমরণ এই অগ্নি ধারণ করিতে হইবে, অতএব ইহার পূর্ব্বে তাহার বিসর্জ্জন বিধেয় নহে, ইহাই এখন তাৎপর্য্য।

২। যজমান যখন আধানের দ্বারা অগ্নিকে উৎপাদন করেন তখন সেই অগ্নি তাঁহার পুত্র হয় ; আর যখন তিনি মৃত হইয়া অগ্নি হইতে জাত হন, তখন সেই অগ্নিই পিতা হইয়া থাকে।

৬। এইজন্য ঋষি দ্বারাও উক্ত হইয়াছে—"হে দেবগণ, শত বৎসর (আমাদের) নিকটে (উপস্থিত হউক),—যাহার মধ্যে তোমরা আমাদের শরীরের জরার বিধান করিয়াছ, এবং যাহার মধ্যে পুত্রেরা পিতা (হইয়া উঠিবে); এবং আয়ুর (সম্পূর্ণরূপে) গমনের পূর্ব্বে আমাদিগকে বধ করিও না!"[৩] কেননা ইহা পুত্র হইয়া আবার পিতা হয়; এবং তিনি যে জন্য অগ্নিদ্বয় আধান করেন, তাহাও ইহাই।

৭। এই যাহা (সূর্য্য) তাপ প্রদান করিতেছেন, ইনিই মৃত্যু; যেহেতু ইনি মৃত্যু, সেইজন্যই ইঁহার অধোভাগবর্ত্তী ('অর্ব্বাচ্যঃ') প্রজাসমূহ মৃত হয়, আর যাহারা পরবর্ত্তী (ঊর্দ্ধবর্ত্তী,) তাঁহারা দেব, এবং সেই জন্যই তাঁহারা মৃত হন না। অশ্ব যেমন অশ্ববন্ধনরজ্জু বা অভীশুসমূহের দ্বারা বদ্ধ হয়, এই প্রজাসমূহও সেইরূপ ইঁহার (সূর্য্যের) রশ্মিসমূহের দ্বারা প্রাণ (বায়ু)-সমূহে বদ্ধ হয়। সেই জন্যই (ইঁহার) রশ্মিসমূহ প্রাণসমূহের দিকে নীচে বিস্তারিত হইয়া থাকে।

৮। তিনি (সূর্য্য) যাহার ইচ্ছা করেন, তাহার প্রাণ গ্রহণ করিয়া উদিত হন, এবং সে মৃত হয়।[৫] যে ব্যক্তি এই (সূর্য্যরূপ) মৃত্যুকে অতিক্রম না করিয়া ঐ (পর) লোকে গমন করে, তাহাকে তিনি ঐ লোকে (ঠিক সেই রূপে) পুনঃ পুনঃ মারিয়া ফেলেন,—যেমন কেহ এই লোকে কোন বদ্ধ ব্যক্তিকে আদর করে না, এবং যখনই ইচ্ছা করে, তখনই মারিয়া ফেলে।

৯। তিনি যে সায়ংকালে (সূর্য্য) অস্তমিত হইলে দুইটি আহুতি হোম করেন, তাহাতে এই পূর্ব্ববর্ত্তী পদদ্বয়ের দ্বারা এই মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠিত হন; আর যে প্রাতে (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতে দুইটি আহুতি হোম করেন, তাহাতে এই অপর পদদ্বয়ের দ্বারা এই মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠিত হন; এবং ইনি (সূর্য্য) যখন উদিত হন, তখন ইঁহাকে (যজমানকে) গ্রহণ করিয়া উদিত হইয়া থাকেন, এবং

---

৩। ঋ. স. ১. ৮৯. ৮।

৪। "অশ্বাভিধান্যা বা অভীশুভির্বা;" সায়ণ বলিয়াছেন—যাহা দ্বারা অশ্বকে বন্ধন করা যায় তাহা অশ্বাভিধানী, আর অপর রজ্জুসমূহ অভীশু। কেহ বলেন অভীশু শব্দে প্রচলিত ভাষার "বাগ্‌ডোর" বা "লাগাম" (বল্‌গা) বুঝায়।

৫। "আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ"—ভাগবত, ২. ৩, ১৭।

ইহাতেই তিনি ( যজমান ) এই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। অগ্নিহোত্রে মৃত্যুর অতিক্রমণ ইহাই, এবং যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রে মৃত্যুর এই অতিক্রমণকে জানেন, তিনি (পুনঃ ) পুনঃ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।

১০। বাণের যেমন অগ্র, সেইরূপ যজ্ঞসমূহের মধ্যে অগ্নিহোত্র ; কেননা, অগ্র যেখানে গমন করে সমস্ত বাণ সেইখানে গমন করে, এবং ইহারই ( অগ্নিহোত্রের ) দ্বারা ইহার ( যজমানের ) সমস্ত যজ্ঞক্রতু এই মৃত্যুকে অতিক্রম করে।

১১। ঐ ( পর ) লোকে দিন ও রাত্রি পর্য্যাবর্ত্তন করিতে করিতে পুরুষের সুকৃত ( পুণ্য ) ক্ষয় করে ; কিন্তু ( তিনি যখন পূর্ব্বোক্ত রূপে সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া যান, তখন ) দিবা ও রাত্রি তাহা হইতে ( সূর্য্যের ) অধোদেশেই থাকে, এবং তাহাতেই দিবা ও রাত্রি ইহার সুকৃত ক্ষয় করিতে পারে না।

১২। যেমন কেহ রথের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পর্য্যাবর্ত্তমান রথচক্রদ্বয়কে উপর হইতে দর্শন করে, এই প্রকারেই তিনি অবাঙ্মুখ হইয়া নীচে ( পর্য্যাবর্ত্তমান ) দিবা ও রাত্রিকে উপর হইতে দর্শন করেন। যে ব্যক্তি এই রূপে দিবা ও রাত্রির অতিক্রমণকে জানেন, দিবা ও রাত্রি তাঁহার সুকৃত ক্ষয় করে না।

১৩। তিনি পূর্ব্ব দিক্ দিয়া আহবনীয়কে পরিভ্রমণ করিয়া, ( ইহার ) ও গার্হপত্যের মধ্য দিয়া (নিজের উপবেশন স্থানে) আগমন করেন।[৬] দেবগণ[৭] মনুষ্যকে জানেন না, ( কিন্তু ) ইনি যখন তাঁহাদের মধ্য দিয়া গমন করেন, তখন তাঁহারা ইহাকে ( এই মনুষ্যকে ) জানিতে পারেন যে, 'ইনিই আমাদিগকে এই হোম করিতেছেন।' অগ্নিই পাপের অপহন্তা, এবং যখন ইনি (যজমান, আহবনীয় ও গার্হপত্যের) মধ্য দিয়া চলিয়া যান, তখন সেই আহবনীয় ও গার্হপত্য ইহার পাপকে অপহত করিয়া দেন ; এবং তিনি অপহতপাপ হইয়া শ্রী ও যশে উজ্জ্বল ( "জ্যোতিঃ" ) হইয়া উঠেন।

---

৬। কা. শ্রৌ. ৪. ১৩. ১২।

৭। অর্থাৎ সমাগত দেবগণ, যাঁহারা বেদির চারিদিকে থাকেন, ১. ৫. ৩ ৮ ; মনুষ্যশব্দে এখানে যজমানকে বুঝিতে হইবে।

১৪। অগ্নিহোত্রের দ্বার উত্তর দিকেই হইয়া থাকে; যেমন কেহ দ্বার দিয়া (গৃহাদিতে) প্রবেশ করে, ইহাও সেইরূপ। আর যিনি দক্ষিণ দিক্ দিয়া আগমন করিয়া (আহবনীয়ের সমীপে) উপবেশন করেন, তাঁহার তাহা ঠিক সেই রকম হয়,—যেমন কেহ বাহিরে বাহিরেই বিচরণ করে।[৭]

১৫। এই যে অগ্নিহোত্র, ইহা স্বর্গীয় ("স্বর্গ্যা"[৮]) নৌকা; এবং সেই এই স্বর্গীয় নৌকার আহবনীয় ও গার্হপত্য দুইটি পার্শ্ব,[৯] ও ক্ষীরহোতা (যজমান) তাহার নাবিক।

১৬। তিনি যে পূর্ব্বদিকে উপস্থিত হন[১০], তাহাতে ইহাকে (ঐ নৌকাকে) পূর্ব্বদিকে স্বর্গ লোকে প্রেরণ করেন, এবং তাহা (নৌকা) দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। উভয় দিক্ দিয়া তাহার (নৌকায়) আরোহণ হয়, এবং তাহা ইহাকে (যজমান) সম্পূর্ণরূপে স্বর্গলোক প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। আর যিনি দক্ষিণ দিক্ দিয়া আগমন করিয়া উপবেশন করেন, তিনি—যেমন কেহ (নৌকা) উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর আগমন করেন, ও পরিত্যক্ত হন, এবং তাহাতেই বাহিরে থাকেন,—সেইরূপই হইয়া থাকেন।[১১]

১৭। তিনি এই যে-সমিৎকে (আহবনীয়ে) আধান[১২] করেন, তাহা ইষ্টকা

---

৭। এখানে সায়ণ বলেন—পূর্ব্বে (১৩শ কণ্ডিকায়) উক্ত হইয়াছে যে, যজমান উভয় অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করিবেন। এ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, মধ্য দিয়া না গিয়া দক্ষিণ দিক্ দিয়া যাইবে (দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪. ১৩. ১৫); ইহাই এখানে দূষিত হইতেছে। যে ব্যক্তি উত্তর দিকে প্রবেশ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ আহবনীয় ও গার্হপত্যের মধ্য অতিক্রম না করিয়াই দক্ষিণ দিকে আগমনপূর্ব্বক আহবনীয় সমীপে উপবেশন করে, সে অগ্নিহোত্রে প্রবেশ করিতে অশক্ত হইয়া বাহিরে অবস্থান করে। যেমন কেহ প্রাকারপরিবৃত আশ্রমাদির দ্বারদেশ প্রাপ্ত না হইয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না, এবং বাহিরে অবস্থান করে, তাহাও সেইরূপ।

৮। "স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুভূতা"—ইতি সায়ণ।

৯। "নৌমণ্ডে"; সায়ণ লিখিয়াছেন—"পার্শ্বে, ভিত্তী", অর্থাৎ দুই ধার। কিন্তু এখানে কপাট বা দাঁড় অর্থ ধরিলে উপমাটি ভাল হয়; দ্রঃ—১৩শ কণ্ডিকা।

১০। অর্থাৎ পূর্ব্বমুখ হইয়া গার্হপত্য হইতে আহবনীয়ের নিকট হোমের জন্য উপস্থিত হন।

১১। দ্রষ্টব্য—১৪শ কণ্ডিকা, ও ৭ম টীকা।

১২। ২. ২. ৩. ১৭; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ২৩।

(ইঁট); এবং যে মন্ত্র দ্বারা হোম করেন, তাহা যজুঃ,—যাহা দ্বারা তিনি ইষ্টকা উপস্থাপন করিয়া থাকেন;[১৩] ইষ্টকা যখন উপস্থাপিত হয়, তখনই হোম করা হইয়া থাকে; অতএব এই যে অগ্নিহোত্রের আহুতিসমূহ, তাহারা উপস্থাপিত ইষ্টকাসমূহেই আহুত হইয়া থাকে।

১৮। অগ্নি[১৪] প্রজাপতি (-স্বরূপ), এবং সংবৎসরই প্রজাপতি; অতএব সংবৎসরে সংবৎসরে চয়ননিষ্পন্ন অগ্নিবেদির[১৫] দ্বারা ইহার অগ্নিহোত্র সমাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি সংবৎসরে চয়ননিষ্পন্ন অগ্নিবেদি প্রাপ্ত হন। এই রূপেই ইহার অগ্নিহোত্র চয়ননিষ্পন্ন অগ্নিবেদির দ্বারা সমাপ্ত হয়, এবং ইনি চয়ননিষ্পন্ন অগ্নিবেদি পাইয়া থাকেন।

১৯। অশীতিসমূহের[১৬] সাত শত কুড়িটি (৭২০) ঋক্ থাকে। তিনি যে সায়ং ও প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাহাতে দুইটী আহুতি হইয়া থাকে, এবং সংবৎসরে সেই সমস্ত আহুতি হয়—

---

১৩। অর্থাৎ সোমযাগের অ গ্নি চ য় ন, বা ইষ্টকা দ্বারা বেদিনির্মাণে।

১৪। সায়ণ বলেন—এখানে অগ্নি-শব্দে চিত্য অগ্নি, অর্থাৎ চয়ননিষ্পন্ন অগ্নির স্থল বা বেদি। প্রজাপতির সহিত তাহা সংসৃষ্ট বলিয়া তাহা প্রজাপতি-স্বরূপ।

১৫। "চিত্যেনাগ্নিনা;" অগ্নিশব্দে এখানে অগ্নির স্থল বা বেদি বুঝিতে হইবে; সোমযাগে পাঁচ থাক ইঁটের দ্বারা ইহা বহু প্রকারে নির্ম্মিত হইয়া থাকে; "অগ্নিঃ সোমাঙ্গং তদ্গুণবাতিরিক্তাৎ' —কা. শ্রৌ. ১৬. ১. ১;—"অগ্নিশব্দেন পঞ্চচিতিকঃ স্থল উদ্ধৃত লক্ষণয়া, ন জ্বলনঃ; সোঽগ্নিঃ সোমাঙ্গং ভবতি..."—ঐ ব্যাখ্যা; পাঁচ থাক ইঁটে ইহা গাঁথিতে হয়, এই গাঁথার নাম চি তি অর্থাৎ চয়ন।

১৬। অর্থাৎ তিনটি অশীতির; গায়ত্রী তৃচাশীতি, ঔষ্ণিহী তৃচাশীতি, ও বার্হতী তৃচাশীতি। তিনটী ঋকের সমষ্টির নাম তৃ চ, তৃচের অশীতি অর্থাৎ আশীটি তৃচাশীতি। অতএব এক-একটি ত্রিচাশীতিতে (৩×৮০=) ২৪০ ঋক্ থাকে, এবং তাহা হইলে তিনটি তৃচাশীতিতে (২৪০×৩=) ৭২০ ঋক্ হয়। ইহার মধ্যে একটি তৃচাশীতি গায়ত্রী ছন্দের, ইহার নাম গায়ত্রী তৃচাশীতি; একটি উষ্ণিক্ ছন্দের, ইহার নাম ঔষ্ণিহী তৃচাশীতি; আর একটি বৃহতী ছন্দের, ইহার নাম বার্হতী তৃচাশীতি। দ্রঃ—ঐ. আ. ৫. ২. ৩—৫।

চিত্য অগ্নি অর্থাৎ চয়ননিষ্পন্ন অগ্নিবেদি, ম হা ব্র ত সাম, ও ম হ দু ক্ থ নামক ঋক্‌সমূহ, এই তিনটি সহচর। অগ্নিহোত্রে যখন চিত্য অগ্নির সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে, তখন মহদুক্থের সংস্রব

২০। সাত শত কুড়ি (৭২০)। অতএব সংবৎসরে সংবৎসরে ইহার অগ্নিহোত্র মহদুক্থ দ্বারাই সম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি সংবৎসরে সংবৎসরে মহদুক্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপেই ইঁহার অগ্নিহোত্রসমহ দুক্থ দ্বারা সম্পন্ন হয়, এবং তিনি মহদুক্থ প্রাপ্ত হন।

---

লিতে হইবে। এইজন্য এখানে ১৯শ ও ২০শ কণ্ডিকায় অগ্নিহোত্রে মহদুক্থের সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে। যথা—মহদুক্থে পূর্ব্বোক্ত তিনটি তৃচাশীতিতে ৭২০ ঋক্ থাকে; আর অগ্নিহোত্রে প্রতিদিন সায়ং ও প্রাতে এক-একটি আহুতি দান করিলে এক বৎসরে তাহা (৩৬০×২=) ৭২০ হয়। অতএব মহদুক্থে ও অগ্নিহোত্রে এই ৭২০ সংখ্যা সমান হওয়ায়, বলিতে হইবে যে, মহদুক্থ দ্বারাই অগ্নিহোত্র সম্পন্ন হয়। ইহাই এই ১৯শ ও ২০শ কণ্ডিকার তাৎপর্য্যার্থ।

## দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[ ১-২ ... অগ্ন্যুপস্থান বিধানের জন্য আখ্যায়িকা—অগ্নির নিকট দেবগণকর্ত্তৃক গ্রাম্য ও আরণ্য পশুসমূহের ন্যাসরূপে স্থাপন, অগ্নির তৎসমূহে লোভ হওয়ায় তাহাদিগকে লইয়া রাত্রি মধ্যে প্রবেশ, দেবগণ ইহা জানিতে পারিয়া পরদিন রাত্রিতে অগ্নির উপস্থান করেন ও পশুসমূহ ফিরাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করেন, অগ্নি তৎসমুদয় পুনর্ব্বার প্রদান করেন ;—৩ অগ্নিদ্বয়ের উপস্থানে বিধি, উপস্থান করিলে অগ্নি পশুসমূহ প্রদান করেন ;—৪ কেহ কেহ বলেন উপস্থান করিতে হইবে না, ইঁহাদের মতের উল্লেখ ও তাহাতে যুক্তি প্রদর্শন ;—৫ এই মত খণ্ডন করিয়া উপস্থান ক... পক্ষেরই সমর্থন ও তাহাতে যুক্তি প্রদর্শন ;—৬ অনুপস্থান পক্ষের! দৃষ্টান্তর ;—৭-৮ প্রকারান্তরে উপস্থান পক্ষেরই সমর্থন ;—৯ উপস্থানের মন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রথম মন্ত্রটি উপ (শব্দ-) যুক্ত হই... তাহার ফল ;—১০-১৫ উপস্থানের ক্রমান্বয়ে ছয়টি মন্ত্রের বিধান ও তাহাদের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—... অন্তিম মন্ত্রে প্র ভূ শব্দ থাকিবে, তাহার তাৎপর্য্য ;—১৭ প্রথম ও অন্তিম মন্ত্রের তিন-তিন বার ক... জপ করিবার বিধি, তাহার যুক্তি ;—১৮ অগ্নিহোত্র হোম করিতে করিতে যদি বাক্য বা কর্ম্ম ... কিছু ভুল অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহা যজমানের বহুবিধ ক্ষতির জন্য হয় ;—১৯ এই ... সমাধানের জন্য উপস্থানে মন্ত্রবিশেষের বিধান ;—২০ ঐ মন্ত্র দ্বারা সেই দোষ সমাহিত হয় ;—২১ ... আরো কয়টি উপস্থান-মন্ত্র ও তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা, ।এই পর্য্যন্ত উক্ত মন্ত্রগুলি দাঁড়াইয়া ... করিতে হয় ;—২৪ পরবর্ত্তী উপস্থান-মন্ত্র উপবেশন করিয়া উচ্চার্য্য, মন্ত্রবিশেষের বিধান ও তা... ব্যাখ্যা ;—২৫-২৬ অগ্নিহোত্র হোমের দুগ্ধ-দাত্রী গাভীর নিকট গমন ও তাহার মন্ত্র ;—২৭ গাভী... স্পর্শ ও তাহার মন্ত্র ;—২৮-৩০ গার্হপত্যের নিকট গমন ও তাহার উপস্থান, ঐ তাহার মন্ত্র ও ... পর্য্য-ব্যাখ্যা ;—৩১ দ্বিপদ ঋক্‌-মন্ত্রে উপস্থান ;—৩২ আহবনীয়-উপস্থানের ফল, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ছ... মন্ত্রে তাহার উপস্থানের কারণ, গার্হপত্য-উপস্থানের ফল, গায়ত্রীছন্দে উপস্থান করিবার উদ্দেশ্য ;—... দ্বিপদ ঋক্‌সমূহ উচ্চারণের ফল ;—৩৪ (পুনর্ব্বার) গাভীর নিকট গমন ও স্পর্শ, তাহার ম... —৩৫ আহবনীয় ও গার্হপত্যের মধ্যে পূর্ব্ব মুখে দাঁড়াইয়া (আহবনীয়) অগ্নিকে দেখিতে দেখি... জপনীয় মন্ত্রত্রয় ;—৩৬ ঐ মন্ত্রত্রয় জপ করিবার উদ্দেশ্য,—৩৭ জপনীয় অপর মন্ত্রত্রয় ও তাহা... তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—৩৮ ইন্দ্র-ঋকের উচ্চারণ ;—৩৯ সাবিত্রী-ঋকের জপ ;—৪০ আগ্নেয়ী ঋকের ... ইহা তিনবার জপনীয় ;—৪১ মন্ত্রে পুত্রের নামোল্লেখ, পুত্র না থাকিলে নিজের নামোল্লেখ ।]

১। দেবগণ বিজয়ের উদ্দেশে গমনের জন্য, বা স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের ইচ্ছা ... অথবা 'আমাদের মধ্যে রক্ষকতম ইনি (অগ্নি) রক্ষা করিবেন' এই মনে করি... গ্রাম্য ও আরণ্য সমস্ত পশু অগ্নির নিকটে নিহিত (স্থাপিত) করিয়াছিলেন।

১। দ্রঃ—২. ২. ১. ২-৩ ; তুলঃ—তৈ. স. ১. ৫. ৯. ২-৩, ৬।

২। অগ্নি তৎসমুদয়কে অত্যন্ত কামনা (লোভ) করিয়াছিলেন, এবং সমস্ত সংগৃহীত করিয়া তৎসমুদয়ের সহিত রাত্রিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দেবগণ মনে করিলেন—'আবার আমরা ( আমাদের স্থানে ) ফিরিয়া যাই', এবং ( যে স্থানে ) অগ্নি তিরোভূত হইয়া ছিলেন, ( সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন )। তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, তিনি সেই খানে প্রবেশ করিয়াছেন, রাত্রিতে প্রবেশ করিয়াছেন। ( অনন্তর ) তাঁহারা আগামী রাত্রিতে সায়ংকালে তাঁহার (অগ্নির) উপস্থান করিলেন ও বলিলেন—'আমাদের পশুসমূহ প্রদান করুন! আবার আমাদের পশুসমূহ প্রদান করুন!' (অনন্তর) অগ্নি পুনর্ব্বার পশুসমূহ প্রদান করিলেন।

৩। এই জন্য তিনি অগ্নিদ্বয়ের উপস্থান করিবেন; অগ্নিদ্বয় দাতা, তিনি ইহাতে তাঁহাদিগকেই যাচ্ঞা করিয়া থাকেন।[২] তিনি সায়ংকালে উপস্থান করিবেন, কেননা, দেবগণ সায়ংকালেই উপস্থান করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া উপস্থান করেন, তাঁহাকে ইঁহারা ( অগ্নিদ্বয় ) পশুপ্রদান করিয়াই থাকেন।

৪। অনন্তর তিনি যে কারণে উপস্থান করিবেন না, (তাহা উক্ত হইতেছে)। অগ্রে দেবগণ ও মনুষ্যগণ উভয়েই একত্র ছিলেন। এবং মনুষ্যগণের যাহা হইত না, তাহা তাঁহারা ( এই বলিয়া ) দেবগণের নিকট যাচ্ঞা করিতেন—'ইহা ত আমাদের নাই, আমাদের ইহা হউক!' দেবগণ সেই যাচ্ঞার দ্বেষহেতু তিরোভূত হন। ( তিনি মনে করিতে পারেন যে ) 'পাছে আমি ( ইঁহাদিগকে ) হিংসা করি, পাছে আমি ( ইঁহাদিগের ) দ্বেষ্য হইয়া পড়ি;' অতএব তিনি উপস্থান করিবেন না।[৩]

৫। আর যে তিনি উপস্থান করিবেনই, ( তাহার কারণ উক্ত হইতেছে )। দেবগণের যে যজ্ঞ, তাহা যজমানের আশীঃস্বরূপ; এবং এই যে (অগ্নিহোত্রের) আহুতি, তাহা যজ্ঞ, এবং তাহা যজমানের আশীঃস্বরূপ; অতএব এখানে

---

২। অর্থাৎ পশুপ্রাপ্তিরূপ ফলের জন্য—সায়ণ।

৩। কা. শ্রৌ. ৪, ১২, ২।

যাহা থাকে[৪], তাহাই তিনি উপস্থান করিয়া (সম্পাদন) করিয়া থাকেন; অতএব তিনি উপস্থান করিবেনই।

৬। তিনি যে জন্য উপস্থান করিবেন না (তাহার কারণ পুনর্ব্বার উক্ত হইতেছে)। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কে এই আশা করিয়া অনুবর্ত্তন করে যে, 'ইনি আমাকে (আমার অভিলষিত বস্তু) দান করিবেন, ইনি আমার গৃহ করিয়া দিবেন', এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে স্তুতি ও কর্ম্ম দ্বারা আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে, তিনি (সেই ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়) মনে করেন যে, ইহাকে (সেই ব্যক্তিকে তাহা) দান করা উচিত। আর যে ব্যক্তি বলে যে, 'তুমি আমাকে দান করিতেছ না, তুমি আমায় কি!' তিনি ইহাকে দ্বেষ করিতে সমর্থ হন, ও (উহার সম্বন্ধে) নির্বেদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। অতএব তিনি উপস্থান করিবেন না; তিনি যে ইহাকে (অগ্নিকে) সন্দীপ্ত করেন, তিনি যে ইহাতে হোম করেন, তাহাতেই তিনি ইহাকে যাচ্ঞা করিয়া থাকেন; অতএব তিনি উপস্থান করিবেন না।[৫]

৭। তিনি যে জন্য উপস্থান করিবেনই (তাহা পুনর্ব্বার উক্ত হইতেছে)। (লোক) যাচ্ঞা করিয়াই দাতাকে লাভ করিয়া থাকে; এবং এই পর্য্যন্ত[৬] ভরণকর্ত্তাও ভরণীয়কে জানিতে পারেন না। কিন্তু সে যখন বলে যে, 'আমি আপনার ভরণীয়, আমাকে ভরণ করুন!' তখন তিনি তাহাকে ভরণীয় বলিয়া মনে করেন। অতএব তিনি উপস্থান করিবেনই। তিনি যে জন্য উপস্থান করিবেন, ইহাই তাহার সমস্ত (যুক্তি)।[৭]

৮। তিনি যে অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাহাতে প্রজাপতিস্বরূপ হন, এবং তিনি যে-সমস্তের প্রভু ও যে-সমস্ত তাঁহার অনুকূলে থাকে, তৎসমস্তেই রেত

---

৪। অর্থাৎ অগ্নিহোত্রে আশীঃস্বরূপ যে ফল থাকে।

৫। অর্থাৎ অগ্নির সন্দীপন ও হোমের দ্বারাই যাচ্ঞা করা হইয়া থাকে, উপস্থান করিয়া তাহার দ্বারা আবার যাচ্ঞা করা ঠিক নহে।

৬। অর্থাৎ যাচ্ঞা না করা পর্য্যন্ত।

৭। এসম্বন্ধে তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও (১. ৫. ৯. ৬-৭) উভয় পক্ষ উত্থাপিত করিয়া উপস্থান-পক্ষই সমর্থিত হইয়াছে।

সেচন করেন, এবং (অগ্নির) উপস্থান করিয়া তৎসমুদয়কে বিশিষ্টরূপযুক্ত করেন ও অনুক্রমে উৎপাদন করিয়া থাকেন।

৯। তিনি উ প রি ("উপ" এই উপসর্গ)-যুক্ত (ঋকের দ্বারা অগ্ন্যুপস্থান)[৯] আরম্ভ করেন।[১০] ইহাই (পৃথিবী) উ প রি, এবং ইহা দুই প্রকারে উ প রি; এই যাহা কিছু জাত হয়, তাহা ইহারই (পৃথিবীরই) উ প রি জাত হয় ("উপজায়তে"), এবং যাহা কিছু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা ইহারই উপরি নিলীন হয় ("উ প-উপ্যতে", √বপ্); অতএব তাহা (উপস্থান) দিবা ও রাত্রিতে প্রভূতর হইয়াই অক্ষয্য (অক্ষয়ার্হ) হইয়া থাকে, এবং তিনি ইহাতে অক্ষয্য প্রাচুর্য্যের দ্বারাই (উপস্থান) আরম্ভ করেন।

১০। তিনি বলেন—"অধ্বরের নিকটে গমন করিয়া—,"[১১] "অধ্বর" অর্থে যজ্ঞ, অতএব 'যজ্ঞের নিকট উপস্থিত হইয়া' ইহাই তিনি তাহাতে বলিয়া থাকেন;—"আমরা (সেই) অগ্নির মন্ত্র উচ্চারণ করিব—." কেননা, তিনি তাঁহার মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন বলিয়াই (উদ্যত) হন;—"এই (যিনি) দূর হইতে আমাদিগকে (অর্থাৎ আমাদের বাক্যকে) শ্রবণ করিতেছেন;" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'যদিও আপনি আমাদের নিকট হইতে দূরে আছেন, তথাপি আপনি

---

৮। সায়ণ বলিয়াছেন—অগ্নিহোত্রহোম রেতঃসেকস্থানীয়। গর্ভাশয়ে নিষিক্ত রেতের হস্তপদাদি দ্বারা যে বিশিষ্টরূপ-সম্পাদন, তাহা অগ্নির উপস্থানসাধ্য। অতএব যজমান অগ্নিকে উপাসনা করিয়া এই সমস্ত নিষিক্ত (রেতকে) বিশিষ্টরূপযুক্ত করেন, ও অনুক্রমে উৎপাদন করিয়া থাকেন। অতএব অগ্নির উপাস্থান করা অবশ্য উচিত।

৯। এই উপস্থানের নাম বা ৎ স প্রো প স্থা ন; কেননা, এই উপস্থান বা ৎ স প্রী নামক ঋষি দ্বারা দৃষ্ট। বা ৎ স প্রী ঋগ্বেদের ৯. ৬৮, ও ১০. ৪৫-৪৬ সূক্তের দ্রষ্টা। ৯ম হইতে ৪১শ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত এই উপস্থানেরই মন্ত্রসমূহ (বা. স. ৩. ১১. ৩৬) বিহিত হইয়াছে। ইহাতে বহু মন্ত্র থাকায় ইহা দী র্ঘো প স্থা ন (দ্রঃ—২. ৩. ৩. ২), বৃ হ দু প স্থা ন (বা. স. ৩. ১১ মহীধর ভাষ্য), অথবা ম হো প স্থা ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই উপস্থান-স্থলে আর একটি ক্ষুদ্র উপস্থান বিহিত হয় (২. ৩. ৩); ইহা আ সু রি-কর্ত্তৃক দৃষ্ট। ইহাকে ক্ষু দ্র োপ স্থা ন, বা অ ল্পো প স্থা প ন বলা হইয়া থাকে।

১০। "উ প প্রয়ন্তো অধ্বরং...," বা. স. ৩. ১১; তৈ. স. ১. ৫. ৫. ১; কা. শ্রৌ.

আমাদের ইহা ( মন্ত্র-স্তুতি ) শ্রবণ করুনই, এ বিষয়ে আপনি এইরূপই মনে করুন।'

১১। "দ্যুলোকের উন্নত মস্তক ও পৃথিবীর পতি এই অগ্নি জলের রেতসমূহকে প্রীত (বা পুষ্ট) করিতেছেন।"[১১] তিনি ইহাতে ইহাকে অনুসরণই করেন ; কোন যাচক ব্যক্তি যেমন ভদ্রভাবে বলে—'আপনি অমুকের পুত্র ; আপনি ইহা করিতে সমর্থ!' ইহাও ( এই ঋক্‌মন্ত্রও ) সেইরূপ।

১২। অনন্তর ( উচ্চার্য্যমাণ ঋক্‌টি ) ইন্দ্র ও অগ্নির ;—"হে ইন্দ্র ও অগ্নি আপনাদের উভয়কে আমি অহ্বান করিতে (ইচ্ছা করি), আপনাদের উভয়কে আমি এক সঙ্গে অন্নের দ্বারা আনন্দিত করিতে (ইচ্ছা করি) ; আপনারা উভয়েই অন্ন ও ধনসমূহের দাতা, অন্নপ্রদানের জন্য আপনাদের উভয়কে আমি আহ্বান করিতেছি!"[১২] এই যাহা (সূর্য্য) তাপ প্রদান করিতেছে, তাহাই ইন্দ্র ; তাহা যখন অস্ত গমন করে, তখন আহবনীয়ে প্রবেশ করে ; অতএব তিনি ইহাতে এক সঙ্গে বর্ত্তমান তাঁহাদিগের উভয়কেই[১৩] এই মনে করিয়া উপস্থান করেন যে, 'তাঁহারা উভয়ে এক সঙ্গে আমাকে প্রদান করিবেন।' সেই জন্যই তাহা ( ঐ ঋক্‌টি ) ইন্দ্র ও অগ্নির।

১৩। "হে অগ্নি তুমি যাহা হইতে জাত হইয়া দীপ্তি প্রাপ্ত হইতেছ, এই তোমার ( সেই ) ঋতুসম্বন্ধী যোনি ;[১৪] তুমি তাহা জানিয়া উত্থিত হও, এবং আমাদের ধন বর্দ্ধন কর!" "ধন"-অর্থে পুষ্টিই ; অতএব তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তুমি আমাদের ইহাকে ভূয়োভূয়ঃ পুষ্ট কর!'

---

১১। বা. স. ৩. ১২ ; তৈ. স. ১. ৫. ৫. ৩ সায়ণভাষ্য। সায়ণ এখানে "জলের রেতসমূহ..." ইত্যাদির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—অগ্নি জলের অর্থাৎ জলের কার্য্য স্থাবর-জঙ্গমের শরীরকে জাঠর অগ্নিরূপে প্রীত করিয়া থাকেন ; ঋ. স. ৮. ৪৪. ১৬।

১২। বা. স. ৩. ১৩ ; তৈ. স. ১. ৫. ৫. ২ ; ঋ. স. ৬. ৬০. ১৩।

১৩। অর্থাৎ সূর্য্যরূপ ইন্দ্র ও আহবনীয় অগ্নি, এই উভয়কে।

১৪। "অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ঃ ;" "অয়ং আহবনীয়প্রদেশঃ তে যোনিঃ স্থানং ঋত্বিয়ঃ ঋতুসম্বদ্ধঃ সর্বাস্বপি ঋতৌ অয়েন হোমনিষ্পত্তেঃ"—সায়ণ।

১৪। "আপ্নবান[15] এবং ভৃগুগণ যে বিচিত্র ও সমস্ত প্রজার বিভুকে বনসমূহে দীপিত করিয়াছিলেন, যিনি (দেবগণের) আহ্বানকারী ও অতিশয় যাগানুষ্ঠাতা, এবং যিনি যাগসমূহে স্তবার্হ, সেই প্রধানভূত ইনি (অগ্নি) আধানকর্তৃগণ কর্তৃক এখানে স্থাপিত হইয়াছেন।"[16] তিনি ইহাতে তাঁহাকে অনুসরণই করিয়া থাকেন; কোন যাচক ব্যক্তি যেমন ভদ্রভাবে বলে—'আপনি অমুকের পুত্র, আপনি ইহা করিতে সমর্থ!' ইহাও (এই ঋক্‌ও) সেইরূপ। তিনি যে বলেন—'সমস্ত প্রজার বিভুকে,' তাহাতে, ইনি (অগ্নি) যেরূপ, সেইরূপই ইঁহাকে বলিয়া থাকেন; কেননা, ইনি সমস্ত প্রজার (অভীষ্টদানে) সমর্থই।[17]

১৫। —"ইঁহার পুরাতন ("প্রত্নাং") দ্যুতিকে অনুসরণ করিয়া লজ্জারহিত (দোহনকারী ঋত্বিগ্‌গণ) সহস্রপ্রদ গাভীর ("ঋষিম্") বিশুদ্ধ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন।"[18] সমস্ত দানের মধ্যে সহস্র-দানই পরম; অতএব তাহা ইহারই প্রাপ্তির জন্য হইয়া থাকে, এবং সেই জন্যই তিনি বলেন—"সহস্রপ্রদ গাভীর বিশুদ্ধ দুগ্ধ।"

---

১৫। "আপ্নবানঃ;" সায়ণ ঋগ্‌ভাষ্যে (৪. ৭. ১) লিখিয়াছেন—"আপ্নবানো ভৃগু-সম্বন্ধী কশ্চিদ্ ঋষিঃ;" তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে (১. ৫. ৫. ১) বলিয়াছেন—"আপ্নবানসংজ্ঞকাঃ;" মহীধর বা. স ভাষ্যে (৩. ১৫) ঐ শব্দের অর্থ নিঘণ্টু (২. ৩. ৫)-অনুসারে "পুত্রবন্তঃ" বলিয়া বিকল্পে "আপ্নবানস্তৎপ্রভৃতয়ঃ ভৃগবশ্চ মুনয়ঃ" বলিয়াছেন।

১৬। বা. স. ৩. ১৫; (১৫. ২৬; ৩৩. ৬)।

১৭। অনুবাদ সায়ণানুসারে।

১৮। অনুবাদ মহীধরানুসারে; তিনি বলেন—সায়ংকালে দোহনের সময় আলোকাভাবে দুগ্ধ কোনরূপে নীচে পড়িয়া যাইতে পারে এবং তাহা দোহনকারীর লজ্জার বিষয়; কিন্তু অগ্নির দ্যুতি থাকিলে সেই লজ্জার কারণ থাকে না। অতএব তাঁহারা লজ্জারহিত। ঋষি-শব্দের অর্থ ইনি এস্থলে গাভী ধরিয়াছেন—"অর্ষতি দোহনকালে গচ্ছতি ঋষির্গৌঃ।" তিনি এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইয়া প্রকারান্তরেও ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন (বা. স. ৩. ১৬)। তৈ. স. ভাষ্যে (১. ৫. ৫. ১) সায়ণ যাহা লিখিয়াছেন, তদনুসারে এইরূপ অনুবাদ হয়—"(ঋত্বিগ্‌গণ) লজ্জা না করিয়া ইঁহার (গো[illegible]নীয় এই অগ্নির) অনুকূল দীপ্তি হইতে সহস্র (ধন)-প্রদ ও অতীন্দ্রিয়জ্ঞানপ্রদ উজ্জ্বল পয়ঃ (দু[illegible]গ্ধ) দোহন করিয়াছিলেন।" দ্রঃ—ঋ. স. ৯. ৫৪. ১।

১৬। এই ছয়টি[19] ঋক্ সমাহরণীয়।[20] ইহাদের প্রথম ঋক্‌টি উ প (এই উপসর্গ)-যুক্ত, এবং অন্তিমটি প্র ত্ন (এই শব্দ)-যুক্ত।[21] (ইহাদের মধ্যে পৃথিবী) যেজন্য উ প (শব্দ)-যুক্ত, তাহা আমরা বলিয়াছি; আর উহাই (দ্যৌ) হইতেছে প্র ত্ন, কেননা, অগ্রে পুরাকালে যতগুলি দেব ছিলেন, (এখনো) ততগুলিই দেব আছেন; অতএব[22] উহাই প্র ত্ন ইহাদেরই উভয়ের মধ্যে সমস্ত কাম (কাম্যবস্তু) অবস্থিত, এবং ইহারা ইহার (যজমানের) জন্য ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত কাম উপস্থাপিত করিয়া থাকে।

১৭। তিনি প্রথম (মন্ত্রটিকে) তিনবার এবং অন্তিম (মন্ত্রটিকে) তিনবার জপ করেন; কেননা, যজ্ঞসমূহের প্রারম্ভ ত্রিরাবৃত্ত, এবং সমাপ্তিও ত্রিরাবৃত্ত;[23] অতএব তিনি প্রথমটিকে তিনবার এবং অন্তিমটিকে তিনবার জপ করেন।[24]

১৮। তিনি অগ্নিহোত্র হোম করিতে করিতে বাক্য দ্বারা বা কর্ম্ম দ্বারা যাহা কিছু অন্যথা অনুষ্ঠান করিয়া ফেলেন, তাহাতে নিজেরই অসু, বা তেজ, বা সন্ততিকে খণ্ডিত করিয়া থাকেন।

১৯। সেই জন্য (তিনি এই মন্ত্রে উপস্থান করেন)—"হে অগ্নি, তুমি তনূরক্ষক; তুমি আমার তনুকে রক্ষা কর! হে অগ্নি, তুমি আয়ুঃপ্রদ; আমাকে আয়ু দান কর! হে অগ্নি, তুমি তেজঃপ্রদ; তুমি আমাকে তেজ

---

১৯। ১০ম হইতে ১৫ শ কণ্ডিকা পর্যান্ত পঠিত।

২০। অর্থাৎ এই সমস্ত ঋক্ বিভিন্ন বিভিন্ন স্থলে পঠিত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে একত্র সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে; পূর্ব্বোক্ত ঋক্-গুলি ঋগ্বেদের ৭. ১৪. ১; ৮. ৪৪. ১৬ ইত্যাদি স্থানে পঠিত হইয়াছে। কিন্তু বাজসনেয়িসংহিতাতে (৩. ১১. ১৬) এ সমস্ত একত্রই পঠিত হইয়াছে।

২১। "উপপ্রয়ন্তো অধ্বরং…;" ও "অস্য প্রত্নামনুদ্যুতিং…;" বা. স. ১৩. ১১, ১৬; দ্র:—১০ম ও ১৫শ কণ্ডিকা।

২২। যেহেতু দেবগণ সেখানে পুরাকাল হইতে আছেন, সেই জন্য দ্যুলোক পুরাতন বা প্রত্ন।

২৩। কারণ, হবির্নির্বাপ, হবিঃপ্রোক্ষণ ও সামিধেনীপাঠ প্রভৃতি তিন-তিন বার করিয়া করিতে হয়, দেখা যায়।—সায়ণ।

২৪। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৭।

প্রদান কর! হে অগ্নি, আমার শরীরের যাহা ঊন রহিয়াছে, তুমি তাহা সম্পূর্ণ কর!"[২৫]

২০। তিনি অগ্নিহোত্র হোম করিতে করিতে বাক্য দ্বারা বা কর্ম্ম দ্বারা যাহা কিছু অন্যথা অনুষ্ঠান করিয়া ফেলেন, তাহাতে নিজেরই আয়ু, বা তেজ, বা সন্ততিকে খণ্ডিত করেন; সেই জন্য তিনি তাহাতে বলেন যে, 'পুনর্ব্বার আমার তাহা বর্দ্ধিত হউক!' এবং তাহাতে তাঁহার তাহা পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

২১। —"দীপ্যমান আমরা দ্যুতিমান্ তোমাকে শত হিম (ঋতু)[২৬] যাবৎ সন্দীপিত করি—;"[২৭] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'আমরা যেন শতবর্ষ জীবিত থাকি;' আর যে তিনি বলেন—"দ্যুতিমান্ তোমাকে সন্দীপিত করি," তাহাতে এই বলেন যে, 'মহান্ তোমাকে আমরা তাবৎ কাল সন্দীপিত করি;'—"অন্নবান্ (আমরা) অন্নকারী (তোমাকে), বলবান্ (আমরা) বলকারী (তোমাকে)," তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'আমরা যেন অন্নবান্ হই, আর তুমি যেন অন্নকারী হও! এবং আমরা যেন বলবান্ হই, আর তুমি যেন বলকারী হও!'—"হে অগ্নি, শত্রুগণের হিংসক ও (কাহারো) অহিংসনীয় (তোমাকে), অহিংসিত আমরা—," তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'আমরা যেন তোমার দ্বারা শত্রুগণকে পাপীয়ান্ করিতে পারি!'

২২। —"হে চিত্রাবসু (রাত্রি), আমি যেন মঙ্গলে তোমার অবসান প্রাপ্ত হই!" তিনি এই (মন্ত্র) তিনবার জপ করেন।[২৮] রাত্রিই চিত্রাবসু, কেননা ইহা চিত্র (গ্রহনক্ষত্র) সমূহ সংগ্রহ করিয়া বাস করে, সেই জন্যই (রাত্রিতে) দূরে কেহ চিত্র দর্শন করিতে পারে না।[২৯]

---

২৫। বা. স. ৩. ১৭।

২৬। দ্রঃ—তৈ. স. ১. ৫. ৬. ১১, ১৪; ৭.১৪।

২৭। বা. স. ৩. ১৮; তৈ. স. ১. ৫. ৫. ৪।

২৮। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৩।

২৯। অর্থাৎ রাত্রিতে কেহ দূর হইতে চিত্র অর্থাৎ দ্রষ্টব্য বস্তু দেখিতে পায় না। বস্তুতঃ এ বার অর্থ আমার নিকটে স্পষ্ট হয় নাই। মূল এই—"তস্মাদারকাচ্চিত্রং দদৃশে;" সায়ণ

২৩। ইহা ( এই মন্ত্র ) দ্বারাই ঋষিগণ মঙ্গলভাবে রাত্রির অবসান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতেই নাশকজীব ও রক্ষোগণ রাত্রিতে ইহাঁদিগকে প্রাপ্ত হয় নাই ; তিনি ইহাতেই মঙ্গলভাবে রাত্রির অবসান প্রাপ্ত হন, ইহাতেই তাঁহাকে নাশকজীব ও রক্ষোগণ রাত্রিতে প্রাপ্ত হইতে পায় না। তিনি এই পর্যন্ত[৩০] ( মন্ত্র আহবনীয়ের সমীপে ) দণ্ডায়মান হইয়া পাঠ করিবেন।

২৪। অনন্তর উপবিষ্ট হইয়া ( তিনি এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করেন )[৩১] —"হে অগ্নি, তুমি সূর্য্যের তেজের সহিত সঙ্গত ( মিলিত ) হইয়াছ—;"[৩২] আদিত্য যখন অস্ত গমন করেন, তখন আহবনীয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন, সেই জন্যই তিনি তাহা বলেন ;—"( তুমি ) ঋষিগণের স্তুতির সহিত ( সঙ্গত হইয়াছ ) ;" তিনি উপস্থান করেন বলিয়াই ইহা বলিয়া থাকেন ;—"( তুমি ) প্রিয় স্থানের সহিত ( সঙ্গত ) হইয়াছ ;" আহুতিসমূহই ইহার প্রিয় স্থান, এবং সেইজন্য তিনি তাহাতে "আহুতিসমূহের সহিত" ইহাই বলিয়া থাকেন ; —"আমি যেন আয়ুর সহিত, তেজের সহিত, সন্ততির সহিত, এবং ধনপুষ্টির সহিত সঙ্গত হইতে পারি !" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তুমি যেমন এই সমুদয়ের সহিত সঙ্গত হইয়াছ, আমিও যেন সেইরূপ আয়ুর সহিত, তেজের সহিত, সন্ততির সহিত, ও ধন-পুষ্টি অর্থাৎ প্রাচুর্য্যের সহিত,—এইরূপে সমস্তের সহিত সঙ্গত হইতে পারি।'

---

যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহার মতে এই স্থানের মূল পাঠ "তস্মাৎ তারকাচিত্রং দদৃশে ;" তাঁহার ব্যাখ্যা যথা—"অতএব ইদানীমপি রাত্রৌ নভসি তারকালক্ষণং চিত্রং দদৃশে দৃশ্যতে।" Eggeling 'চিত্র' শব্দে আলোক অর্থ ধরিয়াছেন, এবং উল্লিখিত অংশটুকুর ব্যাখ্যায় তাহার অর্থ "স্পষ্টরূপে ( clearly )' করিয়াছেন ; অতএব তাঁহার মতে অনুবাদ এইরূপ হয়— 'সেইজন্য ( রাত্রিতে ) কেহ দূর হইতে স্পষ্টভাবে দেখিতে পায় না।'

৩০। অর্থাৎ ১০ম হইতে ২২শ কণ্ডিকা পর্যন্ত ; বা. স. ৩, ১১—১৮।

৩১। কা. শ্রৌ. ৪, ১২, ৪।

৩২। বা. স. ৩. ১৯ ; তৈ. স, ১. ৫, ৫, ৪।

২৫। অনন্তর তিনি ( এই মন্ত্রে )[৩৩] গাভীর[৩৪] নিকট উপস্থিত হন—"তোমরা অন্ন,[৩৫] আমি যেন তোমাদের অন্ন সেবন করিতে পারি। তোমরা তেজ, আমি যেন তোমাদের তেজ উপভোগ করি।" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তোমাদের যে সকল বীর্য্য ও তেজ আছে, তৎসমুদয়কে আমি যেন উপভোগ করি।'—"তোমরা বল, তোমাদের বলকে আমি যেন উপভোগ করি!" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তোমরা রস, তোমাদের রসকে আমি যেন উপভোগ করি!'—"তোমরা ধনপুষ্টি, তোমাদের ধনপুষ্টিকে আমি যেন উপভোগ করি!" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তোমরা প্রাচুর্য্য (-স্বরূপ ), তোমাদের প্রাচুর্য্যকে আমি যেন উপভোগ করি!'

২৬।—"হে ধনবতীগণ, তোমরা ক্রীড়া কর—," পশুসমূহ ধনযুক্তই,[৩৬] এবং সেইজন্য তিনি বলেন—"হে ধনবতীগণ, তোমরা ক্রীড়া কর—;" "এই স্থানে, এই গোষ্ঠে, এই দর্শনপথে ( নজরের মধ্যে ), এবং এই গৃহে; এই খানেই তোমরা থাক, চলিয়া যাইও না।" তিনি ইহাতে নিজেরই সম্বন্ধে বলেন যে, 'তোমরা আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইও না।'

২৭। অনন্তর তিনি ( এই মন্ত্রে ) গাভী স্পর্শ করেন[৩৭]—"সকলরূপবিশিষ্ট তুমি সংস্থাপিত হইয়াছ;" পশুসমূহ সকলরূপবিশিষ্টই হইয়া থাকে, এবং সেই জন্য তিনি বলেন "সকলরূপবিশিষ্ট;"—"তুমি বলের সহিত ও গোস্বামিত্বের সহিত আমার নিকট আগমন কর!" তিনি যে বলেন "বলের

---

৩৩। বা. স. ৩. ২০—২১; ২৫শ ও ২৬শ কাণ্ডে উক্ত।

৩৪। অর্থাৎ সায়ং ও প্রাতে অগ্নিহোত্র হোমে অপেক্ষিত দুগ্ধের জন্য নির্দ্দিষ্ট অগ্নিহোত্রী ("অগ্নিহোত্রার্থা ধেনুরগ্নিহোত্রী"—আপ. শ্রৌ. ৬. ৩. ১১, রুদ্রদত্ত-ভাষ্য ) গাভীর; কেহ কেহ বলেন অপর গাভী হইলেও হয়। যদি দুগ্ধ দ্বারা হোম হয়, তবেই অগ্নিহোত্রী গাভীর প্রয়োজন; আর যদি যবাগূ প্রভৃতির দ্বারা হোম হয়, তবে অন্য গাভী হইবে। আপস্তম্ব গোষ্ঠে যাইবার বিধান দিয়াছেন। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৫. যাজ্ঞিকদেবব্যাখ্যা।

৩৫। দ্র:—২. ২. ২. ১৩।

৩৬। পশুসমূহ ধনের হেতু বলিয়া ধনবান্—মহীধর, বা. স. ৩. ২১; পুত্রপৌত্রাদির অভিবৃদ্ধি ত পশুসমূহ ধনযুক্ত—সায়ণ।

৩৭। বা. স. ৩. ২২. ১; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৩।

সহিত," তাহাতে 'রসের সহিত' বলেন, আর যে বলেন "গোস্বামিষ্বের সহিত." তাহাতে 'প্রাচুর্য্যের সহিত' বলিয়া থাকেন।

২৮। অনন্তর তিনি গার্হপত্যের সম্মুখে গমন করেন, এবং (এই সকল মন্ত্রে) গার্হপত্যের উপস্থান করেন[৩৮]—"হে রাত্রিতে অবস্থানকারী[৩৯] অগ্নি, আমরা প্রতিদিন নমস্কারপূর্ব্বক কর্ম্মের সহিত তোমার নিকট আগমন করি।"[৪০] তিনি তাহাতে ইঁহাকে নমস্কারই করিয়া থাকেন, যাহাতে ইনি (গার্হপত্য অগ্নি) তাঁহাকে হিংসা না করেন।

২৯।—"অধ্বরসমূহে শোভমান, সত্যের রক্ষক, সমুজ্জ্বল ও স্বকীয় গৃহে বর্দ্ধমান (তোমার নিকট আমরা আগমন করি)।"[৪১] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'এই যাহা (যে গৃহ) আমাদের আছে, তাহা (তোমার) নিজের, তুমি ইহাকে বহুতর বহুতর কর!'[৪২]

৩০।—"হে অগ্নি, পুত্রের সম্বন্ধে পিতার ন্যায় তুমি আমাদের সুখোপগমনীয় হও? এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য সমবেত হও?"[৪৩] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, পিতা যেমন পুত্রের সুখোপগমনীয়, এবং সে (পুত্র) যেমন ইঁহাকে (পিতাকে) কোনোরূপে হিংসা করে না, তুমিও সেইরূপ আমাদের সুখোপগমনীয় হও, এবং আমরা যেন তোমাকে কোনোরূপে হিংসা না করি।'

৩১। অনন্তর দ্বিপদা-(ঋক্ সমূহ):—"হে অগ্নি, তুমি আমাদের নিকটবর্ত্তী হও, এবং রক্ষক, কুশলপ্রদ ও গৃহের হিতকর হও! তুমি ধনবান্ এবং ধনের জন্য প্রসিদ্ধ, তুমি আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর, এবং উজ্জ্বল ধন দান কর! হে সমুজ্জ্বলতম ও অতিশয়দ্যুতিবিশিষ্ট, বন্ধুগণের সুখের জন্য আমরা

---

৩৮। কা. শ্রৌ. ৪. ১৭. ৭।

৩৯। "দোষাবস্তঃ;" প্রদর্শিত অনুবাদ মহীধরানুসারে; ইনি বলেন—সমস্ত রাত্রিতে অগ্নিকে ধারণ করিয়া রাখিতে হয় বলিয়াই অগ্নি 'রাত্রিতে বাস (বা অবস্থান)-কারী।' অথবা পূর্ব্বোক্ত (২. ৩. ২. ২.) ইতিহাসানুসারেও অগ্নিকে ঐরূপ বলিতে পারা যায়।

৪০। বা. স. ৩. ২২. ২।

৪১। বা. স. ৩. ২৩।

৪২। অথবা—'তুমি ইহাকে পুনঃ পুনঃ (বর্দ্ধিত) কর'—সায়ণ।

৪৩। বা. স. ৩, ২৪।

তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি; তুমি আমাদিগকে জান, আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর, এবং সমস্ত পাপাচারী ( শত্রু ) হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।"[৪৪]

৩২। তিনি যে আহবনীয়ের উপস্থান করেন, তাহাতে পশুসমূহ যাচ্ঞা করিয়া থাকেন; সেইজন্য তিনি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ছন্দঃসমূহের[৪৫] দ্বারা তাঁহার ( আহবনীয়ের ) উপস্থান করেন, কেননা পশুসমূহ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হয়। আর যে তিনি গার্হপত্যকে ( উপস্থান ) করেন, তাহাতে পুরুষসমূহ অর্থাৎ ( পুত্রপৌত্র-প্রভৃতি ) যাচ্ঞা করেন; সেই জন্য প্রথম ঋক্‌ত্রয়[৪৬] গায়ত্রীছন্দের হইয়া থাকে, কেননা, গায়ত্রীই অগ্নির ছন্দ; তিনি ইহাতে অগ্নির নিকটে তাঁহার ( অগ্নির ) নিজের ছন্দেই উপস্থান করিয়া থাকেন।[৪৭]

৩৩। অনন্তর ( তিনি ) দ্বিপদা ঋক্‌সমূহ ( উচ্চারণ করেন )। দ্বিপদা ঋক্ পুরুষের ছন্দ, কেননা, পুরুষ দ্বিপদ; সেইজন্য তিনি ইহাতে পুরুষসমূহ যাচ্ঞা করেন; এবং তিনি পুরুষসমূহ যাচ্ঞা করেন বলিয়াই দ্বিপদা ঋক্‌সমূহ ( উচ্চারণ করেন )। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া উপস্থান করেন, তিনি ইহাতে পশুমান্ ও পুরুষবান্ হইয়া থাকেন।

৩৪। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে পুনর্ব্বার)[৪৮] গাভীর নিকটে গমন করেন— "হে ইড়া, আগমন কর! হে অদিতি আগমন কর!"[৪৯] কেননা, গাভী ইড়া ও অদিতি ( বলিয়া ) প্রসিদ্ধ।[৫০] তিনি তাহাকে (এই মন্ত্রে) স্পর্শ করেন—"হে কমনীয় ( অভিলষণীয় )-গণ, আগমন কর!" কেননা, মনুষ্যগণের কাম ( অভিলাষ )-সমূহ ইহাদেরই মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে,[৫১] এবং সেই জন্যই তিনি

---

৪৪। বা. স. ৩, ২৫—২৬।

৪৫। অর্থাৎ গায়ত্রী প্রভৃতি; যথা—১০ম ও ১১শ কণ্ডিকোক্ত মন্ত্র গায়ত্রী, ১২শ কণ্ডিকোক্ত ত্রিষ্টুপ, ১৩ শ কাণ্ডোক্ত অনুষ্টুপ, ইত্যাদি।

৪৬। ২৮ শ, ২৯ শ, ও ৩০ শ কণ্ডিকায় উক্ত।

৪৭। তৈ. স. ৭. ১. ১. ৪।

৪৮। দ্র:—২৫শ কাণ্ডিকা। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৮।

৪৯। বা. স. ৩. ২৭।

৫০। নিঘণ্টুতে (২-১১) ইড়া ( ইলা ) ও অদিতি শব্দ গোনামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে।

৫১। দ্র:—১. ১. ৯. ২; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ১০।

বলেন—"হে কমনীয়গণ, আগমন কর !"—"তোমাদের কর্ত্তৃক যে কামনার পূরণ হইয়া থাকে, তাহা আমার জন্ম হউক !" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'যেন তোমাদের প্রিয় হই !'

৩৫। অনন্তর তিনি আহবনীয় ও গার্হপত্যের মধ্যে পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া ( আহবনীয় ) অগ্নিকে দেখিতে দেখিতে (এই তিনটি মন্ত্র) জপ করেন—[52] "হে ব্রহ্মণস্পতি ( বেদ বা স্তোত্রের রক্ষক ), ঔ শি জ[53] ক ক্ষী বা নে র ন্যায় সোমাভিষবকারী আমাকে প্রকাশিত কর ! যিনি ধনবান্, রোগহারী, ধনজ্ঞ, পুষ্টি ( সমৃদ্ধি )-বর্দ্ধক ও দ্রুতগতি, সেই ( ব্রহ্মণস্পতি ) আমাদিগকে সেবন ( অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া অনুগ্রহ ) করুন !—সমাগত ( শত্রুরূপ ) মর্ত্ত্যের হিংসাবাদ যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে ; হে ব্রহ্মণস্পতি, আমাদিগকে রক্ষা কর !"

৩৬। তিনি যে আহবনীয়ের উপস্থান করেন, তাহাতে দ্যোর উপস্থান করিয়া থাকেন, ; আর যে গার্হপত্যের উপস্থান করেন, তাহাতে পৃথিবীর উপস্থান করিয়া থাকেন ; এবং ইহার[54] দ্বারা অন্তরিক্ষের উপস্থান করেন ; ইহা ( অন্তরিক্ষ ) বৃহস্পতির দিক্,[55] অতএব তিনি ইহাতে এই দিকেরই উপস্থান করিয়া থাকেন ; এবং সেই জন্যই বার্হস্পত্য ( মন্ত্রত্রয় ) জপ করেন।[56]

৩৭। ( তিনি জপ করেন )—মিত্র, অর্য্যমা, ও বরুণ এই তিনের ( কর্ত্তৃক আমায়) দীপ্ত ও দুরাধর্ষ মহৎ রক্ষণ হউক ! পাপশংসী রিপু তাহাদিগের (মিত্র প্রভৃতি দ্বারা রক্ষিত জনগণের) উপর গৃহেও প্রভুত্ব করিতে পারে না, এবং

---

৫২। বা. স. ৩. ২৮. ৩০ ; ঋ. স, ১. ১৮. ১—৩।

৫৩। উ শি কে র পুত্র, ক ক্ষী বা নে র মাতার নাম উ শি ক্ ( জ্ ) ছিল—মহীধর।

৫৪। অর্থাৎ ৩৫ শ কণ্ডিকায় উক্ত মন্ত্রত্রয়ের দ্বারা।

৫৫। অর্থাৎ দ্যো ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী উর্দ্ধদিক্ বৃহস্পতির। দ্রঃ—"উর্দ্ধা দিগ্ বৃহস্পতি-র্দেবতা," তৈ. ব্রা. ৩. ১১. ৫. ৬।

৫৬। ৩৫ শ কণ্ডিকায় উক্ত মন্ত্রত্রয় ব্রাহ্মণস্পত্য, অর্থাৎ ব্রাহ্মণস্পতির ; সেই মন্ত্রত্রয় এখানে বার্হস্পত্য অর্থাৎ বৃহস্পতি দেবতার কিরূপে হইতে পারে ? ইহার উত্তরে সায়ণ বলেন যে, ব্রহ্মণস্পতি ও বৃহস্পতির ভেদ না থাকাতেই তাহা হইয়া থাকে। ইহা সমর্থনের জন্য তিনি ঋগ্বেদের ২ ২৩. ১) মন্ত্র উদাহৃত করিয়াছেন ; এখানে ব্রাহ্মণস্পত্য সূক্তসমূহে বৃহস্পতির স্তব করা হইয়াছে।

প্রতিবন্ধক ('বারণ') পথসমূহেও না। কেননা, সেই অদিতির পুত্রগণ (মিত্র-প্রভৃতি) মর্ত্যকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অজস্র (অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন) জ্যোতিঃ প্রদান করেন।"[৫৭] ইহার (উক্ত মন্ত্রের) মধ্যে "প্রতিবন্ধক পথসমূহেও না" আছে, কেননা, এই দ্যৌ ও পৃথিবীর মধ্যে এই যে সকল পথ রহিয়াছে, তাহারা প্রতিবন্ধক,[৫৮] তিনি ইহাতে ইহাদেরই উপস্থান করেন, এবং সেই জন্যই বলেন যে, "প্রতিবন্ধক পথসমূহেও না।"

৩৮। অনন্তর ইন্দ্রের (ঋক্); কেননা, ইন্দ্রই যজ্ঞের দেবতা, এবং তিনি ইহাতে ইন্দ্রেরই সহিত অগ্নির উপস্থান করিয়া থাকেন;— "হে ইন্দ্র, তুমি কখনো হিংসক নও; তুমি (হবিঃ-) দানকারীকে অনুগ্রহ[৫৯] করিয়া থাক;—" যজমানই (হবির) দাতা, অতএব তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তুমি যজমানের দ্রোহ কর না;'—"হে মঘবন্ (ধনবন্), দ্যোতমান তোমার বহুতর দান (যজমানের) অতিনিকটে সম্বদ্ধ (অর্থাৎ সম্মিলিত) হইতেছে।"[৬০] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তুমি বহুতর বহুতর করিয়া আমাদের ইহা (ধন) পুষ্ট কর।'

৩৯। অনন্তর সাবিত্রী (সবিতার ঋক্);[৬১]—সবিতাই দেবগণের প্রেরয়িতা; এবং এইরূপেই ইহার (যজমানের) এই কামনাসমূহ সবিতার দ্বারা

---

৫৭। বা. স. ৩, ৩১—৩৩; ঋ. স. ১০, ১৮৫, ১—৩।

৫৮। কেননা, ইহারা পুরুষের (স্বর্গাদি) ফলপ্রাপ্তির নিষেধের জন্য হয়—সায়ণ।

৫৯। "সশ্চসি" ইহার অর্থ "সেবসে"—মহীধর; সায়ণ এখানকার ভাবার্থ লিখিয়াছেন (তৈ. স. ১.৪.২২.১)—যিনি হবি দান করিয়াছেন, এতাদৃশ যজমানকে ফল দান করিবার জন্য তুমি (তাঁহার নিকট) গমন করিয়া থাক।

৬০। বা. স. ৩.৩৪; ঋ. স. ৮.৫২.৭।

৬১। ইহারই অপর নাম সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী; বা. স. ৩.৩৫। প্রসঙ্গক্রমে ইহার অর্থসম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। ইহার মূল যথা—"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।" ঋ. স. ৩.৬২.১০; সা. স. ২.৮১.২; বা. স. ২.৩৫, [illegible], ইত্যাদি; তৈ. স. ১. ৫. ৬. ৪; ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহার পূর্বে "ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ" এই তিন ব্যাহৃতি যোগ করিয়া দেওয়া হয়। সায়ণ ইহার দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন, পরমেশ্বরপক্ষে ও

প্রেরিত হইয়াই প্রবৃত্ত (পরিপূর্ণ) হয়;—"যিনি আমাদের বুদ্ধিসমূহকে প্রেরণ করিতেছেন, সেই দেব সবিতার বরণীয় তেজকে আমরা ধ্যান করি।"[৩৯]

৪০। অনন্তর অগ্নির ঋক্;[৪০]—তিনি ইহাতে রক্ষার জন্য নিজেকে পরিশেষে অগ্নির নিকটে সর্ব্বতোভাবে দান করেন;—"তুমি যাহা দ্বারা (হবিঃ-) দাতৃগণকে রক্ষা কর, তোমার সেই দুষ্প্রধৃষ্য রথ সমস্ত দিকে আমাদিগকে পরিব্যাপ্ত করুক!" যজমানেরাই (হবিঃ-) দাতা; এবং ইঁহার যে রথ অনভিভবনীয়রূপ, তাহার দ্বারা ইনি যজমানগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন; অতএব তিনি

---

সূর্য্যপক্ষে। পরমেশ্বরপক্ষে অর্থ এইরূপ—যো 'যঃ' অস্মাকং 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি ধর্ম্মাদিবিষয়া বুদ্ধীর্বা 'প্রচোদয়াৎ' প্রেরয়তি; 'তৎ' তস্য 'দেবস্য' দ্যোতমানস্য 'সবিতুঃ' সর্ব্বান্তর্য্যামিণঃ প্রেরকস্য জগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য 'বরেণ্যং' বরণীয়ং 'ভর্গঃ' তেজঃ 'ধীমহি' ধ্যায়ামঃ;—যিনি আমাদের বুদ্ধিসমূহ (অথবা কর্ম্মসমূহ) প্রেরণ করিতেছেন, সেই দ্যোতমান সবিতার (অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপে সকলের প্রেরক জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের) বরণীয় তেজকে আমরা ধ্যান করি। সূর্য্যপক্ষে এইরূপ—যিনি আমাদের কর্ম্মসমূহ প্রেরণ করেন (সূর্য্য উদিত হইলেই লোক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, ও তাহাতেই সূর্য্য কর্ম্মসমূহ প্রেরণ করেন), সেই প্রকাশমান দেব সবিতার (সূর্য্যের) তেজ (অর্থাৎ তেজোমণ্ডল) আমরা ধ্যান করি। 'ভর্গ' শব্দে অন্নও বুঝা যায়, অতএব সূর্য্যপক্ষে আর এক প্রকার অর্থ হয়, যথা—সেই সবিতার অন্ন (অর্থাৎ তাঁহার প্রসাদে অন্নাদিরূপ ফলকে) আমরা ধারণ করি, (ধীমহি=ধারয়ামঃ, অর্থাৎ তাহার আধার হই)। মৈত্র্যুপনিষৎ (৬৭) ও গোপথব্রাহ্মণে ও (১.৩১—৩৮) ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহীধর বলেন—'ভর্গঃ' শব্দের অর্থ তেজোমণ্ডল, অথবা (তেজোমণ্ডলে অবস্থিত) পুরুষ। মহীধর আরো বলেন যে, বাক্যভেদ ও লিঙ্গভেদেও ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে। বাক্যভেদে যথা—'দেব সবিতার সেই ভর্গকে আমরা ধ্যান করি; এবং যিনি আমাদের বুদ্ধিসমূহ প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহাকেও ধ্যান করি।' লিঙ্গভেদে যথা—'দেব সবিতার সেই (তৎ) ভর্গকে আমরা ধ্যান করি, যাহা (যঃ) আমাদের বুদ্ধিসমূহকে প্রেরণ করিতেছে।' রঘুনন্দন আহ্নিকতত্ত্বে এ সম্বন্ধে যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের এই কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—"দেবস্য সবিতুর্বর্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্বরেণ্যঞ্চাস্য ধীমহি॥ চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ॥ বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ। আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং বা মুমুক্ষুভিঃ। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিবিধস্য চ। ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে॥"

[৪০] ঋ। বা. স. ৩ ৩৬।

তাহাতে এই [illegible] বে, 'তোমার সেই যে সুখ অনতিক্রমণীয়তম, ও যাহার দ্বারা তুমি [illegible]মানগণকে রক্ষা কর, তাহা দ্বারা আমাদিগকে সমস্ত দিকে অভি-রক্ষিত কর।' তিনি ইহা তিনবার জপ করেন।

৪১। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রের মধ্যে) পুত্রের নাম গ্রহণ করেন—'আমার এই (অমুক) পুত্র এই বীরকর্ম্মকে অনুক্রমে বিস্তারিত করুক!'[৩৩] যদি পুত্র না থাকে, তবে তিনি নিজেরই নাম গ্রহণ করিবেন।

---

৩৩। ১০ ৭, ৪, ২১, ২৫শ টীকা; ১ম খণ্ড, ২৭২পৃ.; কা. শ্রৌ. ৪, ১২, ১১।

## তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[ ১ পূর্বোক্ত দীর্ঘোপস্থানের স্থলে বিকল্পে বিধেয় লঘূপস্থানের প্রথম মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা ;—২ পূর্বোক্ত উপস্থানের স্থলে পরোক্ত উপস্থান-বিধানের যুক্তি, আচার্যের বাক্যে তাহার সমর্থন ;—৩ প্রবাসে যাইতে হইলে অগ্রে গার্হপত্যের ও পরে আহবনীয়ের উপস্থান ;—৪-৫ ঐ উপস্থানের মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা ;—৬ অনন্তর তিনি পদব্রজে বা অন্ত কোন বাহনে প্রবাসের জন্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যতদূর ইচ্ছা করেন ততদূর পর্যান্ত মৌনাবলম্বনেই থাকিবেন ও তাহার পর মৌনত্যাগ করিবেন, প্রবাস হইতে ফিরিবার সময়েও যে স্থানে মনে করিবেন সেইস্থান হইতে মৌনাবলম্বন করিয়া গৃহে ফিরিবেন, সেই সময় পথিমধ্যে রাজাও আসিলে তিনি তাঁহার নিকট না যাইয়া ( একেবারে অগ্নির নিকট যাইবেন ) ;—৭ প্রবাস হইতে আগমনের পর প্রথমে আহবনীয় ও তাহার পরে গার্হপত্যের উপস্থান ;—৮-৯ ঐ উপস্থানদ্বয়ের মন্ত্র ও উপস্থানের পর তৃণাদির অপনয়ন (অগ্নিতে নিক্ষেপ), অধিকাংশ লোকে উল্লিখিত মন্ত্রের জপেই প্রবাসের পূর্বে ও পরে অগ্নির উপস্থান করিয়া থাকেন ;—১০ পক্ষান্তরে মৌনাবলম্বনেই উপস্থানের বিধি ও লৌকিক দৃষ্টান্তে তাহার যুক্তি ;—১১ তৎসম্বন্ধে অপর যুক্তি ;—১২ উপস্থানের পর প্রবাসে গমন করিবার সময় অভিমত স্থান-পর্যান্ত মৌনাবলম্বনে গমন, ফিরিবার সময়ও অভিমত স্থান হইতে মৌনাবলম্বন করিয়া ( গৃহে ) গমন ;—১৩ অগ্রে আহবনীয় ও পরে গার্হপত্যের উপস্থান, উভয়েরই উপস্থান ও তৃণাপনয়ন মৌনাবলম্বনে বিধেয় ;—১৪ প্রবাস হইতে আসিবার দিনেই তিনি কাহারো কিছু অপ্রিয় করিবেন না, ইচ্ছা হইলে পর দিন করিতে পারেন। ]

১। অনন্তর অগ্নিহোত্র হোম করা হইলে তিনি ( বিকল্পে[1] এই মন্ত্রে ) উপস্থান করেন—"ভূঃ! ভুবঃ! স্বঃ!"[2] তিনি যে বলেন—"ভূঃ! ভুবঃ! স্বঃ!" তাহাতে বাক্যকে সত্য[3] দ্বারাই সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন, এবং সেই সমৃদ্ধ (বাক্যের) দ্বারা এই আশীঃ প্রার্থনা করেন ;—"আমি সন্ততিসমূহের দ্বারা সুসন্ততিযুক্ত হইব!" তিনি ইহাতে সন্ততি প্রার্থনা করেন ;—"আমি বীরসমূহের[4] দ্বারা সুবীর-

১। দ্র :—২. ৩. ২. ৯, ৯ম টীকা।

২। ভূঃ—পৃথিবী, ভুবঃ—মধ্যস্থান, বায়ুমণ্ডল, স্বঃ—দ্যুস্থান, গ্রহলোক ; বা. স. ৩.৩৭ ; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ১২।

৩। "সত্যরূপা হ্যেতা ব্যাহৃতয়ঃ ত্রয়ীসারত্বাৎ, তথাচাম্নাতম্ (ঐ. ব্রা. ৫. ৫.৭)—ভূরিত্যৃগ্বেদাৎ, ভুব ইতি যজুর্বেদাৎ, স্বরিতি সামবেদাৎ।"—সায়ণ।

৪। বীর—বীর্যবান পুত্র।

যুক্ত হই...।" তিনি ইহাতে বীর্যগণকে প্রার্থনা করেন ;—"আমি সমৃদ্ধিসমূহের দ্বারা সু...বিযুক্ত হইব।" তিনি ইহাতে সমৃদ্ধি প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

২। ঐ যে দীর্ঘ অগ্নি-উপস্থান,[৫] তাহা আশীঃ (ফলপ্রার্থনা), এবং ইহাও[৬] আশীঃ ; এই জন্য তিনি এতাবৎ (উপস্থানেই) সমস্ত (ফল) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; অতএব তিনি ইহারই দ্বারা উপস্থান করেন। আ সু রি বলিয়াছেন—'আমরা ইহারই দ্বারা অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।'

৩। অনন্তর তিনি প্রবাসে যাইবেন,[৭] তখন গার্হপত্যেরই অগ্রে ও তাহার পরে আহবনীয়ের উপস্থান করেন।

৪। তিনি (এই মন্ত্রে) গার্হপত্যের উপস্থান করেন—"হে নরহিতকর, আমার সন্ততিকে রক্ষা করুন !"[৮] ইনি (গার্হপত্য) সন্ততিরই প্রভু ; সেই জন্য তিনি ইহাতে সন্ততিকে ইঁহার নিকটে রক্ষার জন্য সম্পূর্ণভাবে দান করেন।

৫। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) আহবনীয়ের উপস্থান করেন—"হে সুবার্হ, আমার পশুকসমূহকে রক্ষা করুন !"[৮] ইনি (আহবনীয়) পশুসমূহেরই প্রভু ; সেই জন্য তিনি ইহাতে পশুসমূহকে ইঁহার নিকটে রক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে দান করেন।

৬। অনন্তর তিনি পদব্রজে গমন করেন, অথবা (কোনো অশ্বাদি বাহনে আরূঢ় হইয়া তাহা) চালন করেন ;[৯] এবং যেখানে তিনি সীমা মনে করেন,

---

৫। দ্রঃ—২. ৩. ২. ৯, ১ম টীকা।

৬। "ভূর্ভুবঃ স্বঃ..." ইত্যাদি মন্ত্রসাধ্য অ মৃ প স্থা ন।

৭। অর্থাৎ নিজের অগ্নিযুক্ত গ্রামের সীমা অতিক্রম করিয়া রাত্রিতে অন্যত্র বাস করিবেন। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ১৩, যাজ্ঞিকদেব। "গ্রামান্তরে নগর্যাং বা পল্ল্যাং বান্যত্র বা কচিৎ। সীমাবর্তীত্যচেৎ রাত্রৌ বাসঃ প্রবসনং স্মৃতম্।"—ইতি কারিকায়াম্। এই উপস্থানের নাম প্র ব ৎ স্য দু প স্থা ন, অথবা প্র বা সো প স্থা ন।

৮। বা. স. ৩.৩৭। এই মন্ত্রেরই অবশিষ্ট অংশ দ্বারা দক্ষিণাগ্নির উপস্থান বিহিত হইয়াছে। দ্র—শাখ্যা. শ্রৌ. ২.১৪.৩ ; কা. শ্রৌ. ৪.১২.১৩ যাজ্ঞিকদেব। পদ্ধতিতে সভ্য ও আবসথ্য অগ্নিরও ...যথাক্রমে উপস্থান বিহিত হইয়াছে।

৯। কা. শ্রৌ. ৪.১২.১৪।

সেখানে গমন করিয়া বাগ্‌বিসর্জন ( অর্থাৎ মৌনত্যাগ ) করেন।[১০] অনন্তর তিনি প্রবাস করিবার পর আগমনের সময়, দেখিয়া যে স্থানে সীমা মনে করেন, সেই স্থানে মৌনাবলম্বন করেন। ( এই সময়ে অগ্নিশালা ও তাঁহার ) মধ্যে যদি রাজাও ( আগমন করেন, তথাপি ) তিনি তাঁহার নিকট যাইবেন না।[১১]

৭। তিনি অগ্রে আহবনীয়ের এবং তাহার পর গার্হপত্যের উপস্থান করেন। গার্হপত্য গৃহস্বরূপ, এবং গৃহই প্রতিষ্ঠা (আশ্রয় স্থান); অতএব তিনি ইহাতে ( পরিশেষে ) গৃহরূপ প্রতিষ্ঠাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

৮। তিনি (এই মন্ত্রে) আহবনীয়ের উপস্থান করেন—"বিশ্বজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠধনপ্রদ ( তোমার নিকট ) আমরা আগমন করিয়াছি; হে সন্দীপ্যমান অগ্নি,

---

১০। "যত্যা বাগ্‌বিসর্জনং"—কা. শ্রৌ. ৪.১২.১৫। যাজ্ঞিকেরা বলেন যে, তিনি যখন প্রবাসে গমন করিতে আরম্ভ করেন, তখন অগ্ন্যুপস্থান করিয়া মৌনাবলম্বন করেন, এবং গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যতক্ষণ অগ্নিশালার ছাদ দেখিতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ মৌনাবলম্বনেই থাকিয়া তাহার পর মৌন ত্যাগ করেন। উক্ত হইয়াছে—"অগ্ন্যাস্তিকং সমারভ্য তাবন্‌ মৌনী প্রতিষ্ঠতে। যাবচ্ছদীংষি দৃশ্যন্তে হব্যবাহনসদ্মনঃ॥" শাখ্যায়ন বলেন যে, যতক্ষণ অগ্নি দেখিতে পাওয়া যায় ততক্ষণই মৌনাবলম্বন করিতে হইবে—"চক্ষুর্বিষয়েঽগ্নীনাং বাচং যচ্ছেৎ" —২. ১৪. ১১; কিন্তু ইহার ভাষ্যকার বরদত্তসুত আনর্ত্তীয় ইহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতেরই সমর্থন করিতেছেন দেখা যায়—"অগ্ন্যাগারস্য দর্শনগোচরে বাগ্‌যমনং কুর্য্যাৎ।" কারিকায় উক্ত হইয়াছে —"অগ্ন্যাগারদর্শনং যাবৎ তাবচ্ছাখ্যায়নশ্রুতেঃ। যথুক্তিকল্পিতো দেশ ইতি বাজসনেয়িনঃ॥" আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র ( ৬. ২৫. ৫ ) ও আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রে ( ২. ৫. ৫ ) উক্ত হইয়াছে—"আরাদগ্নিভ্যো বাচং বিসৃজেৎ;" অর্থাৎ অগ্নিসমূহ হইতে দূরে গমন করিয়া বাগ্‌বিসর্জন করিবে। কিন্তু আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের বৃত্তিকার গার্গ্যনারায়ণ বলিয়াছেন যে সূত্রস্থিত "আরাৎ" শব্দে ততটা দূর বুঝিতে হইবে যেখান হইতে অগ্নিশালার ছাদ দেখা যায় না। দ্রঃ—আপ. শ্রৌ. ৬. ২৫. ৬, রুদ্রদত্ত-ভাষ্য।

১১। বাক্‌সংযমের পর পূজ্য ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি তাঁহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া যাইয়াই নিকটে গমন করিবেন; ইহাই এখানে তাৎপর্য্যার্থ। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে ( ৬. ২৫. ৬ ) ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে—"যদ্যেনং রাজা পিতাচার্য্যো বাভ্যাগচ্ছেন্‌ কামমন্বহ্নির্ণে মৌনমাতিষ্ঠেত।" দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ১৮।

মি আমাদিগকে দ্যোতমান ধন (যশ বা অন্ন) ও বল প্রদান কর !"[১২] অনন্তর তিনি উপবেশন করিয়া তৃণসমূহ অপনয়ন করেন।[১৩]

৯। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) গার্হপত্যের উপস্থান করেন—"গার্হপত্য অগ্নি গৃহের পতি, ও সন্ততিগণের শ্রেষ্ঠ ধনপ্রদ; হে গৃহপতি অগ্নি, তুমি আমাদিগকে দ্যোতমান ধন ও বল প্রদান কর !"[১১] অনন্তর তিনি উপবেশন করিয়া তৃণসমূহ অপনয়ন করেন। বহুতর ব্যক্তি এই (মন্ত্রেরই) জপের দ্বারা উপস্থান করিয়া থাকেন।

১০। তিনি মৌনভাবেই উপস্থান করিতে পারেন;[১৪] কেননা, যেখানে কোনো ব্রাহ্মণ, বা রাজা, বা কোনো শ্রেষ্ঠ মনুষ্য বাস করেন, সেখানে তদনু-বর্ত্তনকারী কোনো ব্যক্তি এ কথা বলিতে পারে না যে,—'আপনি আমার ইহা রক্ষা করুন, আমি প্রবাসে গমন করিতেছি !'[১৬] (সেইরূপ) এখানে (তাঁহার বাসস্থানে) এই শ্রেষ্ঠ দেব অগ্নিসমূহ বাস করিতেছেন; কে তাঁহাদিগকে বলিতে পারে যে,—'আপনারা আমার ইহা রক্ষা করুন, আমি প্রবাসে গমন করিতেছি !'

১১। দেবগণ মনুষ্যগণের মনকে জানেন; (অতএব) গার্হপত্য জানেন যে, 'ইনি (গৃহপতি, রক্ষার উদ্দেশে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দান করিবার জন্য) আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।' তিনি মৌনভাবেই আহবনীয়ের উপস্থান

---

১২। বা. স. ৩.৩৮; কা. শ্রৌ.৪.১২.১৮। প্রবাস হইতে আসিবার পর বিধেয় এই উপস্থানকে আ গ তো প স্থা ন বলা হয়।

১৩। অর্থাৎ চারিদিকে পতিত তৃণসমূহ অর্থাৎ সমিৎপ্রভৃতিকে ছেদন করিয়া অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত করেন—মাধব।

১৪। বা. স. ৩. ৩৯।

১৫। পূর্ব্বে প্রবাসের অগ্রে ও পরে উভয় উপস্থানেই ততমন্ত্রজপ বিহিত হইয়াছে, এবং উক্ত হইয়াছে যে, অনেকে সেই মন্ত্র জপ করিয়াই উপস্থান করিয়া থাকেন। এখন উভয় স্থানেই (দ্র:— ১০ ম কণ্ডিকা) বিকল্পে বিনা মন্ত্রেই উপস্থান বিহিত হইতেছে। কা. শ্রৌ. ৪. ১২.২০-২১।

১৬। দ্র:—আপ. শ্রৌ. ৬.২৭.১; তুল:—তৈ. ব্রা. ১. ১. ১০. ৬, এস্থানে বলা হইয়াছে যে, যখন কেহ বিদেশে গমন করে, তখন গৃহবাসী ব্রাহ্মণকে গৃহরক্ষার ভার দিয়াই গমন করে।

করেন ; ( কেননা ), আহবনীয় জানেন যে, 'ইনি ( যজ্ঞের উদ্দেশে নি[illegible]ক ) সম্পূর্ণ ভাবে দান করিবার জন্য আমার নিকটে আসিয়াছেন।'

১২। অনন্তর তিনি পথব্রজে গমন করেন, অথবা ( অশ্বাদি বাহনে অধিরূঢ় হইয়া তাহা ) চালন করেন ; এবং যেখানে তিনি সীমা মনে করেন, সেখানে গমন করিয়া বাগ্‌বিসর্জ্জন ( অর্থাৎ মৌনত্যাগ ) করেন। অনন্তর তিনি প্রবাস করিবার পর আগমনের সময় দেখিয়া যেস্থানে সীমা মনে করেন, সেইস্থানে মৌনাবলম্বন করেন। ( এই সময়ে অগ্নিশালা ও তাঁহার ) মধ্যে যদি রাজাও ( আগমন করেন, তথাপি ) তিনি তাঁহার নিকট যাইবেন না।[১৭]

১৩। তিনি অগ্রে আহবনীয়ের এবং তাহার পর গার্হপত্যের উপস্থান করেন। তিনি মৌনভাবেই আহবনীয়ের উপস্থান করেন, এবং মৌনভাবেই উপবেশন করিয়া তৃণসমূহ অপনয়ন করেন। তিনি মৌনভাবেই গার্হপত্যের উপস্থান করেন, এবং মৌনভাবেই উপবেশন করিয়া তৃণসমূহ আনয়ন করেন।[১৮]

১৪। অনন্তর গৃহোপচার[১৯] ( উক্ত হইতেছে )। গৃহপতি যখন প্রবাস করিয়া আগমন করেন, তখন গৃহ তাঁহা হইতে অত্যন্ত উৎত্রস্ত হইয়া পড়ে যে, 'ইনি কি বলিবেন, বা কি করিবেন!' ( অতএব ) যে ব্যক্তি সেই সময়ে কিছু বলেন, বা কিছু করেন, তাঁহা হইতে গৃহ অত্যন্ত ত্রস্ত হয়, এবং তাঁহার পরিবারকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি সেই সময়ে কিছু বলেন না, ও কিছু করেন না, তাঁহাকে তাহা এই মনে করিয়া আশ্রয় করে যে, 'ইনি এখানে কিছু বলেন নাই, কিছু করেন নাই!' অতএব তিনি যদি এই সময়ে ( কোন বিষয়ে ) সংক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন, তবে, যাহা বলিবার বা করিবার থাকে, তিনি তাহা আগামী কল্যই (পরদিনেই) করিবেন। ইহাই গৃহোপচার।[২০]

---

১৭। দ্র :—পূর্ব্ববর্ত্তী ৩য় কণ্ডিকা।

১৮। দ্রঃ—পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ম ও ৯ম কণ্ডিকা।

১৯। অর্থাৎ গৃহব্যবহার ; গৃহে আগমন করিয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাই এখানে বিহিত হইতেছে।

২০। এখানে গৃহে গমন বা উপস্থানের জন্য কোনো মন্ত্র বিহিত হয় নাই ; কিন্তু কাণ্বশাখায় ও সূত্রে বিহিত হইয়াছে। ঐ মন্ত্র কয়টি অতি সুন্দর যথা—"হে (ব.)

প্রসন্ন। গৃহ, ভীত হইও না। কম্পিত হইও না। আমি আসিয়াছি। তোমার (অন্ন-) রসের জন্য তোমাকে স্মরণ করিয়া ('সুমেধাঃ') প্রসন্ন হইয়া মনে মনে প্রমোদমান হইয়া আমি আগমন করিতেছি।" "প্রবাসী ব্যক্তি যাহাকে স্মরণ করে, এবং যেখানে প্রভূত প্রীতি রহিয়াছে, সেই গৃহকে আমরা নিকটে আহ্বান করিতেছি। তাহা জানুক যে, আমরা তাহাকে জানিতেছি (ভুলিয়া যাই নি)।" "আমাদের এই গৃহে গোসমূহ উপহূত হইয়াছে, ছাগ ও মেষসমূহ উপহূত হইয়াছে, এবং অন্নরসও উপহূত হইয়াছে!" ইহাদের মূল এই:—"গৃহা মা বিভীত মা বেপধ্বমূর্জং বিভ্রত এমসি। ঊর্জং বিভ্রদ্বঃ, সুমনাঃ সুমেধা গৃহানৈমি মনসা মোদমানঃ।" "যেষামধ্যেতি প্রবসন্ যেষু সৌমনসো বহুঃ। গৃহানুপহ্বয়ামহে তে নো জানন্তু জানতঃ।" "উপহূতা ইহ গাব উপহূতা অজাবয়ঃ। অথো অন্নস্য কীলাল উপহূতো গৃহেষু নঃ।" বা. স. ৩. ৪১-৪৩, ১-২; কা. শ্রৌ. ৪.১২.২২; দ্রঃ—আপ. শ্রৌ. ৬.২৭.৩। অনন্তর তিনি এই মন্ত্রে গৃহে প্রবেশ করেন—"আমি ক্ষেমের (মঙ্গলের, অথবা প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণের) এবং শান্তির জন্য তোমাকে আশ্রয়করিতেছি; আমি সুখকামী, আমার সুখ ও মঙ্গল হউক।" বা. স. ৩ ৪৩. ৩; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ২৩; আপ. শ্রৌ. ৬. ২৭. ৪। প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া অগ্নিহোত্রী সেই দিনই বাড়ীতে কোনো অপ্রিয় কথা বলিবেন না, এবং কঠোর ব্যবহারও করিবেন না, পরদিন করিতে পারেন; ইহা অন্তিম ১৪শ কণ্ডিকার তাৎপর্য্যার্থে প্রকাশিত হইয়াছে; কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে (৪. ১২. ২৩) ও যাজ্ঞিকদেবের বৃত্তিতে তাহা সুস্পষ্ট লিখিত হইয়াছে—"ন হিংস্যাদ্ গৃহ্যান্ কাষং চ।" ইহার বৃত্তি যথা—"তস্মিন্ গৃহাগমনদিবসে গৃহ্যান্ গৃহে ভবান্ ভার্য্যাপুত্রপ্রভৃত্যাদীন্ অপরাধে সত্যাপি ন হিংস্যাৎ অনিষ্টবিরূপভাষণতাড়নাদিনা নোচ্চাটয়েৎ।" আবার গৃহস্থিত পরিবারেরাও তাঁহাকে সেই দিন কোনো অপ্রিয় সংবাদ দিবেন না (আশ্ব. শ্রৌ. ২. ৫. ১৮)। সম্প্রদায়-পদ্ধতি অনুসারে গৃহে প্রবেশ করিবার পর তিনি গৃহ্যোক্ত (পা. গৃ. সূ. ১. ১৮; আশ্ব. গৃ. ১. ১৫. ৯) বিধি-অনুসারে মস্তকাঘ্রাণাদির দ্বারা পুত্রপ্রভৃতিকে আদরাদি করিয়া থাকেন।

অগ্নিহোত্রী প্রবাসী হইলে যে তাঁহাকে অগ্নিহোত্রসম্বন্ধী কোনো কাজই করিতে হইবে না, তাহা নহে; কোনো কোনো কার্য্য তাঁহাকেও সেই প্রকার অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রবাসী অগ্নিহোত্রী অগ্নিহোত্রের সময়ে, যে দিকে তাঁহার অগ্নিহোত্র-বিহার আছে সেই মুখে যা জ মা ন (যজমানসম্বন্ধী) কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান করিবেন; কিন্তু সমস্ত যাজমান কর্ম্মই করিতে হয় না, যে সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার অগ্নিহোত্রফললাভের যোগ্যতা সম্পাদন হয়, তৎসমূদয় করিতে হয়; যথা, মুণ্ডন, ব্রতগ্রহণ, ব্রতোপযোগী দ্রব্যের আহার ইত্যাদি। বেদব্রতন, পাত্রাসাদনাদি আধ্বর্যব (অধ্বর্যুসম্পাদ্য) কর্ম্মসমূহ গৃহেই অনুষ্ঠিত হয়, তিনি তৎসমুদয় কেবল মনে মনে চিন্তা করিবেন। কর্ম্মপ্রদীপে (২. ১০. ১-২) উক্ত হইয়াছে—"নিক্ষিপ্যাগ্নিং স্বদারেষু পরিকল্প্যর্ত্বিজং তথা। প্রবসেৎ কার্য্যবান্ বিপ্রো বৃথৈব ন চিরং কচিৎ। মনসা নৈত্যিকং কর্ম্ম প্রবসন্নপ্যতন্দ্রিতঃ। উপবিশ্য শুচিঃ সর্ব্বং যথাকালমনুদ্রবেৎ।" দ্রঃ—১১. ২. ৪-৮; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ১৩ ও পদ্ধতি; আশ্ব. শ্রৌ. ২. ৫. ৯।

# চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[ ১ মাসে মাসে পিতৃযজ্ঞ বিধানের জন্য আখ্যায়িকাবিশেষ—প্রজাপতির নিকটে সমস্ত জীবের ভিন্ন-ভিন্ন জীবিকার বিধানের জন্য উপস্থিতি, প্রজাপতিকর্তৃক দেবগণের সম্বন্ধে যজ্ঞাদির ব্যবস্থা ;—২-৪ পিতৃগণ, মনুষ্যগণ ও পশুসমূহের জীবিকার বিধান ;—৫ প্রজাপতি অসুরগণকে তমঃ ও মায়া প্রদান করেন ;—৬ দেবগণ ও পিতৃগণ প্রভৃতি সকলেই প্রজাপতির বিধান অনুসরণ করেন, কেবল মনুষ্যই তাহা অতিক্রম করে, এজন্য মানুষ পুষ্ট হইলেও তাহা অনৃত দ্বারাই হইয়া থাকে, এবং সেই নিমিত্ত সে অধোগামী হয়, অতএব সায়ং ও প্রাতঃ এই দুই সময়েই আহার করা উচিত, ইহার ফল ;—৭ মাসে মাসে অমাবস্যায় পিতৃগণকে পিণ্ডদানের বিধান, অপর দিনে তাহার নিষেধ ;—৮ ঐ পিণ্ডদান অপরাহ্ণে বিধেয়, তাহার যুক্তি ;—৯ পিণ্ডের জন্য ( শকট হইতে ব্রীহির ) গ্রহণ, তাহার অবঘাত ও তণ্ডুলকণাসমূহের অপনয়ন ;—১০ পাকের জন্য সেই হবির (দক্ষিণাগ্নিতে) স্থাপন, অগ্নির উপর থাকিতে থাকিতেই তাহাতে ঘৃতনিক্ষেপ, তাহার যুক্তি ;—১১ তাহা নীচে নামাইয়া অগ্নিতে আহুতিদ্বয়প্রদান, তাহার যুক্তি,—১২ অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে হোমের বিধান ও তাহার সমর্থন ,—১৩ ঐ হোমের মন্ত্র, অগ্নিতে মেক্ষণের নিক্ষেপ ও তাহার তাৎপর্য্য, দক্ষিণাগ্নির দক্ষিণদিকে একটি রেখার অঙ্কন ও তাহার তাৎপর্য্য ;—১৪ ঐ রেখারও পরে ( দক্ষিণ দিকে ) জ্বলন্ত অগ্নিমূর্ত্তির স্থাপন, তাহার উদ্দেশ্য ;—১৫ তাহা স্থাপন করিবার মন্ত্র ;—১৬ অবনেজন অর্থাৎ পিতৃগণের হস্তধৌত করিবার জন্য জলের প্রদান ;—১৭ পূর্ব্বোক্ত রেখার উপর আস্তরণের জন্য আবশ্যক বর্হিঃসমূহের একই আঘাতে মূলদেশে ছিন্ন হওয়া দরকার, ইহার কারণ ;—১৮ দক্ষিণাগ্র করিয়া বর্হিঃসমূহের ঐ রেখার উপর আস্তরণ, কিরূপে পিণ্ডদান করিতে হইবে অভিনয় দ্বারা তাহার প্রদর্শন ; —১৯ যজমানের পিতা ও পিতামহ প্রভৃতিকে কি বলিয়া পিণ্ডদান করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ ;— ২০ পিণ্ডদানানন্তর জপনীয় মন্ত্র, তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—২১ পিণ্ডদানের বিপরীত ( অর্থাৎ উত্তর দিকে ) মুখ করিয়া ঘুরিয়া উপবেশন, মতান্তরে শ্বাসরোধে কষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত তদবস্থায় অবস্থান, তাহা খণ্ডন করিয়া মুহূর্ত্ত কাল থাকিবার ব্যবস্থা ;—২২ পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণভাবে পিণ্ডাভিমুখ হইয়া মন্ত্রবিশেষের জপ ;—২৩ পিতৃপ্রভৃতির মুখাদি ধুইবার জন্য জলপ্রদান ও তদ্বিষয়ে লৌকিক ব্যবহারের উল্লেখ ;—২৪ অনন্তর বসনের নীবি অর্থাৎ প্রান্ত বা অগ্রভাগ খুলিয়া পিতৃগণকে নমস্কার, নমস্কার ছয় বার করিতে হয়, তাহার যুক্তি, পিতৃগণের নিকট প্রার্থনা, পিণ্ডের আঘ্রাণ, বর্হিঃসমূহ ও উল্মুকের অগ্নিতে নিক্ষেপ। ]

১। ( একদা ) সমস্ত ভূত প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। সমস্ত ভূত (-অর্থে ) জীবসমূহ। তাহারা বলিয়াছিল—আপনি (এরূপ) বিধান করুন,

যাহাতে আমরা জীবিত থাকিতে পারি।' অনন্তর দেবগণ যজ্ঞোপবীতী[1] হইয়া ও দক্ষিণ জানু সঙ্কুচিত করিয়া তাঁহার নিকটে (অর্থাৎ সম্মুখে) গমন করিলেন, এবং তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—'যজ্ঞ তোমাদের অন্ন, অমৃতত্ব তোমাদের বল, এবং সূর্য্য তোমাদের জ্যোতি (হউক)।'

২। অনন্তর পিতৃগণ বাম জানু সঙ্কুচিত করিয়া ও প্রাচীনাবীতী হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন, এবং তিনি বলিলেন—'মাসে মাসে তোমাদের ভোজন (হউক)! স্বধা (শব্দ) তোমাদের (হউক)! তোমাদের মনের ন্যায় বেগ (হউক)! এবং চন্দ্রমা তোমাদের জ্যোতি (হউক)!'

৩। অনন্তর মনুষ্যগণ (বসন-) প্রাবৃত হইয়া[2] ও দেহ অবনমিত করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিল, এবং তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—'সায়ং ও প্রাতঃ সময়ে তোমাদের আহার (হইবে)! তোমাদের সন্ততি (হইবে)! তোমাদের মৃত্যু (হইবে)! এবং অগ্নি তোমাদের জ্যোতি (হইবে)!'

৪। অনন্তর পশুসমূহ তাঁহার নিকটে গমন করিল। তিনি তাহাদের স্বেচ্ছাকেই বিধান করিলেন এবং বলিলেন—'কালে বা অকালে (হউক), যে-কোন সময়ে তোমরা (কিছু) লাভ করিবে, তখনই তাহা ভোজন করিবে।' এই জন্য, কালে বা অকালে (হউক), তাহারা যে-কোন সময়ে (কিছু) লাভ করে, তখনই তাহা ভোজন করে।

৫। অনন্তর, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, অসুরগণও বার বার[3] তাঁহার নিকট

---

১। ব্রহ্মসূত্র বা যজ্ঞসূত্র ধারণের প্রকারভেদে তিন নামে কথিত হইয়া থাকে; যথা উ প বী ত, প্রা চী না বী ত, এবং নি বী ত। যখন দক্ষিণ বাহু উত্তোলিত করিয়া বাম স্কন্ধে ধারণ করা হয়, তখন তাহার নাম উ প বী ত, ইহা দৈব কার্য্যে বিহিত হয়; বাম বাহু উত্তোলিত করিয়া দক্ষিণ স্কন্ধে ধারণ করিলে তাহা প্রা চী না বী ত, ইহা পৈত্র কার্য্যে প্রশস্ত; এবং গ্রীবদেশে সম্মুখে ঝুলাইয়া ধারণ করিলে তাহা নি বী ত, ইহা মানুষ কার্য্যে বিধেয়। যাঁহারা এইরূপে যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন তাঁহাদিগকে যথাক্রমে যজ্ঞোপবীতী, প্রাচীনাবীতী, ও নিবীতী বলা হয়। দ্র.—"নিবীতং মনুষ্যাণাং, প্রাচীনাবীতং পিতৄণাম্, উপবীতং দেবানাম্"—তৈ. স. ২. ৫. ১১. ১। তত্রত্য সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২। অর্থাৎ কণ্ঠলম্বিতবসন বা নিবীতী হইয়া—সায়ণ।

৩। "শশ্বৎ"; সায়ণ এখানে ইহার অর্থ করিয়াছেন—"বহুকৃত্বঃ," দ্র:—১.৫.২.১০।

পৰম করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে তিমির ("তমঃ") ও মায়া প্রদান করিয়াছিলেন;[৪] এবং সেই জন্য অ সু র মা য়া (লোকে প্রসিদ্ধ) আছে। সেই সমস্ত জীব (অর্থাৎ অসুরেরা) পরাভূতই হইয়াছিল। এই সমস্ত জীবের (অর্থাৎ দেবপ্রভৃতির) সম্বন্ধে প্রজাপতি যেরূপ বিধান করিয়াছিলেন, তাহারা সেইরূপই তাহা অবলম্বন করিয়া জীবিত রহিয়াছে।

৬। দেবগণ, বা পিতৃগণ, বা পশুগণ (প্রজাপতির বিধান) অতিক্রম করে না, কেবল এক মনুষ্যেরাই অতিক্রম করে। অতএব মনুষ্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি পুষ্ট হয়,[৫] সে অশুভ দ্বারাই পুষ্ট হয়; সে নীচেই পড়িয়া যায়, ভ্রমণ করিতে পারে না, কেননা, সে অনৃত[৬] করিয়াই পুষ্ট হইয়াছে। অতএব তিনি সায়ং ও প্রাতেই ভোজন করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সায়ং ও প্রাতে ভোজন করেন, তিনি সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন; তিনি যাহা বলেন, তাহাই হইয়া থাকে; কেননা, যিনি ইঁহার (প্রজাপতির, এই) নিয়ম আচরণ করিতে পারেন, তিনি তাহাতে দেব-সত্য রক্ষা করিয়া থাকেন, এবং তাহারই নাম ব্রাহ্মণতেজ।

৭। যিনি মাসে মাসে পিতৃগণকে (পিণ্ড) দান করেন, তাঁহারই ইহা (পূর্ব্বোক্ত তেজ) হইয়া থাকে। যখন (যে দিন) ইনি (চন্দ্রমা) পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিম দিকে দৃষ্ট না হন, তখন তিনি ইঁহাদিগকে (পিতৃগণকে, পিণ্ড) দান করেন।[৭] এই যে চন্দ্রমা, ইনি রাজা (রাজমান) সোম, দেবগণের

---

৪। এখানে উক্ত হইল যে, প্রজাপতি অসুরগণকে তম ও মায়া দান করিয়াছিলেন; তুল:— ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রজাপতির নিকট হইতে ইন্দ্রের যথার্থ আত্মতত্ত্ব ও অসুর বিরোচনের দেহাত্ম-বাদলাভ (৮·৭·৮); মৈত্র্যুপনিষদে (৭. ৯) বৃহস্পতির নিকট হইতে অসুরগণের নৈরাত্ম্য-বাদরূপ অবিদ্যার প্রাপ্তি।

৫। "মেদ্যতি;" "স্নিহ্যতি পুষ্যতীতি যাবৎ"—সায়ণ; সায়ণ ঋগ্বেদেও (৬১. ৬৯. ২) মেদন-শব্দের অর্থ পুষ্টিকর লিখিয়াছেন। মেদঃ-শব্দের অর্থও চিন্তনীয়। তিনি আবার এই কণ্ডিকাতেই দ্বিতীয় "মেদ্যতি" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "প্রসন্নো ভবতি।"

৬। অসত্য, অর্থাৎ প্রতিষিদ্ধ।

৭। মনুষ্যগণের আহার প্রতিদিন সায়ং ও প্রাতে, কিন্তু পিতৃগণের আহার মাসে মাসে এক-একবার, ইহা পূর্ব্ব আখ্যায়িকা দ্বারা বর্ণনা করিয়া এখানে তাহার বিধান করা হইতেছে। ?সে

হয়।[৮] ইনি এই (অমাবাস্যা-) রাত্রিতে ক্ষীণ হন; ইনি ক্ষীণ হইলেই তিনি (পিণ্ড) দান করেন, এবং তাহাতেই ইহাদের (পিতৃগণের, দেবগণের সহিত) কলহ উৎপাদন করেন না। আর যদি ইনি (চন্দ্রমা) অক্ষীণ থাকিতেই তিনি দান করেন, তাহা হইলে দেবগণ ও পিতৃগণের কলহ উৎপাদন করেন।[৯] অতএব যখন ইনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দৃষ্ট না হয়, তখন তিনি দান করিয়া থাকেন।

৮। তিনি অপরাহ্ণেই দান করেন; কেননা, দেবগণের পূর্ব্বাহ্ণ, মনুষ্যগণের মধ্যাহ্ন, ও পিতৃগণের অপরাহ্ণ। সেই জন্য তিনি অপরাহ্ণে দান করেন।[১০]

৯। তিনি গার্হপত্যের পশ্চিমে প্রাচীনাবীতী হইয়া দক্ষিণ দিকে[১১] উপবিষ্ট হন ও এই (ব্রীহিরূপ হবিকে পিণ্ডের জন্য শকট হইতে) গ্রহণ করেন। অনন্তর তিনি সেই স্থান হইতে উত্থিত হইয়া অন্বাহার্য্যপচনের (দক্ষিণাগ্নির) দক্ষিণে দাঁড়াইয়া (সেই ব্রীহিকে) আঘাত করেন। তিনি তাহার একবার

---

মাসে পিতৃগণকে যে আহার প্রদান করা হয়, তাহারই নাম পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ; ইহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—পিণ্ডের দ্বারা পিতৃগণের যজ্ঞ। ইহা অমাবাস্যার অপরাহ্ণে বিধেয়, এবং তাহাই এখানে উক্ত হইতেছে। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১; আপ. শ্রৌ. ১.৭.১। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ দর্শযাগের পূর্ব্বে অনুষ্ঠান করিতে হয়।

৮। দ্রঃ—১. ৫. ৩. ৫; তৈ. স. ২. ৪. ১৪. ১।

৯। চন্দ্র অক্ষীণ বা দৃশ্যমান থাকিতে (অর্থাৎ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী বা শুক্ল প্রতিপদে) পিণ্ডদান করিলে চন্দ্ররূপ অন্নের জন্য দেবগণ সন্নিহিত থাকায় প্রদত্ত (পিণ্ডরূপ) হবি লইয়া দেবগণ ও পিতৃগণের কলহ হইতে পারে—সায়ণ।

১০। কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১; আশ্ব. শ্রৌ. ২. ৬. ১; শাঙ্খা. শ্রৌ. ৪. ৩. ১। কেহ কেহ বলেন যে, দিনকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিলে দ্বিতীয় ভাগ অপরাহ্ণ; আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিন ভাগে বিভক্ত করিলে তৃতীয় ভাগের নাম অপরাহ্ণ;—যাজ্ঞিক দেব। আবার কেহ বলেন যে, দিনকে নয় ভাগ করিলে নবম ভাগ অপরাহ্ণ—রুদ্রদত্ত (আপ. শ্রৌ. ১. ৭. ২)। আপস্তম্ব (শ্রৌতসূত্র ১. ৭. ২) বলেন যে, বৈকালে যে সময় সূর্য্যরশ্মি বৃক্ষের অগ্রভাগে নিবিষ্ট হয় ("অধিবৃক্ষসূর্য্যে"), তখনও তাহা করা যাইতে পারে।

১১। ব্রীহিপূর্ণ শকটের দক্ষিণ দিকে—সায়ণ।

কলীকরণ[১২] করেন; কেননা, পিতৃগণ প্রতিলোমভাবে একবারই চলিয়া গিয়াছেন;[১৩] অতএব তিনি একবার কলীকরণ করেন।

১০। তিনি তাহা (দক্ষিণাগ্নিতে)[১৪] পাক করেন। ইহা (পাকের জন্য অগ্নির) উপর স্থাপিত (ও পক্ব) হইলে, তিনি ইহাতে আজ্য নিক্ষেপ করেন; কেননা, তাঁহারা (যজমানেরা) দেবগণের জন্য (দেয় আজ্য) অগ্নিতে হোম করেন, মনুষ্যগণের জন্য তাহা উদ্ধৃত (পাত্রান্তরে স্থাপিত অর্থাৎ পরিবেষণ) করেন, আর পিতৃগণেরই জন্য (এইরূপ করিয়া থাকেন); এইজন্য তাহা (অগ্নির উপর) স্থাপিত থাকিতে তিনি তাহাতে আজ্য নিক্ষেপ করেন।

১১। তিনি তাহা (অগ্নি হইতে) নামাইয়া অগ্নিতে দেবগণের[১৫] উদ্দেশে দুইটি আহুতি হোম করেন; কেননা, যিনি আহিতাগ্নি হন, ও যিনি দর্শ-পূর্ণমাস দ্বারা যাগ করেন, তিনি দেবগণের নিকট উপাগত (আশ্রিত) হইয়া থাকেন; কিন্তু এখানে তিনি পিতৃযজ্ঞের দ্বারা (পৈতৃক কার্য্য) অনুষ্ঠান করেন; সেই জন্য তিনি ইহাতে (আহুতিদ্বয় দ্বারা) দেবগণকে প্রসন্ন করেন, ও তাহাতে দেবগণের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া পিতৃগণকে প্রদান করেন। অতএব তিনি তাহা নামাইয়া অগ্নিতে আহুতিদ্বয় হোম করিবেন।[১৬]

১২। তিনি অগ্নি ও সোমের হোম করেন। তিনি যে অগ্নির হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, অগ্নি সর্ব্বত্রই[১৭] ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

---

১২। তণ্ডুলকণাসমূহের অপনয়ন; বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—১. ১. ৪; কা. শ্রৌ ৪. ১. ৩।

১৩। ৩৭শ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪। কা. শ্রৌ. ৪. ১. ২।

১৫। বস্তুত সোম ও অগ্নি এই দুইএর হোম করা হয়, ১২শ কণ্ডিকা; কা. শ্রৌ. ৪. ১. ৭ বহুবচনসম্বন্ধে সায়ণ বলিয়াছেন—"সামান্যাভিপ্রায়েণ বহুবচনং।"

১৬। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৩. ১০. ৩) তিনটি আহুতি বিহিত হইয়াছে, এবং তাহা অগ্নি সোম ও যমকে প্রদত্ত হয়, আপ. শ্রৌ. ১. ৮. ৩—৪; আবার মতান্তরে যমকে দিতে হয়না, যাহা এখানে উক্ত হইয়াছে, ঐ ৩; বৌ. শ্রৌ. ৩. ১০. ৫—৭ পং।

১৭। দৈব ও পিত্র্য উভয় কার্য্যেই।

যায় যে তিনি সোমের হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, সোম পিতৃগণের দেবতাস্বরূপ।[১৮] সেই জন্ত তিনি অগ্নি ও সোমের হোম করেন।

১৩। তিনি (এই মন্ত্রে) হোম করেন—"কব্যবাহন অগ্নিকে (এই হবি) স্বাহা (প্রদত্ত)।" "পিতৃগণযুক্ত সোমকে স্বাহা!"[১৯] অনন্তর তিনি মেক্ষণ খানি[২০] (দক্ষিণাগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন, এবং তাহাই (এখানে) স্বিষ্টকৃৎ-স্থানীয়।[২১] অনন্তর তিনি দক্ষিণ অগ্নির দক্ষিণ দিকে (স্ফ্য দ্বারা) একবারে একটি রেখা (অঙ্কিত) করেন,[২২] এবং তাহাই বেদি স্থানীয় হয়; পিতৃগণ প্রতিলোম ভাবে একবারে চলিয়া গিয়াছেন, সেই জন্ত তিনি একবারে একটী রেখা (অঙ্কিত) করেন।

১৪। অনন্তর তিনি (সেই রেখার) পরে (দক্ষিণ দিকে) একটি উল্মুক (জলন্ত অগ্নিমূর্ত্তি) স্থাপন করেন।[২৩] তিনি যদি উল্মুক স্থাপন না করিয়া পিতৃগণকে ইহা (পিণ্ড) প্রদান করেন, তাহা হইলে অসুর ও রক্ষোগণ ইঁহাদের (পিতৃগণের) তাহা (সেই পিণ্ড) বিমথিত করে; কিন্তু ইহাতে (উল্মুক-স্থাপনে) অসুর ও রক্ষোগণ ইঁহাদের তাহা বিমথিত করিতে পারে না; এইজন্ত তিনি পরে উল্মুক স্থাপন করেন।

---

১৮। পূর্ব্বে (২য় কণ্ডিকা) উক্ত হইয়াছে যে, চরু পিতৃগণের হইবে, এবং চন্দ্র ও সোম অভিন্ন, অতএব চন্দ্র বা সোম "পিতৃদেবত্য" বা পিতৃগণের দেবতাস্বরূপ।

১৯। বা. স. ২. ২৯. ১—২। পিতৃগণকে যে হবি দেওয়া হয়, তাহার নাম কব্য; এবং এই হবিকে যে বহন করে, তাহার নাম কব্যবাহন, ইহা পিতৃগণের অগ্নির অসাধারণ নাম; দেবগণের অগ্নির নাম হব্যবাহন; এবং অসুরগণের অগ্নির নাম সহরক্ষাঃ; তৈ. স. ২. ৫. ৮'৬।

২০। যে কাষ্ঠপাত্র দ্বারা চরু আলোড়ন করিয়া হোম করা যায় তাহার নাম মেক্ষণ। ইহা দীর্ঘে এক অরত্নি প্রমাণ, অগ্রভাগে চতুরঙ্গুল চতুরস্র, ও তাহার পরেই দণ্ডবিশিষ্ট। প্রচলিত হাতার অগ্রভাগ বর্ত্তুল না হইয়া চতুরস্র হইলে যেমন হয়, মেক্ষণও সেইরূপ। ইহা অশ্বত্থকাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

২১। দ্র:—১. ৬. ১'১ ইত্যাদি।

২২। মন্ত্র বা. স. ২. ২৯'৩—"বেদিতে উপবিষ্ট অসুরগণ অপগত (হউক)।" কা. শ্রৌ. ৪. ১. ৮০।

২৩। ইহা দক্ষিণাগ্নি হইতেই উঠাইয়া লইতে হয়।

১৫। তিনি ( তাহা এই মন্ত্রে ) স্থাপন করেন—"স্বধার[২০] জন্য যে রূপ অসুরেরা বহুরূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে এবং যাহারা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিতেছে, অগ্নি তাহাদিগকে এই লোক হইতে অপসারিত করুন!"[২৫] কেননা, অগ্নি রাক্ষসগণের অপহন্তা ; তিনি সেইজন্য এইরূপে স্থাপন করেন।

১৬। অনন্তর তিনি উদকপূর্ণ পাত্র লইয়া ( এইরূপে পিতৃগণকে পাণিদ্বয় ) শোধন ( অর্থাৎ ধৌত ) করান[২৬]—'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া যজমানের পিতাকে ; 'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া পিতামহকে, এবং 'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া প্রপিতামহকে। যেমন ভোজনোদ্যত অতিথির (হস্তে লোকে) জল সেচন করে, ইহাও সেইরূপ।

১৭। ( বক্ষ্যমাণ বর্হিঃসমূহ ) একবারে (অর্থাৎ এক আঘাতে ) মূলসমীপে ছিন্ন হইয়া থাকে ; কেননা, অগ্র দেবগণের, মধ্য মনুষ্যগণের, এবং মূল পিতৃগণের ;[২৭] সেইজন্য তৎসমুদয় মূলসমীপে ছিন্ন হয় ; আর তাহারা এ ক-বা রে ছিন্ন হইয়া থাকে, কেননা, পিতৃগণ এ ক বা রে চলিয়া গিয়াছেন ; অতএব তৎসমুদয় মূলসমীপে একবারে ছিন্ন হইয়া থাকে।

১৮। অনন্তর তিনি সেই ( বর্হিঃ-) সমূহ ( পূর্বোক্ত রেখার উপর ) দক্ষিণ দিকে[২৮] আস্তরণ করেন এবং তদুপরি ( পিণ্ড ) প্রদান করেন।[২৯] তিনি তাহা

---

২০। স্বধা—পিতৃগণের অন্ন।

২৫। বা. স. ২. ৩০।

২৬। কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১০।

২৭। তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৫. ৬।

২৮। অর্থাৎ অগ্রভাগ দক্ষিণ দিকে করিয়া ; কা. শ্রৌ. ৪. ১-১১।

২৯। পিতৃপ্রভৃতির মধ্যে যাঁহার উদ্দেশ্যে যেখানে অবনেজন-জল দেওয়া হইয়াছে, তাহার পিণ্ড সেই স্থানে দিতে হয়। পূর্বোক্ত অবনেজন-জল মূল, মধ্য ও অগ্র ভাগে দিতে হয় এবং সেই ক্রমেই পিণ্ডদান কর্তব্য ; মূলে পিতার, মধ্যে পিতামহের এবং অগ্রে প্রপিতামহের।

এ ই রূ পে[30] দান করেন; কেননা, তাঁহারা দেবগণকে এ ই রূ পে[31] হোম করেন ও মনুষ্যগণকে পরিবেষণ করেন;[32] আর পিতৃগণের' সম্বন্ধে এই প্রকারেই করিয়া থাকেন, অতএব তিনি এ ই রূ পে ই দান করেন।

১৯। 'হে অমুক, ইহা আপনার!'[33] এই বলিয়াই তিনি যজমানের পিতাকে (পিণ্ড)[34] দান করেন। কেহ কেহ (ঐ মন্ত্রের শেষে) বলিয়া থাকেন 'এবং যাহারা আপনার অনুগামী (তাহাদের)।'[35] কিন্তু তিনি তাহা বলিবেন না; কেননা তাহা হইলে, তিনি যাঁহাদিগকে একসঙ্গে (পিণ্ড দান করিবেন), তাঁহাদিগের মধ্যে স্বয়ং (তিনিও) (একজন বলিয়া গণ্য হইলেন) *। অতএব তিনি 'হে অমুক, ইহা আপনার!' ইহা যজমানের পিতার জন্য, 'হে অমুক, ইহা আপনার!' ইহা (তাঁহার) পিতামহের জন্য,

---

৩০। ইহা হস্তের দ্বারা অভিনয় করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে; অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী অঙ্গুলীর মধ্য ভাগ দিয়া, ইহার নাম পি তৃ তী র্থ।

৩১। অর্থাৎ অঙ্গুল্যগ্রের দ্বারা, ইহার নাম দে ব তী র্থ।

৩২। কাণ্বশাখায় আছে—'এইরূপে মনুষ্যগণকে পরিবেষণ করেন;' এ ই রূ পে অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলীপ্রদেশে, কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১০, যাজ্ঞিকদেবপদ্ধতি। "উদ্ধরন্তি মনুষ্যেভ্যঃ;" "উদ্ধরণং পরিবেষণাপরপর্য্যায়ং"—ঐ, যাজ্ঞিকদেব। দ্রঃ—১০ম কণ্ডিকা।

৩৩। অথবা 'ইহা আপনাকে (প্রদত্ত হইতেছে)!' অন্যত্রও এইরূপ।

৩৪। প্রথম বা পিতার পিণ্ড আর্দ্র অর্থাৎ তাজা আমলক ফলের ন্যায়, দ্বিতীয় বা পিতামহের পিণ্ড তাহা অপেক্ষা স্থূল, এবং তৃতীয় বা প্রপিতামহের পিণ্ড দ্বিতীয় পিণ্ড অপেক্ষা স্থূলতর হইবে—যাজ্ঞিকদেবপদ্ধতি।

৩৫। কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ১১। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে (২. ৬. ১৫) ঐ মন্ত্রশেষটুকু বিহিত হইয়াছে; আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র (১. ৯. ৬) ও বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রেও (৩. ১০. ১১—১২ পং) ইহার বিধান দেখা যায়, কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১.৩.১০) এ সম্বন্ধে কিছু উক্ত হয় নাই।

* "স বৈ তেষাং সহ যেষাং সহ"; পূর্ব্বোক্ত সমগ্র মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ এই—'হে যজমানপিতা, আপনাকে এবং যাহারা আপনার অনু-(পশ্চাৎ-) গমন করেন, তাঁহাদিগকে আমি পিণ্ড প্রদান করিতেছি।' এই বলিয়া যদি যজমানপিতাকে পিণ্ড দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহার পিতার অনুগমনকারিগণের মধ্যে যজমানও একজন বলিয়া স্বয়ং তাঁহাকেও পিণ্ড প্রদত্ত হয় বলিয়া ধরিতে হইবে; কিন্তু তাহা উচিত নহে। অতএব শেষের মন্ত্রটুকু বলিতে হইবে না। ইহাই অস্পষ্ট সংবাক্যের তাৎপর্য্য।

এবং 'হে অমুক, ইহা আপনার!' ইহা (তাঁহার) প্রপিতামহের জন্য বলিবেন। তিনি তাহা ইহা হইতে প্রতিলোম ভাবে দান করেন, কেননা, পিতৃগণ প্র তি লো ম ভাবেই একবারে গমন করিয়াছেন।[৩৬]

২০। তিনি তখন জপ করেন—"হে পিতৃগণ, আপনারা এখানে হৃষ্ট হউন, এবং নিজ নিজ ভাগ লক্ষ্য করিয়া বৃষের ন্যায় আচরণ করুন!"[৩৭] তিনি ইহাতে এই বলেন যে 'আপনারা, নিজ নিজ ভাগ ভোজন করুন!'

২১। অনন্তর তিনি পরাঙ্মুখ হইয়া (অর্থাৎ পিণ্ডদানের বিপরীত দিকে মুখ করিয়া) ঘুরিয়া বসেন;[৩৮] কেননা, পিতৃগণ মনুষ্যসমূহের নিকট হইতে তিরোহিত হইয়া রহিয়াছেন, এবং তাহাতে (পরাঙ্মুখ হইয়া অবস্থানে, তাঁহাদের) তিরোধানই করা হয়। কেহ কেহ বলেন—তিনি (শ্বাসনিরোধ করিয়া) গ্লানি-পর্য্যন্ত (ঐ ভাবে) উপবেশন করিয়া থাকিবেন, কেননা, প্রাণ তাবৎ পর্য্যন্তই থাকে।' (কিন্তু) তিনি মুহূর্ত্ত কালই (সেই ভাবে) উপবেশন করিয়া—

২২। তাহার পর (পুনর্ব্বার পিণ্ডের) সমীপে গমন করেন[৩৯] ও (এই মন্ত্র) জপ করেন—"পিতৃগণ (এখানে) হৃষ্ট হইয়াছেন, এবং নিজ নিজ ভাগ লক্ষ্য করিয়া বৃষের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন।"[৪০]

---

৩৬। পিতৃভগাতের ক্রম এই—প্রথমে প্রপিতামহ, তাহার পর পিতামহ, এবং তাহার পর পিতা। অতএব এই ক্রমকে ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ প্রথম প্রপিতামহ, তার পর পিতামহ ও তদনন্তর পিতাকে পিণ্ডদান না করিয়া, প্রথমেই পিতা হইতে পিণ্ডদান আরম্ভ করিবার হেতু কি, ইহারই এখানে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। "ইহা হইতে" অর্থাৎ প্রপিতামহ হইতে পিণ্ডদানের যে ক্রম, তাহা হইতে। পিতৃগণ স্বর্গের দিকে গমন করায় এখান হইতে প্র তি লো ম গতিতে গিয়াছেন।

৩৭। মূল—"অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বম্; বা. স. ২. ৩১. ১; কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১৩। মহীধর "আবৃষায়ধ্বং" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"আবৃষায়ধ্বম্ সমন্তাদ্ বৃষবদ্ আচরত, যথা বৃষঃ স্বাভীষ্টং ঘাসং প্রাপ্য তৃপ্তিপর্য্যন্তং স্বীকারোতি, তদ্বৎ স্বীকুরুত;" অর্থাৎ বৃষ অভিলষিত ঘাস প্রাপ্ত হইয়া যেমন তৃপ্তিপর্য্যন্ত ভোজন করে, আপনারাও তেমনি তৃপ্তিপর্য্যন্ত ভোজন করুন।

৩৮। দক্ষিণমুখ হইয়া পিণ্ডদান করিতে হয়, অতএব তিনি উত্তরমুখ হইয়া ঘুরিয়া বসেন, ঘুরিবার সময় প্রদক্ষিণভাবে ঘুরিতে হয়। কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১৩।

৩৯। অর্থাৎ প্রদক্ষিণভাবে আবার প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পিণ্ডাভিমুখ হইয়া।

৪০। ৩৭শ টীকা দ্রষ্টব্য। বা. স. ২. ৩১. ২; কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১৪।

২৩। অনন্তর তিনি উদকপাত্র লইয়া (এইরূপে পিতৃগণকে মুখাদি) শোধন (অর্থাৎ ধৌত) করান—'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া যজমানের পিতাকে; 'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া যজমানের পিতামহকে; এবং 'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া যজমানের প্রপিতামহকে; যেমন কৃতভোজন ব্যক্তির (হস্তে লোকে জল) সেচন করে, ইহাও সেইরূপ।[৪১]

২৪। অনন্তর তিনি নীবি[৪২] খুলিয়া (অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক) নমস্কার করেন। নীবির দেবতা পিতৃগণ (অর্থাৎ নীবি পিতৃগণের তৃপ্তিকর),[৪৩] সেই জন্ম তিনি নিবি খুলিয়া নমস্কার করেন। নমস্কার-অর্থে পূজা (বা যজ্ঞ), অতএব তিনি ইহাতে তাঁহাদিগকে পূজার্হই (বা যজ্ঞার্হই) করিয়া থাকেন। তিনি ছয়বার নমস্কার করেন,[৪৪] কেননা ঋতু ছয়, এবং পিতৃগণ ঋতুসমূহস্বরূপ; অতএব তিনি ছয়বার নমস্কার করেন। তিনি জপ করেন[৪৫]—"হে পিতৃগণ, আমাদিগকে গৃহ দান

---

৪১। ১৬শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

৪২। নীবি-অর্থে পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্তভাগ, দশা।

৪৩। অগ্নেস্তর্বাধানং, বায়োর্বাতপানং, পিতৃণাং নীবিঃ"—তৈ. স. ৬, ১. ১. ৩।

৪৪। এস্থলে এই ছয়বার নমস্কারের ছয়টি মন্ত্র (বা. স. ২. ৩২. ১—৬. কা. শ্রৌ. ৪, ১ ১৫) পঠনীয়; যথা—(১) "হে পিতৃগণ, তোমাদের (বসন্তঋতুজাত) রসকে নমস্কার!" (২) "হে পিতৃগণ, তোমাদের (গ্রীষ্মঋতুজাত) শোষকে (শুষ্কতাকে) নমস্কার!" (৩) "হে পিতৃগণ, তোমাদের (বর্ষাঋতুজাত) জীবকে (জল অথবা বেগকে) নমস্কার!" (৪) "হে পিতৃগণ, তোমাদের (শরদৃঋতুজাত) অন্নকে নমস্কার!" (৫) "হে পিতৃগণ, তোমাদের (হেমন্তঋতুজাত) ঘোর (স্বভাবকে) নমস্কার!" (৬) "হে পিতৃগণ, তোমাদের (শিশিরঋতুজাত) ক্রোধ (-স্বভাবকে) নমস্কার! তোমাদিগকে নমস্কার!" এই অনুবাদ সায়ণানুসারে। মহীধর বলেন যে, পিতৃগণ ঋতুস্বরূপ বলিয়া (মূল ব্রাহ্মণেই এই কণ্ডিকায় ইহা উক্ত হইয়াছে) রসাদি-শব্দে তত্তদ্রূপ-বিশিষ্ট পিতৃগণকে নমস্কার করা হইয়াছে; যথা, "তে চ (ঋতবঃ) পিতৃণাং স্বরূপভূতাঃ, ঋতুভ্যো নমস্করোতি।" ইহার মতে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের অর্থ এইরূপ—"হে পিতৃগণ, তোমাদের রসকে (অর্থাৎ রসস্বরূপ বসন্তকে) নমস্কার।" অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে। পিতৃগণ ঋতুস্বরূপ বলিয়াই প্রচলিত শ্রাদ্ধবিধিতে প্রকৃতস্থলে পূর্ব্বোক্ত ঐ বৈদিক মন্ত্রের পরিবর্ত্তে এই পৌরাণিক মন্ত্রকে দেখিতে পাওয়া যায়—"ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞঋতবে নমঃ সদা॥ হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমোনমঃ॥"

৪৫। গৃহ, পত্নী, বা পিণ্ডসমূহকে দর্শন করিতে করিতে এই মন্ত্র জপ করিতে হয়—যাজ্ঞিকগণ।

করুন।" কেননা পিতৃগণ গৃহের ঈশ্বর, এবং ইহাই এই কর্ম্মের আশীঃ (শুভ-প্রার্থনা)।" অনন্তর তিনি (যজমান) পিণ্ডসমূহকে (পিণ্ডপাত্রে) পুনর্ব্বার স্থাপন করিয়া আঘ্রাণ করেন; এই (কর্ত্তব্য) অংশ (অর্থাৎ পিণ্ড-আঘ্রাণ) যজমানের। তিনি একবারে ছিন্ন (পূর্ব্বোক্ত আস্তীর্ণ বর্হিঃ-) সমূহকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, এবং উল্মুককেও (তাহাতে) ফেলিয়া দেন।"

---

৪৬। ইহার পর শ্রৌতসূত্রে এই কয়টি কার্য্যের বিধান দৃষ্ট হয়; যথা,—তিনি প্রতিপিণ্ডের উপর (তিনতিনখানি) সূত্র এই মন্ত্রে (বা. স. ২. ৩২. ১০) প্রদান করেন—"হে পিতৃগণ, এই তোমাদের বস্ত্র।" সূত্রের পরিবর্ত্তে কতকগুলি মেষরোম, বা মেষরোমনির্ম্মিত বস্ত্রের প্রান্ত, অথবা যে-কোন বস্ত্রের প্রান্ত ছেদন করিয়া দিতে পারা যায়। যজমানের বয়স যদি পঞ্চাশের অধিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তৎপরিবর্ত্তে তিনি হৃদয়ের পক লোম দিতে পারেন—কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১৬—১৮, ও বৃত্তি; আপ. শ্রৌ. ১. ১০. ১, টীকা; আপ. শ্রৌ. ১.১০.১, টীকা; আশ্ব. শ্রৌ. ২.৭.৬, বৌ. শ্রৌ. ৩. ১১,২—৩ পং। কেহ কেহ বলেন যে, বয়স ৩৬ বৎসর ৮ মাসের অধিক হইলে নিজের লোম প্রদান করিতে হয়। অনন্তর মন্ত্রবিশেষ উচ্চারণ করিয়া (বা. স. ২. ৩৪) পিণ্ডের উপর জলসেচন করিতে হয়।

৪৭। অনন্তর সূত্রে (কা. শ্রৌ. ৪.১.২২; দ্র:—আপ. শ্রৌ. ১. ১০.১০—১১; আশ্ব. শ্রৌ, ২. ৭. ১২—১৩) উক্ত হইয়াছে যে, পুত্রকামা যজমানপত্নী মধ্যম অর্থাৎ পিতামহের পিণ্ডকে এই মন্ত্রে (বা. স. ২. ৩৩) ভোজন করিবেন—"হে পিতৃগণ, ইহাতে পদ্মমালাধারী (অথবা অশ্বিনীকুমারের ন্যায়—মহীধর) পুত্ররূপ গর্ভকে সম্পাদন করুন, যাহাতে সে পুরুষ (অর্থাৎ পুরুষোচিতগুণযুক্ত) হইতে পারে।" এ স্থলে যাজ্ঞিকগণ বলেন যে, যদি যজমানের অনেক পত্নী থাকেন, তবে পিণ্ড বিভাগ করিয়া সকলকে দিতে হইবে। অপর পিণ্ডদ্বয়কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে, বা ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, অথবা জলে ফেলিয়া দিবে। পারাশর বলেন—মধ্যম পিণ্ডকে শ্রাদ্ধকারীর পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, বা স্নুষা, অথবা অপর কোন সগোত্রা স্ত্রী ভোজন করিবেন; অথবা ব্রাহ্মণেরা বা মহারোগগ্রস্ত (ক্ষয়, কুষ্ঠ ইত্যাদি মহারোগ) ব্যক্তি রোগোপশমনের জন্য গ্রহণ করিবেন (আশ্ব. শ্রৌ. ২.৭.১১); এবং অপর পিণ্ডদ্বয়কে অগ্নি বা জলে নিক্ষেপ করিবে, অথবা ব্রাহ্মণ, বা গো, বা ছাগকে প্রদান করিবে। জীবৎপিতৃকের পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে অধিকার নাই। শ্রৌতসূত্রের ভাষ্যকারগণ বলেন যে, ইহা দর্শযাগেরই অঙ্গ; কিন্তু সম্প্রদায় সেরূপ নহে।

# পঞ্চম ব্রাহ্মণ

[১ আ গ্র য় ণ ইষ্টি বিধানের জন্য প্রথমে তাহার কর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে ক হো ড় আচার্য্যের মতোল্লেখ; —২ যা জ্ঞ ব ল্ক্যে র মত, দেব ও অসুরগণের পরস্পর স্পর্দ্ধা, অসুরগণকর্ত্তৃক মনুষ্য ও পশুসমূহের উপজীব্য ওষধিসমূহের নাশ ও তাহাতে বিষলেপন, অনাহারে জীবসমূহের পরাভব ;—৩ ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া দেবগণের যজ্ঞ দ্বারা সেই উপদ্রব নিবারণের সঙ্কল্প ;—৪ উক্ত যজ্ঞ কাহার হইবে—এই মীমাংসায় দেবগণ প্রত্যেকেই 'আমার হইবে। আমার হইবে!' বলায় একটি লক্ষ্য স্থির করিয়া সকলের দৌড়াইবার প্রস্তাব হইল, এবং নির্ণীত হইল যে,যিনি জয়লাভ করিবেন,যজ্ঞ তাঁহারই হইবে। সকলেই দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন ;—৫ ঐ দৌড়ে ইন্দ্র ও অগ্নি জয় লাভ করায়.( আ গ্র য় ণে ) ঐ দুই দেবতার জন্য দ্বাদশকপালপক্ব পুরোডাশ প্রদেয়, ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট বিশ্বদেবগণের আগমন :—৬ ইন্দ্র ও অগ্নিকর্ত্তৃক তাঁহাদিগকে যজ্ঞে ভাগ প্রদান, বিশ্বদেবগণের জন্য চরুর ব্যবস্থা ;—৭ মতান্তরে বৈশ্বদেব চরু পুরাতন শস্যের বিধেয়,এই মত খণ্ডন করিয়া ঐন্দ্রাগ্ন পুরোডাশ ও বৈশ্বদেব চরু উভয়কেই নবশস্যের করিবার বিধি ;—৮ দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্য এক কপালে সংস্কৃত পুরোডাশের বিধি ;—৯ এই বিধির নিন্দা ;—১০ তাহার খণ্ডন ( এবং তাহা দ্বারা পূর্ব্ববিধিরই স্থাপন ), ঐ দোষ ক্ষালনের জন্য দ্যৌ ও পৃথিবীর আজ্য দ্বারা যাগের বিধান, তাহার যুক্তিপ্রদর্শন ;—১১ দেবগণ এই আগ্রয়ণের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অসুরকৃত ওষধিসমূহের ক্ষতিকে অপনয়ন করিয়াছিলেন ;—১২ আগ্রয়ণের ফলবর্ণনা, ইহাতে ওষধিসমূহ নীরোগ ও নিষ্পাপ হয়, এবং লোকেরা সেই ওষধিকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকিতে পারে ;—১৩ আগ্রয়ণে সেই বৎসরে প্রথম উৎপন্ন গোবৎসকে দক্ষিণারূপে দিতে হয়, ( কারণবিশেষে ) দর্শপূর্ণমাস অনুষ্ঠিত না হইলে চতুঃপ্রাশ্য ওদন পাক করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই আগ্রয়ণ অনুষ্ঠান করা হয় ;—১৪ তদ্বিষয়ে যুক্তি, ভোজনের পর ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি দক্ষিণাদান ; মতান্তরে যাঁহারা দর্শপূর্ণমাস ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা (নবশস্যের হবি দ্বারা, অথবা ভুক্তনবশস্য গাভীর দুগ্ধের দ্বারা ) সায়ং ও প্রাতে অগ্নিহোত্র হোম করিবেন, তাহাতেই আগ্রয়ণ-অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয়, এই মতের খণ্ডন। ]

১। তদ্বিষয়ে (অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ আ গ্র য় ণ-বিষয়ে )[১] কৌ ষী ত কি (কু ষী-

---

১। আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রের বৃত্তিকার ( ২.৯.১ ) বলিয়াছেন—"অগ্রে অয়নং ভক্ষণং যেন কর্ম্মণা তদাগ্রয়ণং;"অর্থাৎ যে কর্ম্মের দ্বারা প্রথমে নব শস্যের ভক্ষণ করা যায় তাহার নাম আ গ্র য় ণ। ইহা ত্রিবিধ ; শ্যামাকাগ্রয়ণ, ব্রীহ্যাগ্রয়ণ ও যবাগ্রয়ণ। ইহারা যথাক্রমে শ্যামাক, ব্রীহি ও যবের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে বলিয়াই ঐ নাম হইয়াছে। ইহার মধ্যে ব্রীহ্যাগ্রয়ণ ও যবাগ্রয়ণই প্রধান। শ্যামাকা-গ্রয়ণ বর্ষায়, ব্রীহ্যাগ্রয়ণ শরতে ও যবাগ্রয়ণ বসন্তে পূর্ণিমা বা অমাবস্যায়, অথবা শুক্লপক্ষের

ত কে র পুত্র ) ক হো ড় ং বলিয়াছেন—'এই ( ব্রীহিযবাদির ) রস দ্যৌ ও পৃথিবীর ; আমরা এই রসের ( অংশ ) দেবগণকে হোম করিয়া তাহার পর ইহা ভোজন করিব।' সেই জন্য তিনি আ গ্র য় ণ ইষ্টি দ্বারা যাগ করেন।

২। তদ্বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির পুত্র ; ইহারা পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। অনন্তর অসুরগণ 'আমরা ইহাতে দেবগণকে অভিভব করিতে পারি' এই মনে করিয়া, যে সকল (যবাদি) ওষধি মনুষ্যগণ ও যে সকল (তৃণাদি) ওষধি পশুগণ অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে, সেই উভয়বিধ ওষধিকে কোন স্থানে ( আভিচারিক ) ক্রিয়া[১] দ্বারা ( বিনষ্ট করিয়াছিল ), এবং কোন স্থানে বিষ দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া দিয়াছিল। অনন্তর মনুষ্যগণ ( তাহা ) ভোজন করিল না, এবং পশুসমূহও ( তাহাতে ) চরিল না ( অর্থাৎ তাহা ভক্ষণ করিল না ;) এবং ( এইরূপে ) জীবসমূহ অনশনে অত্যন্ত পরাভূত হইয়া পড়িল।

৩। দেবগণ তাহা শুনিতে পাইলেন যে, এই জীবসমূহ অনশনে পরাভূত হইতেছে। তাঁহারা ( পরস্পর ) বলিলেন—'অহো! আমরা ইহাদের ( এই উপদ্রবকে ) অপনয়ন[২] করিতে ইচ্ছা করি!' 'কাহার দ্বারা?' 'যজ্ঞের দ্বারা।' ( অনন্তর ) তাহাদের ( মনুষ্যাদির ) সম্বন্ধে যাহা বিষের ছিল, তাহা তাঁহারা যজ্ঞেরই দ্বারা বিধান করিলেন এবং ঋষিগণও তাহা করিলেন।

---

অপর কোন পুণ্য নক্ষত্রে অনুষ্ঠেয়। শ্যামাকাগ্রয়ণে সোমের জন্য শ্যামাকতণ্ডুলের চরু এবং ঋত্বিক্‌কে বস্ত্র দক্ষিণা প্রদত্ত হয়। ব্রীহ্যাগ্রয়ণ ও যবাগ্রয়ণে তিনটি করিয়া হবি হইয়া থাকে; যথা, (১) ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দ্বাদশ কপালে নূতন ব্রীহি বা যবের তণ্ডুলনির্ম্মিত পক্ব পুরোডাশ ; (২) বিশ্বদেবগণের জন্য ঐ তণ্ডুল-নির্ম্মিত চরু ; (৩) এবং দ্যাবা-পৃথিবীর জন্য ঐ তণ্ডুলেরই একটিমাত্র কপালে পক্ব পুরোডাশ। ইহাতে ঋত্বিক্‌কে বৎসরের প্রথমজাত বৃষ দক্ষিণা দিতে হয়। ইহা ভিন্ন গ্রীষ্ম ঋতুতে নবপক্ব বংশশস্যের দ্বারাও এক আগ্রয়ণ বিধি আছে (কা, শ্রৌ. ৪.৬.১৭ )। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪. ৬ অধ্যায়। বৈদিক আগ্রয়ণ ও নবান্ন প্রচলিত নবান্ন একই। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ অনুবাদকের লিখিত "বৈদিক শারদোৎসব" প্রব ( প্রবাসী, ১৩১৫, কার্ত্তিক ) দ্রষ্টব্য।

২। সায়ণভাষ্যে ক হো ল পঠিত হইয়াছে ; ড—ল।

১ "কৃত্যয়া ;" "কৃত্যয়া ব্যাপাদয়িত্বা"—ইতি সায়ণ ; 'magic'—Eggeling.

২ "অপজিঘাংসাম ;" কাণ্বপাঠ—"অপহনাম।"

৪। তাঁহারা বলিলেন—'( আমাদের মধ্যে ) কাহার ইহা ( যজ্ঞ-হবিঃ ) হইবে ?' তাঁহারা ( সকলেই ) 'আমার ! আমার !' করিয়া তদ্বিষয়ে একমত হইতে পারিলেন না। একমত হইতে না পারিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে, 'আমরা এই বিষয়ে ( গন্তব্যসীমা নির্দ্দেশ করিয়া ) দৌড়াইব,[5] এবং যে ব্যক্তি ( অপর সকলের উপর ) জয়লাভ করিবে, তাঁহারই ইহা হইবে।' 'তাহাই ( হউক ) !' বলিয়া তাঁহারা তখন দৌড়িলেন।

৫। ( তাহাতে ) ইন্দ্র ও অগ্নি জয়লাভ করিলেন এবং সেই জন্য ( আগ্রয়ণে ) ইন্দ্র ও অগ্নির নিমিত্ত দ্বাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশ ( বিহিত ) হইয়া থাকে ;[6] কারণ ইন্দ্র ও অগ্নিই ইহার ভাগকে জয় করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও অগ্নি যখন জয় লাভ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন বিশ্বদেবগণ ( সেখানে ) সমাগত হইলেন।

৬। ইন্দ্র ও অগ্নি ক্ষত্র ( ক্ষত্রিয়জাতি ), এবং বিশ্বদেবগণ বিট্ ( অর্থাৎ সাধারণ প্রজা বা বৈশ্যজাতি, "বিশঃ" ) ; ক্ষত্র যেখানে জয়লাভ করে, বিট্ সেখানে তাহাতে ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; (সেই জন্য) তাঁহারা (ইন্দ্র ও অগ্নি ) বিশ্ব দেবগণকে তাহাতে ভাগযুক্ত করিয়াছিলেন ; এবং সেই নিমিত্ত (আগ্রয়ণে) বিশ্বদেবগণের জন্য চরু ( বিহিত ) হইয়া থাকে।

৭। ( কেহ কেহ ) বলেন—'তিনি তাহা ( বৈশ্বদেব চরু ) পুরাতন ( ব্রীহি-প্রভৃতি শস্যের) করিবেন ; কেননা, ইন্দ্র ও অগ্নি ক্ষত্র, এবং (তিনি মনে করেন যে, যদি আমি নূতন ব্রীহি দ্বারা বৈশ্বদেব চরু নির্ম্মাণ করি, তাহা হইলে সাধারণ প্রজা বা বৈশ্যভূত বিশ্বদেবগণকে ইন্দ্র ও অগ্নি-রূপ ক্ষত্রের সমান স্থানে) আরোহণ করাইয়া ফেলিব।' কিন্তু তাহা উভয়ই ( পুরোডাশ ও চরু ) নব ( শস্যের ) হইবে ; কেননা, ( তাহাদের উভয়ের ) একটি পুরোডাশ ও অপরটি চরু, এই যে ( পার্থক্য ), তাহাতেই ( সাধারণ প্রজা বা বৈশ্যজাতি ) ক্ষত্রের ( সমান স্থানে ) আরোহণ করিতে পারে না। অতএব উভয়ই নব ( শস্যের ) হইবে।

---

৫। "আজিমেবাস্মিন্নজামহৈ ;" অনুবাদ সায়ণ-মতে।

৬। কা. শ্রৌ. ৪,৬.২।

৮। বিশ্বদেবগণ বলিয়াছিলেন—'এই (শস্তরূপ) রস দ্যৌ ও পৃথিবীর অন্নে! আমরা ইহাতে তাঁহাদিগকে ভাগযুক্ত করিব!' (তদনুসারে) তাঁহারা তাঁহাদিগের জন্য দ্যৌ ও পৃথিবীকে সমর্পণীয় এই এককপালসংস্কৃত পুরোডাশকে ভাগরূপে বিধান করিয়া দিলেন। সেই জন্য দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্য এককপাল সংস্কৃত পুরোডাশ (বিহিত) হইয়া থাকে। ইহাই (এই পৃথিবীই) তাহা (পুরোডাশের) কপাল,[7] এবং ইহা একটিই; সেই জন্য (ঐ পুরোডাশ একটি কপালে সংস্কৃত হইয়া থাকে।

৯। তাহার[8] একটি পরিবাদ (নিন্দা) আছে; যে কোন দেবতার জন্য (যাগে) হবি গৃহীত হয় সর্ব্বত্রই স্বিষ্টকৃৎ (অগ্নি) ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু তিনি ইহাকে (ঐ পুরোডাশকে) সমস্তই হোম করিয়া ফেলেন, স্বিষ্টকৃতের জন্য (কিছুই তাহা হইতে) কর্ত্তন করেন না; ইহাই পরিবাদ; আবার (ঐ এককপাল-পুরোডাশ) হুত (হইলেও) ফিরিয়া আসে।

১০। তদ্বিষয়ে তাঁহারা বলিয়া থাকেন—'এই এককপাল (পুরোডাশ) ঘুরিয়া আসিয়াছে; ইহা রাষ্ট্রকে মোহযুক্ত করিবে।' ইহা তাহার কোনে পরিবাদ নহে,[10] কেননা, আহবনীয় সমস্ত আহুতির প্রতিষ্ঠা; (অতএব) তাহা যদি আহবনীয়কে প্রাপ্ত হইয়া দশবারও ফিরিয়া আসে, তবুও তাহা আদর (গ্রাহ্য) করিবে না। আর যদি অন্যেরা বলেন যে, 'কে সেই (উভয় দোষের) সম্মিলন স্বীকার করিবে,[11] তাহা হইলে তিনি আজ্যেরই দ্বারা যাগ করিবেন

---

৭। পুরোডাশ-পাক বস্তুতঃ পৃথিবীরই উপর হইয়া থাকে বলিয়া পৃথিবী তাহার কপালস্বরূপ

৮। এককপালসংস্কৃত পুরোডাশের।

৯। দ্রঃ—১. ৬. ১. ৭।

১০। এককপাল-পুরোডাশের দুইটি দোষ স্বীকৃত হইয়াছে; প্রথম, তাহাতে স্বিষ্টকৃতের ভা[গ] থাকে না; দ্বিতীয়, তাহা হুত হইলেও ফিরিয়া আসে। এখানে দ্বিতীয় দোষেরই খণ্ডন কর[া] হইতেছে।

১১। অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত পুরোডাশ যে ফিরিয়া আসে, তাহা অগ্রাহ্য করিলেও, বস্তুত তাহা দোষ থাকিয়াই যায়, এবং স্বিষ্টকৃতের অংশ থাকে না বলিয়া ইহাও এক দোষ রহিয়াছে, এ[ই] উভয় দোষকে কে স্বীকার করিতে যাইবে।

কেননা, আজ্য এই দ্যৌ ও পৃথিবীর প্রত্যক্ষ[12] রস ; তিনি ইহাতে তাঁহাদিগকে (দ্যৌ ও পৃথিবীকে, তাঁহাদের) স্বকীয় ও সারভূত রসে প্রীত করিতে পারেন ; অতএব তিনি আজ্যেরই দ্বারা যাগ করিবেন।[13]

১১। দেবগণ এই যজ্ঞেরই দ্বারা যাগ করিয়া মনুষ্যগণ ও পশুগণের উপ-জীব্য উভয়বিধ ওষধির কোনো স্থানে (সেই আভিচারিকী) ক্রিয়া, ও কোন স্থানে (সেই বিষকে) অপনয়ন করিয়াছিলেন ; এবং তদনন্তর মনুষ্যগণ তাহা ভোজন করিয়াছিল, ও পশুগণ তাহাতে চলিয়াছিল।[14]

১২। তিনি যে ইহার (আগ্রয়ণের) দ্বারা যাগ করেন, তাহাতেই কেহ তাঁহার (ওষধিসমূহকে) সেইরূপে (আভিচারিকী) ক্রিয়া দ্বারা (নষ্ট), বা কোন স্থানে বিষ দ্বারা লিপ্ত করে না। দেবগণ তাহা করিয়াছিলেন বলিয়া ইনিও তাহা করেন, এবং দেবগণ (নিজেদেরই জন্য) যে ভাগ বিধান করিয়াছিলেন, তিনিও ইহাতে তাঁহাদের সেই ভাগ বিধান করেন। এই যে-ওষধিসমূহকে মনুষ্যগণ, ও যে-ওষধিসমূহকে পশুগণ অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে, এই উভয় ওষধিগণকে তিনি ইহাতে রোগহীন ও পাপহীন করিয়া থাকেন, এবং এই লোকসমূহ রোগহীন ও পাপহীন তৎসমুদয়কে অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিত থাকে। সেই জন্য তিনি ইহার দ্বারা যাগ করিয়া থাকেন।

১৩। তাহার দক্ষিণা (সেই বৎসরের) প্রথমজাত গো (-বৎস) হইয়া থাকে ; কেননা, ইহা (গাভীগণের) অগ্রজাত (ফলস্বরূপ)। তিনি যদি পূর্ব্বে (সোম) যাগ করিয়া থাকেন, বা দর্শ-পূর্ণমাস দ্বারা যাগ করেন, তবে তাহার (সেই যাগের) পরেই ইহার (আগ্রয়ণ) দ্বারা যাগ করিবেন, আর যদি তিনি (পূর্ব্বে দর্শ-পূর্ণমাস)

---

১২। আজ্য দ্রবরূপ বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষ রস ; কিন্তু ব্রীহি ও যব কঠিন বলিয়া প্রত্যক্ষ-ভাবে রস নহে, তাহা পরোক্ষভাবে রস।

১৩। কা. শ্রৌ. ৪. ৬. ৬।

১৪। আগ্রয়ণেষ্টির উপাদেয়তা-প্রদর্শনের জন্য এখানে পূর্ব্ব প্রক্রান্ত আখ্যায়িকা আবর্তন করিয়া দেখা হইল যে, দেবগণও ইহা দ্বারা বর্ণিত প্রকার ফল পাইয়াছিলেন।

১৫। কা. শ্রৌ. ৪. ৬. ৮।

১৬। মূল আগ্রয়ণ যেমন অ গ্র জাত শস্যে সম্পাদিত হয়, ইহার দক্ষিণাও সেইরূপ অ গ্র জাত গো বৎস দ্বারা সম্পাদ্য।

যাগ না করিয়া থাকেন,[১৭] তাহা হইলে তাঁহারা অন্বাহার্যপচনে (দক্ষিণ অগ্নিতে) চাতুষ্প্রাশ্য-ওদন পাক করিবেন, এবং ( চারি জন ) ব্রাহ্মণ তাহা ভোজন করিবেন।"

১৪। দেবগণ দ্বিবিধ ; (স্বয়ং) দেবগণ দেব, আর যে সকল ব্রাহ্মণ (বেদ) শ্রবণ করিয়াছেন ও অনূচান,[১৮] তাঁহারা মনুষ্যদেব। বষট্কারে (দেবগণকে) প্রদান করিলে, ও ( স্বধাকারে ) হোম করলে যেমন হয়, ইহাও ( উক্ত ব্রাহ্মণ-ভোজনও ) তাঁহার সেইরূপ হইয়া থাকে। তিনি তখন যাহা পারেন ( তাঁহাদিগকে ) প্রদান করিবেন ; কেননা, উক্ত হইয়া থাকে যে, ( ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত ) হবি দক্ষিণাহীন হয় না। তিনি অগ্নিহোত্রে ( নবশস্যের হবি দ্বারা, বা ভুক্তনবশস্য গাভীর দুগ্ধের দ্বারা )[১৯] হোম করিবেন না, কেননা, তিনি তাহাতে ( অগ্নিহোত্রের দেবগণের সহিত আগ্রয়ণ-দেবগণের ) বিবাদ উৎপাদন করিয়া ফেলেন ; এবং আগ্রয়ণ অন্য ও অগ্নিহোত্র অন্য। অতএব তিনি অগ্নিহোত্রে হোম করিবেন না।

---

১৭। অনুবাদ সায়ণানুসারে। সূতক, বা শুক্রান্তপ্রভৃতি-নিমিত্ত যদি দর্শ-পূর্ণমাস পরে অনুষ্ঠান করিতে হয়, এবং ইহারই মধ্যে আগ্রয়ণ-কাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আগ্রয়ণ অনুষ্ঠান না করিয়া চাতুষ্প্রাশ্য-ওদন ( ৩-৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) পাক করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে, এবং তাহাতেই আগ্রয়ণ-অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে। দ্রঃ—"দর্শপূর্ণ-মাসান্ অনীজানো দক্ষিনাগ্নিপকং চাতুষ্প্রাশ্যং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, কিঞ্চিদ্ দক্ষিণাং দদ্যাৎ"—কা. শ্রৌ. ৪. ৬. ১০, বৃত্তি।

১৮। "অনূচানঃ," অনু + √বচ্ + কানচ্, যিনি বেদের অনুবচন অর্থাৎ উচ্চারণ করিয়াছেন, সাঙ্গবেদবিচক্ষণ, "অনূচানো বিনীতে স্যাৎ সাঙ্গবেদবিচক্ষণে"—মেদিনী ; সায়ণ বলেন—"অনুগতানুষ্ঠানপরঃ।"

১৯। কাত্যায়ন ( ও আপস্তম্বপ্রভৃতি ) শ্রৌতসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি কেবল অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করেন, ( আর দর্শ-পূর্ণমাস অনুষ্ঠান করেন না,—দ্রঃ কা. শ্রৌ. ৪. ২. ৪৬. ), তিনি আগ্রয়ণের সময়ে সায়ং ও প্রাতঃকালে নব ( ব্রীহিযবাদির ) দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করিবেন ; ( ইহাতেই আগ্রয়ণ অনুষ্ঠান করা হয় )। গাভীকে নূতন যব বা ব্রীহি ভোজন করাইয়া সেই গাভীর দুগ্ধ দ্বারাও সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম করিতে পারা যায়। কা. শ্রৌ. ৪. ৬. ১১—১২। কেহ কেহ বলেন যাঁহারা দর্শ-পূর্ণমাস ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারাও এইরূপে আগ্রয়ণ করিতে পারেন, কেননা শাখান্তরে এই বিধি সাধারণ ভাবে উক্ত হইয়াছে—ঐ বৃত্তি।

# চতুর্থ প্রপাঠক

## প্রথম ব্রাহ্মণ

১। [দা ক্ষা য় ণ য জ্ঞ বিধানের জন্ত আখ্যায়িকা—প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া ইহার দ্বারা যাগ করিয়া প্রজা ও পশু প্রভৃতি লাভ করিয়াছিলেন ;—২ দ ক্ষ প্রজাপতি প্রথমে তাহা দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম দা ক্ষা য় ণ যজ্ঞ, কেহ কেহ ইহাকে ব সি ষ্ঠ য জ্ঞ বলেন, এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফল ও বিধি ;—৩ অনন্তর শৈ ক্র প্র তী দ র্শ তাহা অনুষ্ঠান করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হন, তদুদ্দেশে তাহার বিধান ;—৪ অনন্তর সা ঞ্জ´ য় স্থ প্লা তাহা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার স হ দে ব নামে প্রসিদ্ধ হইবার কারণ, তাঁহার উদ্দেশে ঐ যজ্ঞের ,বিধান ;—৫ অনন্তর শ্রৌ ত র্ষ দে ব ভা গ তাহা অনুষ্ঠান করেন, তিনি কু রু ও প ঞ্চা ল জনপদের পুরোহিত ছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে ঐ যজ্ঞের বিধান ;—৬ অনন্তর পা র্ব্ব তি দ ক্ষ তাহা অনুষ্ঠান করেন, দা ক্ষা য় ণ-গণের তজ্জন্ত এখনো রাজ্যপ্রাপ্তি, দাক্ষায়ণ যজ্ঞ দুই দিনে সমাপ্ত হয়, ইহার এক-একদিনে এক-একটি পুরোডাশ হইয়া থাকে, ইহার ফল, পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যায় দুই-দুই দিন করিয়া যাগ করিবার ফল ;—৭ পূর্ণমাসে পূর্ব্বদিন অগ্নি ও সোমের জন্ত (অগ্নীষোমীয়) পুরোডাশ হয়, তাহার ফল ;—৮ পরদিন অগ্নির (আগ্নেয়) পুরোডাশ ও ইন্দ্রের জন্ত (ঐন্দ্র) সান্নায্য হয়, ইহার ফল ;—৯ দর্শে প্রথম দিন ইন্দ্র ও অগ্নির জন্ত (ঐন্দ্রাগ্ন) পুরোডাশ হয়, ইহার ফল ;—১০ পরদিন প্রাতে অগ্নির পুরোডাশ এবং মিত্র ও বরুণের জন্ত (মৈত্রাবরুণী) প য় স্যা (ছানা) হবি হইয়া থাকে ;—১১ পৌর্ণমাসীতে পূর্ব্বদিন অগ্নিষোমীয় পশুবধ করার ফলপ্রাপ্তি হয় ;—১২ পৌর্ণমাসীর পরদিনে কর্ত্তব্য আগ্নেয় পুরোডাশ ও ঐন্দ্র সান্নায্য যথাক্রমে সোমযাগের প্রাতঃসবন ও মধ্যন্দিন-সবন-স্বরূপ হয় ;—১৩ অমাবস্যার পূর্ব্ব দিনের ঐন্দ্রাগ্ন পুরোডাশ সোমযাগের তৃতীয় সবন-স্বরূপ ;—১৪ অমাবস্যার পরদিনে কর্ত্তব্য আগ্নেয় পুরোডাশের দ্বারা মূল যজ্ঞ হইতে বিযুক্ত হওয়া যায় না, মৈত্রাবরুণ পয়স্যা সোমযোগে হননীয় বন্ধ্যা গাভী-স্বরূপ, অতএব সোমযাগের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, পূর্ব্বোক্তরূপে দাক্ষায়ণ যজ্ঞের দ্বারাও সেই ফল লাভ করিতে পারা যায় ;—১৫-১৬ পূর্ণমাসে অগ্নীষোমীয় পুরোডাশ ও ঐন্দ্র সান্নায্যের প্রকারান্তরে প্রশংসা, অগ্নীষোমীয় যাগের দ্বারাই ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, যজমানও এইরূপ শত্রুকে বধ করিতে পারেন, বৃত্রবধ করার পর ইন্দ্রকে সান্নায্য দেওয়া হইয়াছিল, যে ব্যক্তি এরূপ জানিয়া সান্নায্য প্রদান করেন, তিনি সত্বরে পাপ দূর করিতে পারেন, অগ্নীষোমীয় যাগ সোমাভিষবস্বরূপ, সান্নায্য দ্বারা সেই সোম তীব্র হয় ও তাহাতে তাহা দেবগণের রুচিকর হয় ;—১৭-১৮ অমাবস্যায় পূর্ব্বদিন অনুষ্ঠেয় ঐন্দ্রাগ্নযাগের প্রশংসা, পরদিন অনুষ্ঠেয় আগ্নেয় পুরোডাশের উদ্দেশ-বর্ণন, মৈত্রাবরুণ পয়স্যা দ্বারা মিত্র ও বরুণের

প্রীতিসাধন, বরুণ শুক্লপক্ষস্বরূপ ও মিত্র কৃষ্ণপক্ষস্বরূপ, অমাবস্যায় মিত্র বরুণে রেত সে করেন ও তাহা হইতে চন্দ্র জাত হয় ;—২০ মূল দর্শের দৃষ্টান্তে দাক্ষায়ণযাগে অমাবস্যার পরদিন ঐন্দ্রাগ্ন সান্নায্য অনুষ্ঠেয় নহে, ঐস্থলে মৈত্রাবরুণ পয়স্যাই বিধেয়—ইহারই প্রতিপাদন ;—২১ বাজিন-(ছানার জল) হোমবিধানের জন্য পয়স্যার সহিত তাহার প্রশংসা ;—২২ বা জি গ ণে র উদ্দেশ্যে বাজিন-হোম ও তাহার প্রশংসা ;—২৩ বাজিন-হোমের কাল ও অগ্নির স্থান-বিধান ;—২৪ দিক্ প্রভৃতির উদ্দেশে অগ্নিতে অবশিষ্ট বাজিনের দীর্ঘধারা প্রদান ;—২৫ অবশিষ্ট অংশ যজমানপ্রভৃতি ভক্ষণ করেন । ]

১। পূর্ব্বে প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া এই (বক্ষ্যমাণ) যজ্ঞের দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন ; (তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, 'ইহা দ্বারা) আমি প্রজা ও পশু-সমূহে বহু হইয়া উঠিব, শ্রী প্রাপ্ত হইব, ও যশস্বী হইয়া অন্নভোজী হইব !'

২। তিনি (প্রজাপতি) দ ক্ষ নামে (প্রসিদ্ধ ছিলেন) ; এবং তিনি ইহা দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম দা ক্ষা য় ণ য জ্ঞ ।[1] কেহ কেহ ইহাকে

---

১। গুণবিশেষ বিধান করিয়া পূর্ব্বোক্ত দর্শ ও পূর্ণমাসকেই দা ক্ষা য় ণ য জ্ঞ বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহার বুৎপত্তি মূল ব্রাহ্মণেই (২য় ও ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায়) উক্ত হইয়াছে। মূল দর্শপূর্ণ মাসের ন্যায় ইহাও দিনদ্বয়সাধ্য। মূল দর্শ-পূর্ণমাসে পূর্ব্বদিন ব্রত গ্রহণ করিয়া পরদিন প্রধান কার্য্য করিতে হয়, কিন্তু দাক্ষায়ণ যজ্ঞে উভয় দিনেই বিশেষ বিশেষ হবি প্রদান করিতে হয়। দ্বিতীয় দিবসে মূল পূর্ণমাসে অগ্নির জন্য একটি (আগ্নেয়), এবং অগ্নি ও সোমের জন্য আর একটি (অগ্নীষোমীয়) এই দুইটি পুরোডাশ ; এইরূপ মূল দর্শে দ্বিতীয় দিবসে অগ্নির জন্য একটি (আগ্নেয়) পুরোডাশ, এবং ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য আর একটি (অগ্নীষোমীয়) পুরোডাশ, অথবা ইন্দ্রের (বা মহেন্দ্রের) জন্য সান্নায্য, এই দুইটি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে দাক্ষায়ণযজ্ঞে পূর্ণিমার প্রথম দিনে অগ্নি ও সোমের পুরোডাশ, এবং দ্বিতীয় দিনে অগ্নির পুরোডাশ ও ইন্দ্রের সান্নায্য ; অমাবস্যার প্রথম দিবসে ইন্দ্র ও অগ্নির পুরোডাশ, এবং দ্বিতীয় দিবসে অগ্নির পুরোডাশ, ও মিত্র ও বরুণের পয়স্যা হইয়া থাকে। দাক্ষায়ণ যজ্ঞে পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উল্লিখিত হবি প্রদান করিয়া অপরাহ্নে ব্রতগ্রহণ, ব্রতোপযোগী দ্রব্যের ভোজন, পলাশশাখার ছেদন, গাভীর নিকট হইতে বৎসকে পৃথক্ করিয়া বন্ধন ইত্যাদি কার্য্য করিতে হয়। পর দিন সূর্য্য উদিত হইলে ব্রহ্মাকে বরণ করিয়া প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ করা হয়।

দর্শ ও পূর্ণমাস ত্রিংশৎ (৩০) বৎসর পর্য্যন্ত করিবার নিয়ম (কা. শ্রৌ. ৪. ২. ৪৭) কিন্তু এই দাক্ষায়ণ যজ্ঞ পঞ্চদশ (১৫) বৎসরমাত্র করিবার নিয়ম। ইহা পরে উক্ত হইবে, এবং যুক্তিও প্রদর্শিত হইবে ; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বস্তুত এক-একটি দাক্ষায়ণযজ্ঞে দুই-দুইটি দর্শ ও পূর্ণমাস

ব সি ষ্ঠ য জ্ঞ বলিয়া থাকেন ; কেননা, তিনি (প্রজাপতি) ব সি ষ্ঠ ( বসুমত্তম, বসিষ্ঠতম বসু বা ধন-শালী) ; এবং তদনুসারেই তাঁহারা ইহাকে (ব সি ষ্ঠ য জ্ঞ) বলেন। তিনি ( দ ক্ষ অথবা ব সি ষ্ঠ প্রজাপতি ) এই যজ্ঞ দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন ; এবং তখন এই যজ্ঞ দ্বারা যাগ করিয়া প্রজাপতির এই যে, (প্রজাগণের) উৎপত্তি ও এই যে শ্রী হইয়াছিল,—যিনি এইরূপ জানিয়া এই যজ্ঞ দ্বারা যাগ করেন, তিনি সেই উৎপত্তিকে উৎপাদন করেন, এবং সেই শ্রীকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। অতএব তিনি ইহার দ্বারা যাগ করিবেন।

৩। শৈ খ ণ্ড ( শি খ ণ্ড-পুত্র ) প্র তী দ র্শ তাহার পর তাহা ( ঐ যজ্ঞ ) দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন ; এবং যাহারা তাঁহাকে প্রতিক্ষিপ্ত ( অভিভূত ) করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই তিনি বিশিষ্ট ( প্রামাণিক ) বচনের[২] ন্যায় হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া ইহার ( দাক্ষায়ণ যজ্ঞের ) দ্বারা যাগ করেন, তিনি বিশিষ্ট বচনেরই ন্যায় হইয়া থাকেন। অতএব তিনি তাহা দ্বারা যাগ করিবেনই।

৪। সা ঞ্জ য় ( সৃ ঞ্জ য়-পুত্র ) সু প্লা[৩] ব্রহ্মচর্য্য ( করিবার জন্য ) তাঁহার (প্র তি দ র্শে র) নিকটে আগমন করিয়াছিলেন ; সেই জন্য তিনি তাঁহাকে এই (দাক্ষায়ণ) ও অপর[৪] যজ্ঞ অনুক্রমে বলিয়াছিলেন ( শিক্ষা দিয়াছিলেন ) ; এবং তিনি (সু প্লা) তাহা অনুক্রমে উচ্চারণ করিয়া (অর্থাৎ অধ্যয়ন করিয়া) পুনরায় সৃ ঞ্জ য় (জনপদে) গমন করিয়াছিলেন। সৃ ঞ্জ য় (জনপদবাসি-)গণ

---

অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ( এই ব্রাহ্মণে ৭ম টীকা দ্রষ্টব্য ) ; অতএব ত্রিশটি দর্শ-পূর্ণমাসের কাজ পনেরটি দাক্ষায়ণযজ্ঞেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্য যেখানে দর্শ-পূর্ণমাস ত্রিশ বৎসর যাবৎ অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে দাক্ষায়ণযজ্ঞের পনের বৎসর যাবৎ অনুষ্ঠান হওয়াই সঙ্গত। দ্রঃ—১১. ১. ২. ১৩ ; কা. শ্রৌ. ৪. ২. ৪৭-৪৮ ; ৪. ৩. ৩, বৃত্তি। আবার কেবল এক বৎসরমাত্র করিলেও হয় ; কিন্তু পঞ্চদশ বর্ষ যাবৎ যতগুলি ইষ্টি হইতে পারে, ততগুলি নিয়মানুসারে এক বৎসরের মধ্যেই অবশ্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কা. শ্রৌ. ৪. ৪. ২৯ ; তুল :—৪. ২. ৪৯।

২। "নিবচনম্ ইব ;" "বিশিষ্টবচনং পক্ষপাতবচনম্"—সায়ণ, অর্থাৎ অনুকূলবাক্য।

৩। সু প্ল ন্ শব্দ।

৪। অর্থাৎ সৌ ত্রা ম ণী ; দ্রষ্টব্য—১২. ৪. ১, ৩।

জানিলেন যে, 'ইনি আমাদের জন্য যজ্ঞকে অধ্যয়ন করিয়া আগত হইয়াছেন!' তাঁহারা বলিলেন—'যিনি আমাদের জন্য যজ্ঞকে অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছেন,সেই (ইনি) আমাদের নিকট দে ব গ ণে র স হি ত ই ("সহ দেবৈঃ") আসিয়াছেন!' তিনি (ইহাতে) স হ দে ব সা র্ঞ্জ য় (নামে প্রসিদ্ধ) হইয়াছেন; তাহাই এখনো উক্তি ("নিবচনং") আছে যে, 'ওহে ("অরে"), সু প্লা অপর নাম ধারণ করিয়াছিলেন!' তিনি ইহারই দ্বারা যাগ করায় সৃ ঞ্জ য় (জনপদের) যে প্রজোৎপত্তি ও শ্রী হইয়াছিল,—যিনি এইরূপ জানিয়া এই যজ্ঞের দ্বারা যাগ করেন,—তিনি সেই প্রজোৎপত্তিকে উৎপাদন করেন, ও সেই শ্রীকে প্রাপ্ত হন। অতএব তিনি ইহার দ্বারা যাগ করিবেন।

৫। তাহার পর শ্রৌ ত র্ষ (শ্রু ত র্ষি-পুত্র) দে ব ভা গ ইহার দ্বারা যাগ করেন। তিনি কু রু ও সৃ ঞ্জ য় উভয় (জনপদেরই) পুরোহিত ছিলেন। যিনি একটি রাষ্ট্রের পুরোহিত হইতে পারেন, তাঁহার ত তাহাই পরম উৎকর্ষ,[৫] কিন্তু যিনি দুইটি (রাষ্ট্রের পুরোহিত হইতে পারেন), তাঁহার পরম উৎকর্ষ-সম্বন্ধে আর কি (বক্তব্য আছে)। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া এই যজ্ঞদ্বারা যাগ করেন, তিনি পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হন। অতএব তিনি ইহা দ্বারা যাগ করিবেন।

৬। তাহার পর পা র্ব তি (প র্ব ত-পুত্র) দ ক্ষ ইহার দ্বারা যাগ করেন, (সেই জন্য) এখনো দা ক্ষা য় ণ (দ ক্ষ সন্তানগণ) রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া আছেন। যিনি এইরূপ জানিয়া ইহার দ্বারা যাগ করেন, তিনি রাজ্যলাভ করিয়া থাকেন। অতএব তিনি ইহা দ্বারা যাগ করিবেন। তাহাতে প্রতিদিন এক-একটি পুরোডাশ হয়;[৬] এবং ইহাতে তাঁহার শ্রী শত্রুদ্বারা অনুপপীড়িত হইয়া থাকে।

৫। "পরমতা;" তুলঃ—বৌদ্ধ পা র মী।

৬। অর্থাৎ যাগের উভয় দিনের মধ্যে এক-এক দিনে এক-একটি পুরোডাশ হইবে। পূর্ণমাসে দুইটি পুরোডাশ, একটি অগ্নির (আগ্নেয়), ও অপরটি অগ্নি ও সোমের (আগ্নীষোমীয়); এবং অমাবাস্যাতেও দুইটি, একটি অগ্নির (আগ্নেয়) ও অপরটি ইন্দ্র ও অগ্নির (ঐন্দ্রাগ্ন)। প্রতিযাগে এই দুই-দুইটি পুরোডাশের মধ্যে পূর্ণমাসে প্রথম দিন অগ্নি ও সোমের এবং দ্বিতীয় দিনে অগ্নির পুরোডাশ প্রদেয়; এইরূপ অমাবাস্যাতেও প্রথম দিন ইন্দ্র ও অগ্নির, এবং পরদিন অগ্নির পুরোডাশ দা বা।

তিনি পৌর্ণমাসীর দুই দিন ও অমাবস্যার দুই দিন যাগ করেন;[৭] কেননা, দুই-এ মিথুন হয়, এবং ইহাতে ইহাকে উৎপাদক মিথুনই করা হইয়া থাকে।

৭। তিনি যে পৌর্ণমাসীতে পূর্ব্বদিন অগ্নি ও সোমের (অর্থাৎ অগ্নীষোমীয় পুরোডাশের) দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে দুইটি দেবতা থাকে; দুই-এ মিথুন হয়, এবং ইহাতে ইহা উৎপাদক মিথুন হইয়া থাকে।

৮। অনন্তর (পরদিন) প্রাতে অগ্নির (আগ্নেয়) পুরোডাশ, ও ইন্দ্রের (ঐন্দ্র) সান্নায্য হয়; তাহাতে দুইটি দেবতা থাকে; দুই-এ মিথুন হয়, এবং ইহাতে ইহা উৎপাদক মিথুনই করা হইয়া থাকে।

৯। আর যে তিনি অমাবাস্যার পূর্ব্বদিনে ইন্দ্র ও অগ্নির (ঐন্দ্রাগ্ন পুরোডাশের) দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে দুইটি দেবতা থাকে; দুই-এ মিথুন হয়, এবং ইহাতে ইহা উৎপাদক মিথুনই করা হইয়া থাকে।

১০। অনন্তর (পরদিন) প্রাতে অগ্নির (আগ্নেয়) পুরোডাশ, এবং মিত্র ও বরুণের (মৈত্রাবরুণী) পরস্যা[৮] হয়। (যেহেতু তিনি মনে করেন যে),

---

৭। আক্ষরিক—'তিনি দুইটি পৌর্ণমাসী ও দুইটি অমাবাস্যা যাগ করেন'—"স বৈ দ্বে পৌর্ণমাস্যৌ যজতে দ্বে অমাবাস্যে।" আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে "দ্বে পৌর্ণমাস্যে দ্বে অমাবাস্যে যজেত..." (৩-১৪-১৪) এই সূত্রের ভাষ্যে রুদ্রদত্ত লিখিয়াছেন—"পৌর্ণমাসীমমাবাস্যাং চ দ্বে দ্বে কালে দ্বে দ্বে যজেত। কিমুক্তং ভবতি? একস্মিন্ পর্ব্বণি পৌর্ণমাসীমভ্যস্যেৎ পঞ্চদশ্যামেকাং প্রতিপদ্যী-তরাম্। তথা স্বকালে অমাবাস্যামিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ স্ব স্ব কালে দুই-দুইটি দর্শ ও পূর্ণমাসকে করিতে হইবে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে একই পর্ব্বে পঞ্চদশীর দিন একটি ও তাহার পরদিন প্রতিপদে আর একটি, এই দুইটি পূর্ণমাস করিতে হইবে। অমাবাস্যাতেও এইরূপ। দুই দিন দর্শ বা পূর্ণমাস করিলেও, বস্তুত পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিভূত দর্শ-পূর্ণমাস দুই-দুইটি করা হয় না; মূল দর্শ-পূর্ণমাসেই বিশেষ কিছু কিছু বিধান করিয়া দুইদিনে করা হয়। দ্রঃ-প্রথম টীকা; মূল ব্রাহ্মণ—১১. ১. ২. ১৩।

৮। ইহার অপর নাম আ মি ক্ষা ("আমিক্ষা পয়স্যেতি চ অনর্থান্তরম্"—কা. শ্রৌ. ৪. ৩. ৯. বৃত্তি;—দ্রঃ ঐ. ব্রা. ২. ৩. ৬)। ইহা আজকালকার ছানা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইহার উৎ-পাদন-সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—"তত্রৈব দোহনং শৃতে বা দধ্যানয়তি" কা. শ্রৌ. ৪. ৪. ৮। যাজ্ঞিকগণ এতদবলম্বনে বলিয়া থাকেন যে, পাত্রে সাধারণ দধি রাখিয়া তাহাতে দুগ্ধ দোহন করিতে হইবে, অথবা দুগ্ধ দোহনপূর্ব্বক তপ্ত করিয়া তাহাতেই দধি নিক্ষেপ করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন অমাবাস্যার দ্বিতীয় দিন প্রাতেই (পূর্ব্বদিন সায়ংকালে নহে) দোহন করিতে হইবে, এবং গরম করিয়া বা না করিয়া তাহাতে সাধারণ দধি নিক্ষেপ করিতে হইবে। আবার কেহ কেহ

করিতে পারেন। এই যে চন্দ্রমা, ইহা দেবগণের অন্ন রাজা সোম ;[১৯] তাঁহারা (পরদিন) প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিবেন বলিয়া পূর্ব্বদিন ইহাকে অভিষব করেন ;[২০] এবং তাঁহারা ইহাকে ভক্ষণ করেন বলিয়া ইহা (চন্দ্রমাঃ) অপক্ষীণ হয়।

১৬। তিনি যে পৌর্ণমাসীতে পূর্ব্বদিন অগ্নীষোমীয় (পুরোডাশ) দ্বারা যাগ করেন, (তাহার অপর কারণ এই যে), তিনি ইহাতে (সোমকে) অভিষবই করিয়া থাকেন,[২১] এবং তাহা অভিষুত হইলে তিনি তাহাতে (পরদিন) এই (সান্নায্যরূপ) রস স্থাপন করেন, এবং ইহা দ্বারা (সেই সোমকে) তীব্র করেন, ও (এইরূপে) দেবগণের হব্যকে স্বাদু করিয়া থাকেন।[২২] যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া পৌর্ণমাসীতে (দধি-দুগ্ধ) একত্র মিশ্রিত করেন (অর্থাৎ সান্নায্য করেন), তাঁহার হব্য দেবগণের রুচিকর হয়।

১৭। তিনি যে অমাবস্যার পূর্ব্বদিন ঐন্দ্রাগ্ন (পুরোডাশ) দ্বারা যাগ করেন, (তাহার অপর কারণ এই যে), ইন্দ্র ও অগ্নিই দর্শ-পূর্ণমাসের দেবতা, এবং তিনি ইহাতে প্রকাশ ও প্রত্যক্ষভাবে ইঁহাদিগেরই যাগ করেন। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তাঁহার দর্শ ও পূর্ণমাস দ্বারা প্রকাশ ভাবেই যাগ করা হইয়া থাকে।

১৮। আর (পরদিন) প্রাতে আগ্নেয় পুরোডাশ ও মৈত্রাবরুণী পয়স্যা হইয়া থাকে। (যেহেতু তিনি মনে করেন যে), 'পাছে আমি যজ্ঞ হইতে (বিযুক্ত হইয়া) যাই' সেই জন্য আগ্নেয় পুরোডাশ হয়। আর এই যে মিত্র ও বরুণ, ইঁহারা দুইটি অর্দ্ধমাস (পক্ষ); যাহা আপূর্য্যমাণ হয় (অর্থাৎ শুক্ল), তাহা বরুণ, এবং যাহা অপক্ষীণ হয় (কৃষ্ণ), তাহা মিত্র। এই (অমাবস্যার) রাত্রিতে ইঁহারা উভয়ে[২৩] একত্র সমাগত হন; সেই জন্য তিনি সহাবস্থিত ইঁহাদের উভয়কেই ইহা দ্বারা প্রীত করেন; এবং যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ

---

১৯। ঋঃ—১. ৫. ৬. ৫; ২. ৬. ৪. ৭।

২০। "অভিষুণন্তি;" "রসভাবং প্রাপয়ন্তি"—সায়ণ, অর্থাৎ তাহার রস বহির্গত করেন।

২১। অর্থাৎ পূর্ব্বদিনকর্ত্তব্য অগ্নীষোমীয় যাগ সোমাভিষবস্থানীয়।

২২। দ্রষ্টব্য —১.৫.৩-৬।

২৩। অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ-রূপে চন্দ্র-সূর্য্য-স্বরূপ বরুণ ও মিত্র।

ব্র:নেন, তাঁহার সম্বন্ধে সমস্তই প্রীত হয়, এবং সমস্তই তাঁহার পাওয়া হইয়া থাকে।

১৯। এই রাত্রিতে ( কৃষ্ণপক্ষরূপ ) মিত্র ( শুক্লপক্ষরূপ ) বরুণে রেত সেচন করেন, এবং সেই রেত হইতে—এই যাহা আপূর্য্যমাণ হয় ( অর্থাৎ চন্দ্র ) —তাহা উৎপন্ন হয়। এবং সেই জন্যই এই মৈত্রাবরুণ পয়স্যা এখানে উপযুক্ত হইয়া থাকে।

২০। সান্নায্যের ভাজন (স্থান) অমাবস্যা ;[২৪] কিন্তু তাহা ( এখানে ) এই পৌর্ণমাসীতে করা হইয়া থাকে।[২৫] তিনি যদি এখানেও ( অর্থাৎ দাক্ষায়ণ-যাগে অমাবস্যাতেও সেই দধি-দুগ্ধ ) একত্র সংযুক্ত করেন ( অর্থাৎ সান্নায্য করেন ), তাহা হইলে পুনরুক্তি করিয়া ফেলেন, এবং ( দর্শ ও পূর্ণমাসের দেবতা দ্বয়ের মধ্যে ) কলহ ( উৎপাদন ) করিয়া থাকেন।[২৬] তিনি তাহা দ্বারা[২৭] জল ও ওষধিসমূহ হইতে ইহাকে ( সোম বা চন্দ্রকে ) সংগৃহীত ( অর্থাৎ দধি-পয়োরূপে সম্পাদিত ) করিয়া আহুতিসমূহ হইতে উৎপাদন করেন, এবং আহুতিসমূহ হইতে সে উৎপাদিত হইয়া ( প্রতিপৎ তিথিতে অকাশের ) পশ্চিম দিকে দৃষ্ট হয়।[২৮]

---

২৪। মূল প্রকৃতিভূত দর্শযাগে ইন্দ্রের দধিদুগ্ধরূপ সান্নায্য বিহিত হইয়াছে ; ব্রঃ—১. ৫. ৩. ৫।

২৫। দর্শযাগে অমাবাস্যায় ইন্দ্রের জন্য যে সান্নায্য বিহিত হইয়াছে, তাহা দাক্ষায়ণযাগে পৌর্ণমাসীতে পরদিনেই হইয়া থাকে ; অমাবস্যার পরদিনে আর তাহার অনুষ্ঠান হয় না।

২৬। এস্থানের তাৎপর্য্য এই যে,দাক্ষায়ণযাগে পৌর্ণমাসীতে যে ঐন্দ্র সান্নায্য হয়, মূল দর্শযাগের দৃষ্টান্তে দাক্ষায়ণে অমাবস্যায় সেই ঐন্দ্র সান্নায্য করা উচিত নহে ; তাহা করিলে পুনরুক্তি ও দেবতা-দ্বয়ের কলহ উৎপন্ন হয়। অতএব দাক্ষায়ণে অমাবস্যায় ঐ ঐন্দ্র সান্নায্য ত্যাগ করিয়া মৈত্রাবরুণ পয়স্যা করাই উচিত। সান্নায্যের ন্যায় পয়স্যাও দধি-দুগ্ধের বিকার, অতএব ইহাও এক প্রকার সান্নায্য। অতএব অমাবাস্যা যে সান্নায্যের ভাজন, তৎসম্বন্ধেও কোনো ব্যাঘাত হইল না। "পূর্ণমাসে কৃতমৈন্দ্রং সান্নায্যং পরিত্যজ্য দর্শে মিত্রবরুণদেবত্যাকা পয়স্যৈব কার্য্যা। তস্যা অপি দধিপয়োবিকারত্বাৎ অমাবাস্যায়াঃ সান্নায্যভাজনত্বমপি ন ব্যাহন্যতে ইত্যর্থঃ"—সায়ণ।

২৭। অর্থাৎ দর্শে অনুষ্ঠিত সান্নায্যযাগের দ্বারা।

২৮। ১.৫.৩.৬, ১৫।

বাজিন ভক্ষণের জন্ত হস্তে গ্রহণ করিয়া পরস্পর সকলকেই হোতৃপ্রভৃতি পদে সম্বোধনপূর্ব্বক '(এই বাজিন ভক্ষণের জন্ত) অনুজ্ঞা প্রদান করুন ("উপহ্বয়ধ্ব")।' এইরূপে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া ও অনুজ্ঞাত ("উপহূতঃ") হইয়া ঐ বাজিন ভক্ষণ করেন। তাহা ভক্ষণ করিবার কয়েকটি বৈকল্পিক মন্ত্র সূত্রগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, যথা—'তুমি বাজী (অন্নবান্) ঋতুগণের বাজিন, আমি তোমাকে ভক্ষণ করি।' অথবা 'আমি বাজী ( বলবিশেষশালী, বা অন্নবান্ ), আমি অনুজ্ঞাত হইয়া অনুজ্ঞাত বাজিনকে ভক্ষণ করি।' অথবা 'আমি অন্নের দ্বারা অন্নবান্ হইব ( কিংবা বলবিষয়ে বলবান্ হইব )!' মন্ত্রকয়টির মূল এই—"ঋতূনাং ত্বা বাজিনাং বাজিনং ভক্ষয়ামি!" "বাজ্যহং বাজিনস্যোপহূতস্যোপহূতো ভক্ষয়ামি।" "বাজে বাজী ভূয়াসম্!" সোমযাগে হুতাবিশিষ্ট সোমভক্ষণও এইরূপেই করিতে হয় ( দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪.৪.২১ )। এই জন্ত উক্ত হইয়াছে যে, তাদৃশ বাজিনপান সোমসদৃশ। কা. শ্রৌ. ৪, ৪, ১৯-২৭। দাক্ষায়ণযজ্ঞের দক্ষিণা এক সুবর্ণ ( ১০০ রতি পরিমাণ ) অথবা অন্বাহার্য্য-ওদন।

---

## দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[ ১ বক্ষ্যমাণ চাতুর্মাস্যসমূহ বিধানের জন্য তদন্তর্গত বৈশ্বদেবযাগ যে প্রজাসৃষ্টির অনুকূল, ইহাই প্রতিপাদনের জন্য আখ্যায়িকা—প্রথমে প্রজাপতি একাই ছিলেন, তিনি তাহার পর প্রজা সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্ট প্রজাসমূহ পরাভূত ( মৃত ) হইয়া বিহঙ্গ হইয়া উৎপন্ন হইল ;—২ তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারেও প্রজাসৃষ্টি করিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় পরাভূত হইয়া যথাক্রমে ক্ষুদ্র সরীসৃপ ও সর্প হইয়া জন্মিল, অন্যেরা বলেন প্রজাপতির দ্বিবিধ প্রজা পরাভূত হইয়াছিল, কিন্তু মন্ত্রে ত্রিবিধের উল্লেখ পাওয়া যায় ;—৩ প্রজাপতি পরাভবের কারণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, অনশনে তাহারা ঐরূপ হইয়াছে, এই জন্য তিনি স্বশরীরে দুগ্ধপূর্ণ স্তনদ্বয় উৎপাদন করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিলেন, প্রজারা তাহাই অবলম্বন করিয়া অপরাভূত হইয়া থাকিতে লাগিল ;—৪-৫উক্ত বৃত্তান্তের মন্ত্র-উল্লেখে সমর্থন, ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা ;—৬ প্রজাপতির স্তনস্থিত ঐ দুগ্ধ অন্নরূপ, এবং অন্ন প্রজাস্বরূপ ;—৭ প্রজাকাম ব্যক্তি ( বৈশ্বদেবের ) হবির দ্বারা যাগ করেন ;—৮বৈশ্বদেবের প্রথম হবি অষ্টকপালসংস্কৃত পুরোডাশ, এবং তাহা অগ্নিকে প্রদত্ত হয় ;—৯ দ্বিতীয় হবি সোমের জন্য চরু ;—১০ তৃতীয় হবি সবিতার জন্য দ্বাদশ বা অষ্ট কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ ;—১১ চতুর্থ ও পঞ্চম হবি যথাক্রমে সরস্বতী ও পূষার চরু, এই হবির্দ্বয়ের প্রশংসা ;—১২-১৩ পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি হবির পর ষষ্ঠ স্থানে পয়স্যাযাগের অবসর, কিন্তু সেখানে মরুদ্গণের জন্য সপ্তকপালসংস্কৃত চরু প্রদান করিতে হয়, আখ্যায়িকা দ্বারা ইহার সমর্থন ;—১৪ ঐ চরু স্বা ধী ন ব ৎ এই বিশেষণযুক্ত মন্ত্রে দান করিতে হয়, তাদৃশ মন্ত্র (অর্থাৎ যাজ্যা ও অনুবাক্যা ) না পাওয়া গেলে কেবল মরুদ্গণকে দেয় ;—১৫ অনন্তর পয়স্যাযাগ, তাহার প্রশংসা ;—১৬ ঐ পয়স্যা যে বিশ্বদেবসম্বন্ধী হয়, তাহার প্রতিপাদন ;—১৭ অনন্তর দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্য এককপালে সংস্কৃত পুরোডাশের বিধান ও তাহার সমর্থন ;—১৮ পূর্ব্ববিহিত প্রধান কার্য্যসমূহের প্রণালী-উল্লেখ, বৈশ্বদেবে উত্তরবেদি নির্ম্মাণ করিতে হয় না, তাহার যুক্তি, বর্হি-বন্ধন ও প্রস্তরগ্রহণ ;—১৯ হবিসমূহ আসাদন করিবার পর অগ্নিমন্থন ;—২০ বৈশ্বদেবে নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজ হইয়া থাকে ;—২১ বৈশ্বদেবপর্ব্বে তিনটি সমষ্টিযজুর্হোম হয়, তাহার যুক্তি, পক্ষান্তরে একটিও হইতে পারে, যজমানের গোষ্ঠে ( সেই বৎসরে ) যে গোবৎস প্রথমে জাত হয়, বৈশ্বদেবপর্ব্বে তাহাকেই দক্ষিণারূপ দিতে হয় ;—২২ বৈশ্বদেবপর্ব্বের ফলকীর্ত্তন—ইহাতে প্রজালাভ ও শ্রীলাভ হইয়া থাকে । ]

১। অগ্রে[১] ইহা ( বিশ্ব ) এক প্রজাপতিই ছিলেন। তিনি দেখিলেন

---

১। এখান হইতে কাণ্ডশেষ পর্য্যন্ত চা তু র্মা স্য প্রকরণ। সপ্তবিধ হবির্যজ্ঞের মধ্যে চা তু র্মা স সমূহ অন্যতম। চাতুর্মাস্য বলিতে চারিটি যাগ বুঝা যায়, যথা,—বৈ শ্ব দে ব, ব রু ণ]

(চিন্তা করিলেন) যে, 'কিরূপে আমি প্রজাত (অর্থাৎ প্রভূত)[২] হইব।' তিনি শ্রম ও তপস্যা করিলেন, এবং (তদনন্তর) প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার সৃষ্ট প্রজাসমূহ পরাভূত (মৃত) হইয়াছিল, এবং তাহারাই (এই) বিহঙ্গসমূহ (হইয়াছে)। পুরুষই প্রজাপতির সন্নিকৃষ্টতম, এবং পুরুষ পদদ্বয়যুক্ত হইয়া থাকে; এই জন্য বিহঙ্গসমূহ পদদ্বয়বিশিষ্ট (হইয়াছে)।

২। প্রজাপতি দেখিলেন 'আমি পূর্ব্বে যেমন এক ছিলাম, এখনো (সেই-রূপ) একই আছি।' তিনি দ্বিতীয় (প্রজাবৃন্দ) সৃষ্টি করিলেন, (কিন্তু) ইঁহার এগুলিও পরাভূত হইল; ইহারা সর্পভিন্ন এই ক্ষুদ্র সরীসৃপ হইল। তাঁহারা বলেন যে, তিনি তৃতীয় (প্রজাবৃন্দ) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (কিন্তু) ইঁহার এগুলিও পরাভূত হইয়াছিল; ইহারা এই সর্প হইয়াছে। বা জ ব ক্য

---

প্র ঘা স, সা ক মে ধ, ও শু না সী রী য় বা শু না সী র্য। বৎসরের মধ্যে চারি-চারি মাস অন্তর অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাদের নাম চা তু র্মা স্য; এবং প র্ব অর্থাৎ পূর্ণিমার দিন ইহাদের অনুষ্ঠান আরব্ধ হয় বলিয়া ইহারা প র্ব নামে প্রসিদ্ধ।

শাখান্তরে উক্ত হইয়াছে—"ঋতুমুখে ঋতুমুখে চাতুর্মাস্যৈর্যজেত—কা. শ্রৌ. ৫. ১. ১. বৃত্তি। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, ঋতুর প্রারম্ভে ইহাদের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত ঋতুর প্রারম্ভে হয় না; বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ ঋতুতেই হইয়া থাকে। ফাল্গুন বা চৈত্রের পূর্ণিমায় বৈশ্বদেব, তাহার পর চার মাস অতীত হইলে আষাঢ় বা শ্রাবণের পূর্ণিমায় বরুণপ্রঘাস; ইহার পর চারিমাস অতীত হইলে কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণের পূর্ণিমায় সাকমেধ হইয়া থাকে। সাকমেধের অব্যবহিত পরে, অথবা তাহার পর যে দিন ইচ্ছা (দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা অর্দ্ধমাস, বা মাস, অথবা চারি মাসে) শুনাসীরীয় করিতে পারা যায়। দ্রঃ—২.৫. ৪.১০; ঐ সায়ণভাষ্য ও হরিস্বামিভাষ্য; কা. শ্রৌ, ৫.১১.১-২, ঐ বৃত্তি; আবার কেহ কেহ বলেন মাঘীপূর্ণিমাতেও করিতে পারা যায়, শাঙ্খা. শ্রৌ. ৩.১৮. ১৭-১৮; ৩.১৩.; ১-২; ১৪.১-৭; ১৫.১-২.। শুনাসীরীয় যদিও চারিমাসের পর অনুষ্ঠিত হয় না, তথাপি তাহার চাতুর্মাস্যতার ব্যাঘাত হয় না। এতৎসম্বন্ধে সায়ণাচার্য্যের মন্তব্য দ্রষ্টব্য, ২.৫.৪. ১০। বৈশ্বদেবসম্বন্ধে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১.৬.২) এক আখ্যায়িকা আছে।

২। "বহু প্রভূতং স্যাং ভবেয়ং প্রজায়েয় প্রকর্ষেণ উৎপদ্যেয়"—শাঙ্করভাষ্য, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৬.২.২.।

বলিয়াছেন যে, প্রজাপতি দুইটি প্রজাবৃন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন ; কিন্তু ( বক্ষ্যমাণ )[৩] ঋকের দ্বারা জানা যায় যে, তিনি তিনটি ( সৃষ্টি করিয়াছেন )।

৩। প্রজাপতি অর্চ্চনা ও শ্রম করিতে করিতে দেখিলেন (ভাবিলেন) যে, 'আমার সৃষ্ট প্রজাসমূহ কি জন্য পরাভব প্রাপ্ত হইতেছে ?' তিনি ইহাতে দেখিতে পাইলেন যে, 'অনশন হেতুই আমার প্রজাসমূহ পরাভব প্রাপ্ত হইতেছে।' তিনি পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিবার অগ্রে নিজের শরীরে (স্থিত) স্তনদ্বয়ে দুগ্ধ পূর্ণ করিলেন।[৪] ( অনন্তর ) তিনি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিলেন ; এবং সেই সৃষ্ট প্রজাসমূহ ইঁহার স্তনদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া ( জীবন ধারণ করিল ), ও তাহার পর ইহারা অপরাভূত হইয়া সম্যগ্‌ভাবে অবস্থান করিল।

৪। সেইজন্যই ঋষি দ্বারা ( ইহা ) লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে—"তিনটি প্রজাবৃন্দ[৫] বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল,"[৬]—ঐ যাহারা পরাভূত হইয়াছিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইহা উক্ত হইয়াছে ;—"অপরেরা ( অপর প্রজাগণ ) অর্কের চারিদিকে নিবিষ্ট হইয়াছিল,"—অগ্নিই অর্ক, এবং এই যে সকল প্রজা অপরাভূত ছিল, তাহারা অগ্নির চারিদিকে নিবিষ্ট হইয়াছিল,—ইহাই লক্ষ্য করিয়া তাহা উক্ত হইয়াছে।

৫। —"মহৎ[৭] ভুবনসমূহের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল,"—প্রজাপতিকেই লক্ষ্য করিয়া ইহা উক্ত হইয়াছে ;—"পবমান হরিৎসমূহে প্রবেশ করিয়াছিল,"—দিক্‌সমূহই হরিৎ, এবং এই পবমান বায়ু তৎসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এবং তাহাদিগকেই ( অর্থাৎ ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রজাসমূহ ) লক্ষ্য করিয়া এই ঋক্ উক্ত হইয়াছে। প্রজাপতি যে প্রকারে প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই প্রকারেই এই প্রজাসমূহ প্রজাত হয় ; কেননা, ইদানীং যখন স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয়, ও পশুগণের পালান ( ঊধঃ ) বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তখন যাহা জাত হয়,

---

৩। পরবর্ত্তী ৩য় ও ৪র্থ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

৪। "স আত্মন এবাগ্রে স্তনয়োঃ পয় আপ্যায়য়াঞ্চক্রে," অনুবাদ সায়ণানুসারে ; Eggeling করিয়াছেন—'তাহাদের শরীরের অগ্রভাগে স্তন উৎপাদন করিয়াছিলেন।'

৫। অর্থাৎ ত্রিবিধ প্রজা।

৬। ঋ. স. ৮. ১০১. ১৪। দ্রঃ—ঐ. আ. ২.১.১.৪—৮।

৭। মুদ্রিত সংহিতায় ( ঋ. স. ৮. ১০১. ১৪ ) "বৃহৎ" পাঠ আছে।

তাহাই (সম্যক্) জাত হইয়া থাকে, এবং তৎসমুদয় (অর্থাৎ জাত সেই প্রজা-সমূহ) স্তনদ্বয়কেই প্রাপ্ত হইয়া সম্যগ্‌ভাবে বর্ত্তমান থাকে (অর্থাৎ বর্দ্ধিত হয়)।

৬। তখন[৮] দুগ্ধই অন্ন (ছিল); কেননা, প্রজাপতি অগ্রে ইহাই উৎপাদন করিয়াছিলেন। (আবার) অন্নই প্রজা;[৯] কেননা, অন্নেই প্রজাগণ সম্যগ্‌-ভাবে বর্ত্তমান থাকে; অধুনা যাহাদের দুগ্ধ আছে, তাহারা স্তনদ্বয়কেই প্রাপ্ত হইয়া সম্যগ্‌ভাবে বর্ত্তমান থাকে; আর যাহাদের দুগ্ধ হয় না, তাহাদিগকে জন্মমাত্রেই (পূর্ব্ব প্রজারা দুগ্ধ) পান করাইয়া থাকে, এবং তাহাতেই তাহারা সম্যগ্‌ভাবে বর্ত্তমান থাকে; অতএব অন্নই প্রজা।

৭। যে ব্যক্তি প্রজাকাম হন[১০], তিনি এই (বৈশ্বদেব পর্ব্বরূপ) হবির দ্বারা যাগ করেন, এবং তাহাতে প্রজাপতিস্বরূপ নিজেকেই যজ্ঞ বিধান করিয়া থাকেন।

৮। (সেখানে প্রথমে) অষ্টকপালসংস্কৃত আগ্নেয় (অগ্নিদেবতার) পুরো-ডাশ হইয়া থাকে; কেননা, অগ্নি দেবতাগণের মুখ (অথবা শ্রেষ্ঠ), লোকের উৎপাদক,[১১] ও প্রজাপতি; এইজন্য আগ্নেয় পুরোডাশ হইয়া থাকে।

৯। অনন্তর সৌম্য (অর্থাৎ সোমের) চরু হয়। সোম রেতস্বরূপ; অতএব, তিনি রেতস্বরূপ সোমকে উৎপাদক অগ্নিতে সেচন করেন, এবং তাহা সম্মুখে উৎপাদক মিথুন হয়।

১০। অনন্তর সাবিত্র (অর্থাৎ সবিতার) দ্বাদশ বা অষ্ট কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে। সবিতা দেবগণের প্রেরয়িতা, তিনি প্রজাপতি এবং মধ্যে উৎপাদক;[১২] সেইজন্য সাবিত্র চরু হইয়া থাকে।

১১। অনন্তর সারস্বত (সরস্বতীর) ও পৌষ্ণ (পূষার) চরু হইয়া থাকে।

---

৮। "তর্হি;" "তত্র খলু জন্মানন্তরকালে," জন্ম হইবার পর,—সায়ণ।

৯। অর্থাৎ অন্ন প্রজাস্বরূপ।

১০। কা. শ্রৌ. ৫. ১. ১০।

১১। সায়ণ বলেন—অগ্নি মাতা-পিতার ভুক্ত অন্নপ্রভৃতিকে জাঠর-অগ্নি-রূপে পরিপাক করে, ও তাহা হইতে শুক্র-শোণিত হয়, এবং তাহাতেই সন্তান জাত হয়, এইরূপে অগ্নি উৎপাদক।

১২। বৈশ্বদেবে পাঁচটি হবি হইয়া থাকে, যথা আগ্নেয়, সৌম্য, সাবিত্র, সারস্বত ও পৌষ্ণ। ইহাদের মধ্যে সাবিত্র অর্থাৎ সবিতার হবি তৃতীয় হওয়ায় মধ্যবর্ত্তী, এবং বৈশ্বদেব প্রজাসৃষ্টি হেতু

সরস্বতী স্ত্রী, এবং পূষা বৃষা ; অতএব ইহাতে পুনর্বার[১০] এক উৎপাদক মিথুন হয়। প্রজাপতি এই উৎপাদক মিথুনেরই দ্বারা উভয় দিকে অর্থাৎ এখান হইতে ঊর্দ্ধে ও এইখানে নীচে অবস্থিত প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।[১৪] ইনিও সেইরূপ এই উৎপাদক মিথুন হইতে উভয়দিকে অর্থাৎ এখান হইতে ঊর্দ্ধে ও এখানে নীচে অবস্থিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেই জন্ত এই পাঁচটি হবি হইয়া থাকে।

১২। অনন্তর এইজন্ত[১৫] পয়স্যা (যাগের) স্থান ; কিন্তু[১৬] মরুদ্গণের জন্ত সপ্তকপালে সংস্কৃত (পুরোডাশ) হইয়া থাকে। মরুদ্গণ প্রজা ("বিশঃ"), দেবপ্রজা। তাঁহারা নিষেধরহিত হইয়া বিচরণ করিতেন। প্রজাপতি যখন (পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি হবির দ্বারা) যাগ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'আপনি এই হবির দ্বারা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিবেন, আমরা আপনার এই সেই প্রজাসমূহকে বিমথিত করিব'।[১৭]

১৩। প্রজাপতি দেখিলেন—'আমার পূর্ব্ব প্রজাসমূহ পরাভূত হইয়াছে, ইহারা যদি এই সকলকেও বিমথিত করে, তাহা হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।' তিনি তাহাদিগের জন্ত এই সপ্তকপালসংস্কৃত মারুত (মরুৎ-

---

বলিয়া ঐ সকল হবি যে দেবতাগণকে দেওয়া হয়, তাঁহারা প্রজাপতিস্বরূপ ও প্রজার উৎপাদক। এইজন্তই এখানে বলা হইল যে, সবিতা মধ্যবর্ত্তী।

১৩। সৌম্য চরুর দ্বারা পূর্ব্ব এক মিথুনের কথা উক্ত হইয়াছে ; ৮ম কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

১৪। অথবা, 'উভয় দিকে এই উৎপাদক মিথুন দ্বারা...' ইত্যাদি। এপক্ষে উভয়দিকে বলিতে পাঁচটি হবির আদি ও অন্তভাগ বুঝিতে হইবে। মধ্যভাগে সবিতা প্রজা উৎপাদন করেন উক্ত হইয়াছে, ১০ম কণ্ডিকা। 'এখান হইতে,' মূল 'ইতঃ' ; সায়ণ অর্থ করেন ভূলোক হইতে।

১৫। সায়ণ এ স্থানে বলিয়াছেন—'পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি হবির দ্বারা প্রজা উৎপন্ন হইল, এখন উৎপন্ন প্রজাগণের স্থিতির জন্ত পয়স্যারূপ অন্ন প্রদর্শিত হইতেছে,—"অথ এবং প্রজাসৃষ্টেরনন্তরং যতঃ সৃষ্টানাং প্রজানামন্নমপেক্ষিতং, অতঃ পয়স্যায়া এব পয়োবিকারদ্রব্যসাধ্যস্য যাগস্য এতৎ আয়তনং স্থানমিত্যর্থঃ।"

১৬। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম হবির পর ষষ্ঠ স্থানে পয়স্যাযাগই ন্যায়প্রাপ্ত ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া ঐ স্থানে মরুদ্গণের জন্য সপ্তকপাল চরুই বিধেয়। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৫.১. ১৩—১৭। পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি হবি সমস্ত চাতুর্মাস্তেই হইয়া থাকে, ঐ ১৫।

১৭ কাণ্বশাখায় আরো একটু আছে —'যদি আপনি আমাদিগকে কিছু ভাগ না দেন।'

দেবতার ) পুরোডাশ বিধান করিলেন। এবং ইহাই সেই সপ্তকপালসংস্কৃত পুরোডাশ। তাহা যে সপ্তকপালে সংস্কৃত হয়, ( তাহার কারণ এই যে ), মরুৎসমূহের গণ সাত-সাতটি করিয়া হইয়া থাকে।[১৮] সেইজন্যই মারুত পুরোডাশ সপ্তকপালসংস্কৃত হইয়া থাকে।

১৪। তিনি তাহা স্বা ধী ন ব ল ( মরুদ্‌গণের ) জন্য করিবেন।[১৯] কেননা, তাঁহারা স্বয়ং এই ভাগ ( অধিকার ) করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ( যদি ) স্বা ধী ন ব ল ( এই বিশেষণযুক্ত মরুদ্‌গণের ) যাজ্যা ও অনুবাক্যা প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে সেই (পুরোডাশ) মরুদ্‌গণেরই হইবে।[২০] ইহা প্রজাগণেরই অহিংসার জন্য করা হইয়া থাকে ; এবং সেইজন্য ইহা মরুদ্‌গণের হয়।

১৫। অনন্তর ইহা ( এই স্থান ) হইতে[২১] পয়স্যা[২২] ( -যাগ উক্ত হই-

---

১৮। মরুতেরা মোট ৬৩টি (ঋ. স. ৮. ৯৬. ৮)। ইঁহাদিগকে নয় গণ বা বর্গে বিভক্ত করা হয়, প্রত্যেক বর্গে সাত-সাতটি করিয়া থাকেন। দ্রঃ—ঋ. স. ৮. ৯৬.৮, সায়ণ-ভাষ্য ; তৈ. স. ৪. ৬. ৫. ৫-৬ ; তৈ. ব্রা. ২. ৭. ২। আর সায়ণ এই স্থানের শতপথভাষ্যে লিখিয়াছেন যে মরুতেরা মোট ৪৯ জন—"তে চৈকোনপঞ্চাশৎসংখ্যাকাঃ।"

১৯। অর্থাৎ ম রু দ্ গ ণ এই বিশেষ্যের সহিত স্বা ধী ন ব ল এই বিশেষণ যোগ করিয়া ঐ পুরোডাশ প্রদান করিতে হইবে ; স্বা ধী ন ব ল শব্দের মূল "স্বতবোভ্যঃ ;" কা. শ্রৌ. সূত্রে (৫. ১. ১৬) "স্বতবস্ত্যঃ" পাঠ আছে।

২০। কাণ্বশাখায় আছে—" তদ্যুত যাজ্যানুবাক্যে স্বতবত্যৌ ন বিন্দন্তি ; যদি যাজ্যানুবাক্যে স্বতবত্যৌ ন বিন্দেদপি মারুত্যাবেব স্যাত্যাম্।"

২১। "অথাতঃ ;" সায়ণ এখানে 'অতঃ' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'যে হেতু মারুত যাগের দ্বারা মরুদ্‌গণকৃত হিংসা।পরিহৃত।হওয়ায় সৃষ্ট প্রজাসমূহ সুখে অবস্থান করিয়া অন্ন আকাঙ্ক্ষা করে, সেই জন্য তাহাদিগের নিমিত্ত পয়োরূপ অন্ন উৎপাদন করিবার জন্য পয়স্যাযাগ করা উচিত।' ব্রহ্মসূত্রের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (১. ১. ১) সূত্রের 'অতঃ' শব্দকে সমস্ত ভাষ্যকারই হেতু-অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু স্বকীয় বিজ্ঞানামৃতভাষ্যে অর্থ করিয়াছেন "অতঃ ইত্যত্র ইদমা প্রকৃতসূত্রমুচ্যতে পঞ্চমী চাবধৌ, তথাচ ইদং সূত্রমারভ্যেত্যর্থঃ ;" অর্থাৎ তিনি এখানে অবধি-অর্থে ( হেতু অর্থে নহে ) পঞ্চমী বলিতে চাহেন, তবেই তাহার, অর্থ হয়—'এই হইতে ;' অর্থাৎ 'এই ( সূত্র ) হইতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।' ব্রাহ্মণের এই সকল স্থলে (১৮ কণ্ডিকা দেখ) বিজ্ঞানভিক্ষুর মত সমর্থন করিতে পারা যায়।

২২। ইহারই অপর নাম আ মি ক্ষা (কা. শ্রৌ. ৩. ৩. ১০. যাজ্ঞিকদেব), বঙ্গদেশে ইহা না

(...ছ)। পয় হইতেই প্রজাসমূহ সম্ভূত (বর্দ্ধিত) হইয়া থাকে, এবং পয় হইতেই সম্ভূত হইয়াছে; অতএব যাহা হইতে তাহারা সম্ভূত হইয়াছে, ও যাহা হইতে সম্ভূত হয়, তিনি ইহাতে (পয়স্যাযাগের দ্বারা) তাহাদিগের (প্রজাদের) জন্য তাহাই (সম্পাদন) করিয়া থাকেন; এবং তিনি যে সকল প্রজাকে পূর্ব্ব (কথিত আগ্নেয়াদি পঞ্চ)[২৩] হবির দ্বারা সৃষ্টি করেন, তাহারা এই পয়স্যার (প্রকৃতিভূত) পয় হইতে সম্ভূত (বর্দ্ধিত) হইয়া থাকে।

১৬। তাহাতে (ঐ পয়স্যাতে) মিথুন (বিদ্যমান) আছে; (কেননা) পয়স্যা স্ত্রী, এবং বাজিন রেত। সেই মিথুন হইতে (এই) অপরিমিত বিশ্ব অনুক্রমে জাত হইয়াছে। অতএব যেহেতু এই মিথুন হইতে অপরিমিত বিশ্ব অনুক্রমে জাত হইয়াছে, সেইহেতু (ঐ পয়স্যা) বৈশ্বদেবী (বিশ্বদেবসম্বন্ধিনী) হইয়া থাকে।

১৭। অনন্তর দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্য এক কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ (প্রদত্ত) হইয়া থাকে। প্রজাপতি এই সমস্ত (পূর্ব্বোক্ত) হবির দ্বারা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে দ্যৌ ও পৃথিবীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন, এবং তাহারাও (সেইরূপে) দ্যৌ ও পৃথিবীর দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। এই প্রকারই তিনি (যজমান) যে সকল প্রজাকে এই (পূর্ব্বোক্ত) হবিসমূহ দ্বারা সৃষ্টি করেন, তাহাদিগকে দ্যৌ ও পৃথিবীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন; এবং সেই জন্যই দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্য এক কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ (প্রদত্ত) হইয়া থাকে।

১৮। অনন্তর এই স্থান হইতে[২৪] (কার্য্য-) প্রণালীই (উক্ত হইতেছে)। তাঁহারা (এই মনে করিয়া) উ ত্ত র বে দি[২৫] উত্থাপিত করেন না যে,

---

নামে প্রসিদ্ধ। দ্রঃ—"পয়স্যা ভবতি পয়ো হি বা এতস্মাদপক্রামতি"—ঐ. ব্রা. ২. ৩, ৬; তৈ. ব্রা. ১. ৬. ২০. ৪; কা. শ্রৌ. ৪. ৪. ৮-৯; ১ম খণ্ড ১৪৪ পৃঃ। ছানার জলকে বা জি ন বলে।

২৩। ৮ম হইতে ১১শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

২৪। ২১শ টীকা দ্রষ্টব্য; সায়ণ এখানে "অতঃ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'যেহেতু প্রধান (কার্য্য)-সমূহের অঙ্গের অপেক্ষা আছে, সেই কারণে।'

২৫। আহবনীয় অগ্নির উত্তর দিকে চা ত্বা ল হইতে গৃহীত মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত স্থণ্ডিলের নাম উ ত্ত র বে দি, ইহা ব রু ণ প্র ঘা সে আবশ্যক হয়। বৈ শ্ব দে বে তাহার প্রয়োজন হয় না। বি...য় বিবরণ ২. ৪. ৩. ৫ম কণ্ডিকার টীকায় দ্রষ্টব্য।

(ইহাতে[২৬] অনুষ্ঠীয়মান কার্য্য) বিস্পষ্ট (অর্থাৎ অপ্রতিবদ্ধ) হইতে পারিবে, সমগ্র (সম্পূর্ণ) হইতে পারিবে, এবং বিশ্বদেব-সম্বন্ধী[২৭] হইতে পারিবে। বর্হি (প্রথমে) তিন ভাগে (পৃথক্ পৃথক্) বদ্ধ হয়, এবং পুনর্ব্বার তাহাকে এক করিয়া বন্ধন করা হয়; কেননা, ইহাই প্রজোৎপত্তির রূপ, কারণ পিতা ও মাতা এই (উভয়ই) উৎপাদক হন, এবং যে জন্মগ্রহণ করে সে (তাঁহাদের) তৃতীয়।[২৮] সেই জন্য (ঐ বর্হি প্রথমে) তিন ভাগে (বদ্ধ) হইয়া পুনর্ব্বার এক করিয়া (বদ্ধ হইয়া থাকে)। (সেখানে দর্ভের) প্রসূ (পুষ্পিত অঙ্কুর)-সমূহ বদ্ধ হইয়া থাকে, এবং তৎসমুদয়কে তিনি প্রস্তর রূপে গ্রহণ করেন; কেননা ইহা (বৈশ্বদেব কর্ম্ম) উৎপাদক, এবং প্রসূসমূহও উৎপাদক; সেই জন্য তিনি প্রসূসমূহকে প্রস্তররূপে গ্রহণ করেন।

১৯। তাঁহারা হবিসমূহ আসাদন (স্থাপন) করিয়া অগ্নি মন্থন করেন।[৩০]

---

২৬। অর্থাৎ সেই বেদি না করায়।

২৭। অসমগ্র বস্তু বিশ্বদেবযোগ্য নহে—সায়ণ।

২৮। কা. শ্রৌ. ৫. ১. ২৫। তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৩. ১।

২৯। দ্রঃ—১. ২. ৬. ৫, ৭ম টীকা; ১. ৭. ১. ১১।

৩০। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (৫. ৮. ৩১) অগ্নিমন্থনসম্বন্ধে এই সকল বিধি লিখিত হইয়াছে:—অধ্বর্য্যু যজ্ঞিয় কাষ্ঠখণ্ড গ্রহণ করিয়া "তুমি অগ্নির জন্মস্থান ('জনিত্র')" এই মন্ত্রে (বা. স. ৫. ২. ১.) তাহা বেদিতে স্থাপন করিবেন, "তোমরা উভয়ে (অরণিদ্বয়ের) সামর্থ্য-সম্পাদক ('বৃষণৌ')" এই মন্ত্রে (২) দর্ভতৃণদ্বয় পূর্ব্বাগ্র করিয়া ঐ কাষ্ঠখণ্ডের উপরে স্থাপন করিবেন, এবং তদনন্তর "তুমি উর্ব্বশী" (উর্ব্বশী যেমন পুরূরবার ভোগের জন্য নীচে শয়ন করে, তুমিও সেইরূপ নীচে অবস্থিতা হইলে—মহীধর) এই মন্ত্রে (৩) ঐ তৃণদ্বয়ের উপরে অধরারণিকে উক্ত রূপ করিয়া স্থাপন করিবেন। অনন্তর "তুমি আয়ু" এই মন্ত্রে (৪) প্রমন্থের অগ্রভাগ দ্বারা স্থালীস্থিত আজ্য স্পর্শ করিয়া "তুমি পুরূরবা" (পুরূরবা যেমন উর্ব্বশীর উপরে থাকে প্রমন্থও সেইরূপ উর্ব্বশীরূপা অধরারণির উপরে থাকে বলিয়া প্রমন্থকে পুরূরবা বলা হইতেছে—মহীধর) এই মন্ত্রে (৫) প্রমন্থকে অধরারণির মধ্যস্থলে স্থাপন করিতে হয়। (অনন্তর প্রমন্থের উপরে চাত্র এবং তদুপরি উত্তরাগ্র ওবিলী স্থাপন করিয়া একজন তাহা ধারণ করিয়া থাকেন, এবং অধ্বর্য্যু চাত্রে তিনবের নেত্র অর্থাৎ রজ্জু বন্ধন করিয়া মন্থন করিতে আরম্ভ করেন)। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৫. ২. ১—৩।

অগ্নি জাত হইবার পর প্রজাপতির প্রজাসমূহ জাত হইয়াছিল,[৩১] এবং সেই প্রকারেই অগ্নি জাত হইবার পর ইঁহার (যজমানের) প্রজাসমূহ জাত হইয়া থাকে; সেই জন্য তাঁহারা হবিসমূহ আসাদন করিয়া অগ্নি মন্থন করিয়া থাকেন।

২০। (বৈশ্বদেব পর্ব্বে) নয়টি প্রয়াজ ও নয়টি অনুযাজ হইয়া থাকে। বিরাট্ (ছন্দ) দশাক্ষর হয়, অতএব তিনি (ইহাতে) প্রজননের (অর্থাৎ প্রজোৎপত্তিসাধনের) জন্য উভয় দিকেই[৩২] এই ন্যূন বিরাট্‌কে (উৎপন্ন) করিয়া থাকেন। প্রজাপতি এই উভয়দিকে ন্যূন প্রজনন (উৎপত্তিসাধন) হইতেই ইহা হইতে ঊর্দ্ধবর্ত্তিনী ও ইহা হইতে নিম্নবর্ত্তিনী প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; সেই প্রকারেই তিনি এই উভয়দিকে ন্যূন প্রজনন হইতে ইহা হইতে ঊর্দ্ধবর্ত্তিনী ও ইহা হইতে নিম্নবর্ত্তিনী প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং সেইজন্যই (বৈশ্বদেবে) নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজ হইয়া থাকে।[৩৩]

২১। (ইহাতে) তিনটি স মি ষ্ট য জুঃ[৩৪] হইয়া থাকে; কেননা, ইহা (অন্যান্য) হবির্যজ্ঞ হইতে মহত্তর ("জ্যায়ঃ"),[৩৫] (কারণ) ইহাতে নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজ হইয়া থাকে। অথবা একটিও (সমিষ্টযজুঃ) হইতে পারে, কেননা ইহা হবির্যজ্ঞ।[৩৬] তাঁহার (যজমানের, গোষ্ঠে) প্রথম জাত গো (এই বৈশ্বদেব পর্ব্বের) দক্ষিণা হইয়া থাকে।

---

৩১। দ্রঃ—৪র্থ কণ্ডিকা।

৩২। অর্থাৎ প্রধান যাগের পূর্ব্বে ও পরে—সায়ণ।

৩৩। বরুণপ্রঘাসেও এইরূপ, ২. ৪. ৩. ৩০, ৪১; সাকমেধীয় মহাহবিতেও এইরূপ, কা. শ্রৌ. ৫.২. ৮।

৩৪। দ্রষ্টব্য ১. ৭. ৩. ২৫ ইত্যাদি।

৩৫। দর্শ ও পূর্ণমাস হবির্যজ্ঞের মধ্যে; ইহাতে প্রযাজ পাঁচটি ও অনুযাজ তিনটি (১. ৫. ৪. ১; ১. ৬. ৪. ১১—১৩)। বৈশ্বদেব পর্ব্বে তাহারা প্রত্যেকে নয়টি হওয়ায় তাদৃশ দর্শ-পূর্ণমাস হইতে ইহা মহত্তর।

৩৬। সমিষ্টযজুর্হোম একটি হইলে দর্শ-পূর্ণমাসে (১. ৭. ৩. ২৮) যে মন্ত্রে (বা. স. ২. ২১. ২; ৮. ২১) হোম করা হয়, এখানেও সেইমন্ত্রে হইয়া থাকে। তিনটি হইলে একটি যাত, একটি য[illegible], ও আর একটি যজ্ঞপতিকে হুত হইয়া থাকে; তাহাদের মন্ত্র যথাক্রমে বা. স. ৮. ২১; ৮, ২[illegible] ১; ৮, ২২, ২। কা. শ্রৌ. ৫. ১. ৮ [illegible]

২২। প্রজাপতি এই যজ্ঞেরই দ্বারা (যাগ করিয়া ছিলেন); এব যাগ করিয়া এখানে প্রজাপতির এই যে প্রজা ('প্রজাতি') ও শ্রী হইয়াছে, যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া এই যজ্ঞের দ্বারা যাগ করেন, তিনি সেই প্রজাকেই উৎপাদন করেন, এবং সেই শ্রীকেই লাভ করেন। সেইজন্য তিনি ইহা দ্বারা যাগ করিবেন।[৩৭]

---

## তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১ ব রু ণ প্র ঘা স-যাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে আখ্যায়িকা, প্রজাপতির সৃষ্ট প্রজাসমূহ বরুণের যব ভক্ষণ করিয়াছিল;—২ বরুণ সেই সমস্ত প্রজাকে গ্রহণ করায় তাহারা নিতান্ত ক্লান্ত ও খিন্ন হইয়া পড়ে, কেবল তাহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছিল মাত্র;—অনন্তর প্রজাপতি বরুণপ্রঘাস-নামক হবি দ্বারা তাহাদের চিকিৎসা করেন, এবং তাহাতেই প্রজাসমূহ বরুণপাশ হইতে মুক্ত হইয়া নীরোগ ও নিষ্পাপ হয়;—৪ বৈশ্বদেবের পর চতুর্থমাসে বরুণপ্রঘাস করিবার কারণ ও যুক্তি;—৫ বরুণপ্রঘাসে বেদি দুইটি ও অগ্নি দুইটি হইয়া থাকে, ঐরূপ করিবার ফল;—৬ উত্তরদিকেরই বেদিতে উ ত্ত র বে দি নির্ম্মাণ করিবার বিধি ও যুক্তি;—৭ বৈশ্বদেবে আগ্নেয়প্রভৃতি যে পাঁচটি হবি হইয়া থাকে বরুণপ্রঘাসেও সেই পাঁচটি হয়;—৮ ইন্দ্র ও বরুণের জন্য দ্বাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে;—৯ উভয় বেদিতেই পয়স্যারূপ হবি হইয়া থাকে;—১০ উত্তর-বেদির পয়স্যা বরুণের এবং দক্ষিণবেদির পয়স্যা মরুদ্গণের জন্য হইয়া থাকে, ইহার যুক্তি;—১১ পূর্ব্বোক্ত উভয় পয়স্যাতেই করীরনামক ফলের নিক্ষেপ;—১২ ঐ উভয়েরই মধ্যে শমীপত্রের নিক্ষেপ;—১৩ ক অর্থাৎ প্রজাপতির জন্য এককপালসংস্কৃত পুরোডাশের বিধান;—১৪ বাড়ীতে যতগুলি পরিবার থাকে তাহাদের অপেক্ষা একটি বেশী করিয়া কতকগুলি ক র ম্ভ (দধিযুক্ত শক্তু) পাত্রের নির্ম্মাণ;—১৫ ক র ম্ভ পাত্র করিবার সময় (পিষ্ট যবের দ্বারা) একটি মেষ ও একটি মেষীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ, মেষের ভিন্ন অপর কোন লোম পাওয়া গেলে ঐ মেষ-মেষীতে সেই লোম লাগাইয়া দেওয়া, না পাওয়া গেলে কুশকেই লোমরূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়;—১৬ ঐ মেষ ও মেষী নির্ম্মাণের ফল;—১৭ উত্তরবেদিস্থিত পয়স্যায় মেষীকে ও দক্ষিণবেদিস্থিত পয়স্যায় মেষকে প্রক্ষিপ্ত করিবার বিধি ও তাহার সমর্থন;—১৮ প্রতিপ্রস্থাতা কেবল মরুদ্গণের পয়স্যাকে দক্ষিণবেদিতে উপস্থাপিত করেন, অপর সমস্ত হবিকে অধ্বর্য্যুই স্বকীয় বেদিতে উপস্থাপিত করেন;—১৯ অধ্বর্য্যুর অগ্নিমন্থন, অগ্নিস্থাপন ও ঐ অগ্নিতে হোম, অনন্তর কেবল তিনটি সামি-

---

৩৭। বৈশ্বদেবযাগ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১. ৬. ১—৩) দ্রষ্টব্য।

বেদী [illegible] করিবার জন্ত হোতাকে প্রার্থনা করেন, অধ্বর্যু ও [illegible] দুইটি [illegible] নি[illegible]করণ, ও দুইখানি সমিধের মন্থন ;—২০ যজমানপত্নী কাহারো সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন কি না বিষয়ে তাঁহার নিকটে প্রতিপ্রস্থাতার প্রশ্ন, প্রকাশ না করিলে যজমানপত্নীর জ্ঞাতিবর্গের অমঙ্গল হয় ;—২১ যজমানপত্নীর একটি মন্ত্রের উচ্চারণ ;—২৩ গৃহে যতগুলি পরিবার থাকে তাহা অপেক্ষা একটি অধিক করম্ভপাত্র করিবার কারণ ;—২২ করম্ভের পা ত্র ই করিতে হয়, তাহার যুক্তি, ঐ পাত্র যবময় হইবে, পত্নী (ও যজমানের) ঐ পাত্রের হোম ;—২৪ করম্ভপাত্র-হোমের কালবিধি ;—২৫ দক্ষিণাগ্নিতে হোম, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—২৬—২৭ যজমানের মরুৎপদযুক্ত ঐন্দ্র ঋকের জপ, তাহার প্রশংসার্থ আখ্যায়িকা ;—২৮ উল্লিখিত মন্ত্র ;—২৯ প্রতিপ্রস্থাতার যজমানপত্নীকে দিয়া মন্ত্রবিশেষের উচ্চারণ, তাহার ব্যাখ্যা ;—৩০ প্রতিপ্রস্থাতার যজমানপত্নীকে যথাস্থানে রাখিয়া স্বস্থানে আগমন, আগ্নীধ্রের অগ্নিসম্মার্জন, অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতার [illegible]র আহুতিদ্বয় (উত্তরাধার) প্রদান, নয়টি প্রযাজের অনুষ্ঠান ;—৩১ অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতার আগ্নের আজ্যভাগের হোম ;—৩২ সোমের আজ্যভাগ প্রদান ;—৩৩ বৈশ্বদেবপর্ব্বে যাকাহার যাহা কিছু করিবার থাকে তাহা অধ্বর্যুই করিয়া থাকেন ;—৩৪ প্রতিপ্রস্থাতার ঐ কার্য্য না করার কারণ ;—৩৫ স্রুগ্‌ হস্তে প্রতিপ্রস্থাতার উপবেশন, এবং অধ্বর্যুর আগ্নেয়াদি হবির দ্বারা কার্য্য ;—৩৬ অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা পয়স্যাহোম করিবার জন্ত পূর্ব্বোক্ত মেষ-মেষীকে পরস্পরের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া স্থাপিত করেন, তাহার যুক্তি,—৩৭ বারুণী পয়স্যার হোমের বিধান ;—৩৮ মারুতী পয়স্যার হোম বিধান ;—৩৯ ক'র পুরোডাশহোম ও স্বিষ্টকৃদ্‌হোম ;—৪০ প্রাশিত্র ও ইড়ার অবদান ;—৪১ নয়টি অনুযাজহোম ও তাহার প্রশংসা ;—৪২-৪৩ স্রুক্‌সমূহকে পরস্পর পৃথক্‌ করিয়া স্থাপন ও প্রস্তরানুপ্রহরণ প্রভৃতি ;—৪৪ অধ্বর্যু ও আগ্নীধ্রের পরস্পর আলাপ, পরিধি-সমূহের অগ্নিতে নিক্ষেপ, স্রুক্‌সমূহের গ্রহণ ও স্ফ্য-এর উপর স্থাপন ;—৪৫ অধ্বর্যুর প ত্নী স ং যা জ ও তদনন্তর আহবনীয়সমীপে প্রত্যাগমন ;—৪৬ স মি ষ্ট য জু র্হো ম, যজমান ও যজমানপত্নী বৈশ্বদেব করিবার জন্ত যে বসন পরিধান করিয়াছিলেন তখনো তাহাই পরিধান করিয়া থাকিবেন, অবভৃথ-স্নানের জন্ত বারুণী পয়স্যার পাত্রলগ্ন শুষ্ক দ্রব্যের সহিত যজমান, যজমানপত্নী ও ঋত্বিগ্‌গণের জলসমীপে গমন, ঐ পাত্রের জলে নিমজ্জন ;—৪৭ নিমজ্জনের মন্ত্র, পরিহিত বসনযুগলের দান, ও তাহার প্রশংসা ;—৪৮ যজমানের কেশশ্মশ্রুচ্ছেদন, উত্তরবেদি হইতে অগ্নিগ্রহণপূর্ব্বক সাধারণ অগ্নিগৃহে গমন, অগ্নিমন্থনপূর্ব্বক পৌর্ণমাস অনুষ্ঠান ও তাহার প্রশংসা।]

১। প্রজাপতি বৈ শ্ব দে বে র দ্বারা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার সৃষ্ট প্রজাসমূহ ব রু ণে র যবকলাপ ভ ক্ষ ণ করিয়াছিল ("জক্ষুঃ", √ ঘ স্‌) ; অগ্রে যব বরুণেরই ছিল, অতএব যেহেতু তাহারা ব রু ণে র যবকলাপ ভ ক্ষ ণ করিয়াছিল, সেই জন্য ব রু ণ প্র ঘা সাঃ[1] (এই) নাম (উৎপন্ন হইয়াছে)।

১। এস্থানে সায়ণ লিখিয়াছেন—"ব রু ণ সম্বন্ধি যব প্র ঘা স নাৎ প্রজাঃ ব রু ণ প্র ঘা সাঃ।"

২। বরুণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা বরুণগৃহীত হওয়ায় পরিদীর্ণ[২] হইতে লাগিল, নিশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে (হাঁকাইতে হাঁফাইতে)[৩] তাহারা শুইয়া পড়িয়াছিল ও বসিয়া পড়িয়াছিল। প্রাণ ও উদানই (এই দুই বায়ুই)[৪] ইহাদিগের নিকট হইতে অপক্রান্ত হয় নাই, আর অন্য সমস্ত দেবতাই[৫] অপক্রান্ত হইয়াছিল ; এবং তাহাদের উভয়ের জন্যই ইহার (প্রজাপতির) প্রজাসমূহ পরাভূত (বিনষ্ট) হয় নাই।

৩। প্রজাপতি তাহাদিগকে এই (বরুণপ্রঘাস) হবির দ্বারা চিকিৎসা করিয়াছিলেন ; এবং তাঁহার যে সমস্ত প্রজা জাত ছিল, এবং যে সমস্ত অজাত (অর্থাৎ জনিষ্যমাণ) ছিল, সেই উভয়বিধকেই তিনি তাহা দ্বারা বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করিয়াছিলেন ; তাঁহার সেই সমস্ত প্রজা রোগহীন ও পাপহীন হইয়াছিল।[৬]

৪। ইনি (যজমান) যে (বৈশ্বদেবের) পর চতুর্থমাসে[৭] এই সকল

---

ব রু ণে র য ব প্র ঘা স অর্থাৎ ভক্ষণ হেতু প্রজাসমূহের নাম ব রু ণ প্র ঘা স। অনন্তর তিনি বলিয়াছেন যে, ঐরূপে বরুণপাশগৃহীত প্রজাবৃন্দের পাশ বিমোচনের জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া তৎকার যাগেরও নাম ব রু ণ প্র ঘা স।

২। "পরিদীর্ণাঃ ;" সায়ণ—"পরিতো দীর্য্যমাণাবয়বাঃ," তাহাদের শরীর চারিদিকে ফাটিয়া গিয়াছিল।

৩। "অনন্ত্যশ্চ প্রাণন্ত্যশ্চ ;" "অনত্যঃ চেষ্টমানাঃ হস্তপদাদিধূননং কুর্ব্বাণাঃ প্রাণত্যশ্চ প্রাণব্যাপারং শ্বাসোচ্ছ্বাসাদিলক্ষণং কুর্ব্বন্ত্যঃ"—সায়ণ।

৪। ১.১.৩.৩, ৩য় টীকা দ্রষ্টব্য।

৫। অর্থাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয় ; সায়ণ বলেন—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী অগ্ন্যাদি দেবতা।

৬। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (১.৬.৪.১) এতৎসম্বন্ধে আখ্যায়িকাটি এই প্রকার :—প্রজাপতি সবিতা (অর্থাৎ ভূতসমূহের উৎপাদক) হইয়া প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহারা ইঁহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল এবং ইঁহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল। ইনি বরুণ হইয়া বরুণের (বরুণপাশরূপ জলোদর রোগের—সায়ণ তৈ. স. ১.৮.৩.১) দ্বারা সেই প্রজাসমূহকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রজাসমূহ বরুণগৃহীত হইয়া পুনর্ব্বার প্রজাপতিকে নাথরূপে স্বীকার করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নিকট ধাবিত হইয়াছিল। তিনি তখন এই বরুণপ্রঘাস-নামক যাগসমূহ দর্শন করিলেন, এবং তৎসমূহের অনুষ্ঠান করিলেন ও তাহাদেরই দ্বারা বরুণপাশ হইতে প্রজাসমূহকে মুক্ত করিলেন :

৭। ২.৫.২.১) ১ম টীকা ; "অথ যশ্চতুর্ষু চতুর্ষু মাসেষু স চাতুর্মাস্যযাজী..." আপ শ্রৌ. ৮.৪.১৩ ; কা. শ্রৌ. ৫২.১৯-২০।

(ব...মাণ হবির) দ্বারা যাগ করেন, (তাহার কারণ এই যে), প্রজাপতি বরুণ ইহার প্রজাসমূহকে সেইরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না; দেবগণ (পূর্ব্বে ইহা) করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনিও ইহা করেন; এবং যে সকল প্রজা হইয়াছে, ও যে সকল প্রজা হয় নাই (অর্থাৎ জনিষ্যমাণ), ইনি সেই উভয়কেই বরুণ-পাশ হইতে প্রমুক্ত করেন, এবং ইঁহার সেই প্রজাসমূহ রোগহীন ও পাপহীন হইয়া থাকে। সেই জন্যই তিনি এই সকল (হবির) দ্বারা চতুর্থ মাসে যাগ করিয়া থাকেন।

৫। তাহাতে (বরুণ প্রঘাসে) বেদি দুইটি ও অগ্নি দুইটি হইয়া থাকে।[৮]

---

৮। এই দুইটি বেদির একটি অধ্বর্য্যুর ও অপরটি প্রতিপ্রস্থাতার। আহবনীয়ের পূর্ব্বদিকে তিন প্রক্রম (পদ) বা ততোধিক স্থান পরিত্যাগ করিয়া উত্তর ভাগে একটি এবং দক্ষিণ ভাগে আর একটি বেদি নির্ম্মিত হয়। উত্তর ভাগে নির্ম্মিত বেদি অধ্বর্য্যুর, দ্বিতীয়টি প্রতিপ্রস্থাতার। এই দুই বেদির মধ্যে এক প্রাদেশ অথবা ত্রয়োদশ অঙ্গুলি ('পৃথ', বৌধায়ন; মণিবন্ধ হইতে মধ্যমাঙ্গুলির অগ্র পর্য্যন্ত—যাজ্ঞিকদেব) ব্যবধান থাকিবে (ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ ব্যবধানের জন্য দ্রষ্টব্যঃ—আপ. শ্রৌ. ৮.৫.১০)। এই উভয় বেদির মধ্যে প্রতিপ্রস্থাতার বেদির পরিমাণ দর্শপূর্ণমাসীয় বেদির ন্যায়ই হইয়া থাকে; অধ্বর্য্যুর বেদির পরিমাণসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ইহা পশ্চিম দিকে তির্য্যক্ (অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণে) বিস্তারে চারি অরত্নি, পূর্ব্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্যে ছয় বা সাত অরত্নি, এবং পূর্ব্বে তির্য্যক্ (বিস্তারে) তিন অরত্নি হইবে। কেহ কেহ বলেন পশ্চিমে তির্য্যক্ ১০০ অঙ্গুলি, পূর্ব্ব-পশ্চিম দৈর্ঘ্যে ১৮০ অঙ্গুলি, এবং পূর্ব্বে উত্তর-দক্ষিণ বিস্তারে ৮৩ অঙ্গুলি হইবে। অঙ্গুলি-শব্দে এখানে এক অরত্নির চতুর্বিংশ ভাগ বুঝিতে হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন, উল্লিখিত দুই প্রকার হইতেও অধিকপ্রমাণ বেদি করিতে পারা যায়। উত্তরদিকের বেদির পূর্ব্বধারে ঠিক মধ্যস্থলে একটী শঙ্কু (অর্থাৎ কীলক, খুঁটি) স্থাপন করিতে হয়। দক্ষিণভাগের বেদিতে উৎকর (বেদি মার্জ্জন করিয়া ধূলি-প্রভৃতি ফেলিবার জন্য ক্ষুদ্র গর্ত্ত) করিতে হয় না, উত্তরদিকের বেদিতে যে উৎকর থাকে তাহাতে উভয় বেদিরই কার্য্য হইয়া থাকে। বেদির নির্ম্মাণ ও মার্জ্জনাদির পর অধ্বর্য্যু স্ফ্য (১.১.২.৮, টীকা; ১.২.৪.৩, টীকা) ও শম্যা (খদিরকাঠনির্ম্মিত ৩৬ অথবা ৩২ অঙ্গুলি দীর্ঘ কাঠি, ইহার অগ্রে আট অঙ্গুলি পর্য্যন্ত এক একটী করিয়া বর্ত্তুল গ্রন্থি রচনা করা হয়; কেহ বলেন ইহা প্রাদেশপ্রমাণ, বাহুমাত্র। বিশেষ বিবরণ অন্যত্র যজ্ঞিয়পাত্র-নামক বিশেষ অংশে প্রদত্ত হইবে।) গ্রহণ করিয়া উত্তরদিকের বেদির উৎকর প্রদেশের পূর্ব্বে গমনাগমনের জন্য একটু পথ ছাড়িয়া বেদির সংলগ্ন (শাখান্তর-মতে এক বা দুই প্রক্রম ব্যবধানে, অথবা অপরিমিত দূরেই) একটি চাত্বাল (গর্ত্ত, বক্ষ্যমাণ প্রকারে নির্ম্মিত গর্ত্তের নাম চাত্বাল, "যাগাদিসংস্কারসংস্কৃতস্য গর্ত্তস্য নামধেয়ম্ —যাজ্ঞিকদেব, কা. শ্রৌ. ৫. ৩. ২০) খনন করেন। খননের প্রণালী এইরূপঃ—প্রথমে পূর্ব্বোক্ত

যেখানে যে বেদি দুইটি ও অগ্নি দুইটি হইয়া থাকে, তাহাতে দ্বি- (উভয় ও দক্ষিণ এই) উভয় দিকেই প্রজাসমূহকে বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করিয়া দেন (যে সকল প্রজা) এখান হইতে ঊর্দ্ধবর্ত্তিনী ও এখান হইতে অধোবর্ত্তিনী। সেই জন্যই বেদি দুইটি হইয়া থাকে।

---

স্থানে শম্যামাত্রি পশ্চিম দিকে উত্তরাগ্ররূপে স্থাপন করিয়া (বা. স. ৫. ৯. ১ মন্ত্রে) স্ফ্য দ্বারা তাহার ভিতরে ধারে ধারে উত্তরাগ্র একটি রেখা করিতে হইবে। তাহার পর মধ্যে একশম্যা পরিমিত ব্যবধান দিয়া পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ববৎ উত্তরাগ্র শম্যা স্থাপিত করিয়া (বা. স. ৫. ৯. ২. মন্ত্রে) স্ফ্য দ্বারা রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে, এইরূপ যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বেও শম্যা ও স্ফ্য সাহায্যে (বা. স. ৫. ৯, ৩—৪ মন্ত্রে) অপর দুইটি রেখা অঙ্কিত করিলে একটি চতুষ্কোণ স্থান অঙ্কিত হইবে। অনন্তর অধ্বর্যু যজমানকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট থাকিয়া (বা. স. ৫. ৯. ৫ মন্ত্রে।) ঐ অঙ্কিত স্থানে স্ফ্য দ্বারা প্রহার করেন, এবং হস্ত ও স্ফ্য দ্বারা উৎখাত পুরীষ (মৃত্তিকা) গ্রহণ করিয়া (বা. স. ৫. ৯. ৬—৭ মন্ত্রে) পূর্ব্ব স্থাপিত শঙ্কুর নিকট লইয়া স্থাপন করেন। আগ্নীধ্র ঐ মৃত্তিকাকে হস্তদ্বয় দ্বারা সেখানে চাপিয়া দেন। অধ্বর্যু পূর্ব্ববৎ অথবা দুইবার মৃত্তিকা আনয়ন করেন, এবং আগ্নীধ্রও তাহা সেখানে চাপিয়া দেন। অনন্তর অধ্বর্যু অ ভ্রি (কোদালবিশেষ) গ্রহণ করিয়া ঐ চাত্বাল খনন করেন ও (বক্ষ্যমাণ) উ ত্ত র বে দি নামক স্থণ্ডিলের উপযুক্ত মত মৃত্তিকা কোনো ঝুড়ীতে গ্রহণ করিয়া (বা. স. ৫. ৯. ৮ মন্ত্রে) পূর্ব্বোক্ত শঙ্কু স্থানে লইয়া যান, এবং তাহা দ্বারা একটি শম্যাপরিমাণ চতুষ্কোণ বেদি নির্ম্মাণ করেন। উত্তরদিকের বেদির ক্ষেত্রফলের এক তৃতীয়াংশ সমচতুরস্র করিলে যতটা হয়, এই বেদি ততটা হইলেও চলে। ইহারই নাম উ ত্ত র বে দি (অর্থাৎ উপরিস্থিত বা উত্তরদিকে স্থিত বেদি)। এই উত্তরবেদির মধ্যস্থলে প্রাদেশপ্রমাণ সমচতুরস্র একটি নাভি (গর্ত্ত) করিতে হয়। অনন্তর (বা. স. ৫. ১০, ২ মন্ত্রে) উত্তরবেদি প্রোক্ষণ করিয়া (৫. ১০. ৩ মন্ত্রে) তদুপরি সিকতা ছড়াইয়া দেওয়া হয়, এবং সমস্ত রাত্রি উদুম্বর শাখা, প্লক্ষশাখা, অথবা দর্ভসমূহের দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখা হয়। অনন্তর প্রাতঃকালে অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা উভয়েই এক একটি ইধ্ম (একত্র বদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডসমূহ, ১, ২. ৬. ১, টীকা দ্রষ্টব্য; এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে) আহবনীয় অগ্নিতে ধরাইবার জন্য স্থাপন করেন. এবং তাহা ধরিয়া উঠিলে গ্রহণ করিয়া, সিকতা (উ প য ম নী, "উপযম্যতে উপগৃহ্যতে অগ্নিরাভিরিতি উপযমন্যঃ সিকতাঃ; অগ্ন্যুদ্ধারণার্থে পাত্রে সন্তাপপরিহারায় উপ সমীপে কল্পয়তি স্থাপয়তীতি হরিস্বামিনঃ—কা. শ্রৌ. ৫. ৪. ২. ব্যাখ্যা), অথবা (চাত্বাল হইতে গৃহীত) মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ কর্পরাদি পাত্রে তাপ নিবারণের জন্য স্থাপন করিয়া (যথোক্ত বিধিতে) উভয়েই স্ব স্ব বেদিতে লইয়া যান; প্রতিপ্রস্থাতা নিজের অগ্নি লইয়া যাইবার সময় তাহা বাম হস্তে ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্তে স্ফ্য দ্বারা আহবনীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্বর্যুবেদির মধ্যস্থল পর্য্যন্ত, কিংবা উত্তরবেদি

৬। তিনি উত্তর দিকেরই বেদিতে উ ত্ত র বে দি উত্থাপিত করেন, দক্ষিণ দিকের (বেদিতে) নহে। ক্ষত্রই বরুণ,[৯] এবং মরুৎসমূহ প্রজা ("বিশঃ"); তিনি ইহাতে ক্ষত্রকেই প্রজাসমূহের উপরে ("উত্তরং") করেন, এবং সেই জন্যই উপরি-আসীন ক্ষত্রিয়কে নীচে স্থিত প্রজাগণ উপাসনা করিয়া থাকে। অতএব তিনি উত্তর দিকেরই বেদিতে উ ত্ত র বে দি কে উত্থাপিত করেন, দক্ষিণ দিকের নহে।

৭। (এখানে) এই পাঁচটি হবিই হইয়া থাকে;[১০] কেননা প্রজাপতি এই সমস্ত হবিরই দ্বারা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে সকল (প্রজা) ইহা হইতে ঊর্দ্ধে এবং ইহা হইতে নিম্নে অবস্থিত, প্রজাপতি সেই সমস্ত

---

পর্য্যন্ত অথবা উত্তরবেদির দাক্ষিণশ্রোণি পর্য্যন্ত একটি রেখা অঙ্কিত করেন। অধ্বর্যু উত্তরবেদি সমীপে অগ্নি লইয়া গিয়া অন্য ব্যক্তিকে সেই অগ্নি ধারণ করিতে দেন, এবং নিজে প্রোক্ষণী জল লইয়া ও উত্তরবেদির দক্ষিণ ভাগে বেদিমধ্যে উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া ঐ জলের দ্বারা উত্তরবেদির যথাক্রমে পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ (বা. স. ৫. ১১. ১-৪) প্রোক্ষণ করেন, এবং অবশিষ্ট জল বেদির বাহিরে দক্ষিণাংসের সংলগ্ন স্থানে ঢালিয়া দেন (বা. স. ৫. ১১. ৫)। অধ্বর্যু পূর্ব্বেই স্রুচে পাঁচবার আজ্য গ্রহণ করিয়া কাহাকেও ধারণ করিবার জন্য দিয়া রাখেন, এবং আর এক জন দেবদারুকাষ্ঠের তিন খানি প রি ধি (১. ২. ৩. ১৩, টীকা ১৪) গুগ্গুলু, সুগন্ধি-তেজন (রোহীত বৃক্ষের পুষ্প), এবং মেষের মস্তকস্থিত লোম এই কয়টি জিনিস আর এক জনের হস্তে থাকে। বেদি প্রোক্ষণের পর অধ্বর্যু বেদির উত্তর দিকে উপবেশন ও দক্ষিণ জানু আকুঞ্চিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত নাভির চারিদিকে দর্ভ আস্তরণ করিয়া দর্ভ অবলোকন করিতে করিতে নাভির দুই শ্রোণি, দুই অংস ও মধ্য স্থলে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগৃহীত আজ্য (বা. স. ৫. ১২. ১-৫) হোম করেন, এবং সেই নাভিকে পরিবেষ্টিত করিয়া পরিধি তিনখানি স্থাপন করেন (বা. স. ৫. ১৩. ১), ও নাভিমধ্যে গুগ্গুলু, সুগন্ধিতেজন ও মেষলোম স্থাপন করিয়া থাকেন (বা. স. ৫. ১৩. ২)। অনন্তর তিনি এই গুগ্গুলুপ্রভৃতি দ্রব্যের উপরেই অগ্নিকে স্থাপন করেন। প্রতিপ্রস্থাতাও নিজের বেদিতে নির্ম্মিত এক অরত্নি সমচতুরস্র আহবনীয় ধরে পঞ্চবিধ ভূমিসংস্কার (পৃষ্ঠা) এবং রেখাঙ্কন (?"উদ্ধত", পুনরুল্লেখন) ও অভ্যুক্ষণ করিয়া তাহাতে অগ্নি স্থাপন করেন। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৫. ৩; ৫. ৩. ৪. ১—১৯।

৯। ক্ষত্র—ক্ষত্রিয় জাতি। দ্রঃ—১৪. ৪. ২. ২৩। দক্ষিণ বেদিতে মরুদ্গণের যাগ হইয়া থাকে।

১০। বৈশ্বদেব আগ্নেয়প্রভৃতি যে পাঁচটি হবি বিহিত হইয়াছে, বরুণপ্রঘাসেও ঐ কয়টি হইয়া থাকে; দ্রঃ—২. ৫. ২. ৮ ইত্যাদি।

প্রজাকে ইহাদের দ্বারা বরুণ পাশ হইতে উভয়দিকে প্রমুক্ত করিয়াছিলেন; সেই জন্য এই পাঁচটি হবি হইয়া থাকে।

৮। অনন্তর ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দ্বাদশ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে।[১১] ইন্দ্র ও অগ্নি (যথাক্রমে) প্রাণ ও উদান (-স্বরূপ); যেমন কেহ পুণ্য (কার্য্য উপকার) করিলে (তাহার প্রত্যুপকাররূপ) পুণ্য (কার্য্য) করিতে হয়, ইহাও সেইরূপ। তাঁহাদেরই উভয়ের জন্য ইহার (যজমানের) প্রজা-সমূহ পরাভূত হইয়া যায় নাই; তিনি তাহাতে প্রাণ ও উদানেরই দ্বারা প্রজা-সমূহের চিকিৎসা করিয়া থাকেন,—প্রাণ ও উদানকে প্রজাসমূহের মধ্যে স্থাপন করেন; এই নিমিত্ত ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দ্বাদশ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে।

৯। উভয় (বেদিতেই) পয়স্যা (-রূপ) হবি হইয়া থাকে। পয় হইতেই প্রজাসমূহ সম্ভূত (বৃদ্ধি প্রাপ্ত) হয়, এবং পয় হইতেই তাহারা সম্ভূত হই-য়াছে; অতএব যাহা হইতে (প্রজারা) সম্ভূত হইয়াছে ও যাহা হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে, তাহা (অর্থাৎ তাদৃশ সম্ভবের কারণস্বরূপ পয়) থাকা হেতুই তিনি ইহাতে (অর্থাৎ পয়স্যারূপ হবি-প্রদানে) যে সকল (প্রজা) এখান হইতে ঊর্দ্ধে এবং যে সকল (প্রজা) এখান হইতে নিম্নে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই সমস্ত প্রজাকে বরুণপাশ হইতে উভয়দিকে প্রমুক্ত করেন।

১০। উত্তরা (অর্থাৎ অধ্বর্য্যুর উত্তরবেদিস্থিত পয়স্যা) বরুণের জন্য হয়; কেননা, বরুণই ইহার (প্রজাপতির) প্রজাসমূহকে গ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব তিনি ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে বরুণপাশ হইতে প্রজাগণকে প্রমুক্ত করেন। দক্ষিণা (অর্থাৎ প্রতিপ্রস্থাতার দক্ষিণবেদিতে অবস্থিত পয়স্যা) মরুদ্গণের জন্য হইয়া থাকে,[১৪] এবং মরুদ্গণের জন্য হইলেই তাহাতে পুনরুক্তি হয় না; আর যদি উভয়ই (দুইটি পয়স্যাই) বরুণের জন্য হয়, তাহা হইলে তিনি পুনরুক্তি করিয়া

১১। "তত্র ষষ্ঠং হবিরৈন্দ্রাগ্নঃ দ্বাদশকপালঃ পুরোডাশো ভবতি"—কা. শ্রৌ. ৫, ৪ ২০ বৃত্তি।

১২। ২. ৪. ২. ৩ দ্রষ্টব্য।

১৩। কা. শ্রৌ. ৫. ৪. ২৩ বৃত্তি।

১৪। কা. শ্রৌ ৫. ৫. ৫।

দেন।[১৪] আরও, মরুদ্গণ দক্ষিণ দিকে ইহার (প্রজাপতির) প্রজাসমূহকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এবং তিনি তাঁহাদিগকে এই (পয়স্যা-) ভাগের দ্বারা উপশান্ত করিয়াছিলেন; সেই জন্য দক্ষিণা (পয়স্যা) মরুদ্গণের জন্য হইয়া থাকে।

১১। তিনি তাহাদের (পয়স্যাদ্বয়ের) উভয়েরই মধ্যে ক রী র (-নামক ফল) -সমূহ[১৬] প্রক্ষিপ্ত করেন। প্রজাপতি করীরসমূহের দ্বারা প্রজাগণের সুখ ("কং") করিয়াছিলেন, এবং তিনিও ইহাতে প্রজাগণের সুখ করিয়া থাকেন।

১২। তিনি তাহাদের উভয়েরই মধ্যে শমীপত্রসমূহ প্রক্ষিপ্ত করেন।[১৭] প্রজাপতি শমীপত্রসমূহের দ্বারা প্রজাগণের শুভ ("শং") করিয়াছিলেন, এবং তিনিও ইহাতে প্রজাগণের শুভ করিয়া থাকেন।

১৩। অনন্তর ক-এর (প্রজাপতির) জন্য এককপালসংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে। প্রজাপতি ক-সম্বন্ধী এককপালসংস্কৃত পুরোডাশের দ্বারা

---

১৫। অর্থাৎ উভয় পয়স্যাই বরুণের জন্য হইলে বরুণের নাম পুনরুক্ত হয়, ইহা উচিত নহে।

১৬। ক রী র এক প্রকার সুমিষ্ট ক্ষুদ্র ফল, সায়ণ লিখিয়াছেন "মধুরাঃ ফলবিশেষাঃ করীরাণি, তানি চোত্তরাপথে প্রসিদ্ধানি।" শ্রীযুত সামশ্রমী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, রাজপুতনার জয়পুর-প্রভৃতি অঞ্চলে এই সকল ফল প্রভূত জন্মে, কাঁচা অবস্থায় শাকরূপেও ইহা ব্যবহৃত হয়। "সৌম্যানি বৈ করীরাণি" (তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৪. ৫.) ইহার ব্যাখ্যায় (তৈ. স. ১. ৮. ৬. ১) সায়ণ লিখিয়াছেন করীর-অঙ্কুর সোমবল্লীর ন্যায়; তিনি এখানে আরো লিখিয়াছেন যে, কেহ কেহ খর্জ্জুরী ফলকেই করীর বলিয়া থাকেন। তৈত্তিরীয়সংহিতায় (২. ৪. ৯. ২) এ সম্বন্ধে এক আখ্যায়িকা আছে। (সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াও যে সকল যতির মুখে ব্রহ্মাত্মপ্রতিপাদক বেদান্ত শুনা যাইত না, ইন্দ্র সেই সমস্ত যতিকে বধ করিয়া আরণ্য কুক্কুরগণকে প্রদান করেন—কৌষীতকি ব্রাহ্মণ; তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও ৬ষ্ঠ কাণ্ডে এইরূপ ভাবের কথা আছে)। কুকুরগুলি যখন ঐ সমস্ত যতির মস্তক ভক্ষণ করে, তখন কপালাস্থিগুলি (ভূমিতে) পতিত হইয়াছিল, এবং তৎসমুদয়ই খর্জ্জুর-বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে; ইহাদের (সায়ণ বলেন,—ইহাদের ফলের) রস উপরে উঠিয়া (ভূমিতে) পড়িয়া যায়, এবং অতাই করীর হইয়াছে। সায়ণ এখানেও করীরকে সোমলতা সদৃশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যাজ্ঞিকদেব (কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ১) বলিয়াছেন যে, পাতাহীন কাঁটাগাছ—"অপর্ণঃ কণ্টকীবৃক্ষঃ।"

১৭। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ১।

প্রজাগণের সুখ ("কং") করিয়াছিলেন এবং, ইনিও ইহাতে ক-সংবন্ধ এক-কপালসংস্কৃত পুরোডাশের দ্বারা প্রজাগণের সুখ করিয়া থাকেন ; অতএব ক-এর জন্ত এককপালসংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে।

১৪। তাঁহারা[১৮] পূর্ব্বদিন[১৯] যবকে তুষহীন করিয়া এবং অন্বাহার্য্য-পচনে (দক্ষিণাগ্নিতে) তাহা ঈষৎ উপতপ্ত করিয়া (ভাজিয়া) তাহা দ্বারা গৃহে যতগুলি পরিবার থাকে, একাধিক ততগুলি করম্ভ পাত্র[২০] (সজ্জিত) করিবেন।

১৫। তাঁহারা সেই সময়ে (যব দ্বারা) একটি মেষ ও একটি মেষীকে (নির্ম্মাণ) করেন।[২১] তিনি যদি মেষ ('এড়ক') ছাড়া অপর কাহারো ঊর্ণা (লোম) পান, তবে তাহা প্রক্ষালন করিয়া সেই মেষ ও মেষীতে সংশ্লিষ্ট করিয়া দিবেন; আর যদি মেষ ছাড়া অপর কাহারো লোম না পান, তাহা হইলে কুশই ঊর্ণা (-রূপে ব্যবহৃত) হইতে পারিবে।

১৬। সেখানে যে মেষ ও মেষী (নির্ম্মিত) হয়, তাহার কারণ, এই যে মেষ, ইহা বরুণের প্রত্যক্ষ পশু; তিনি ইহাতে প্রত্যক্ষভাবেই বরুণপাশ হইতে প্রজাসমূহকে প্রমুক্ত করিতে পারেন। তাহারা দুইটি (মেষ ও মেষী) যবময় হয়; কেননা, বরুণ (যে সকল প্রজাকে) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা যব ভক্ষণ করিয়াছিল।[২২] তাহারা দুইটি এক মিথুন হয়; এবং তিনি ইহাতে

---

১৮। অধ্বর্য্যু-যজমান-প্রভৃতি।

১৯। যেদিন বরুণপ্রঘাস হইবে, তাহার পূর্ব্বদিন।

২০। দধিযুক্ত ছাতুর নাম করম্ভ, তৎপূর্ণ পাত্রের নাম করম্ভপাত্র কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ২ যাজ্ঞিকদেব। সায়ণ এখানে ভৃষ্ট যবচূর্ণকেই করম্ভ বলিয়াছেন। কা. শৌ. ৫. ৫. ৬-৫।

২১। তুষহীন যব পেষণ করিয়া তাহারই দ্বারা একটি মেষ ও একটি মেষীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়। অধ্বর্য্যু মেষ ও প্রতিপ্রস্থাতা মেষী নির্ম্মাণ করেন। এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৫. ৩. ৬. যাজ্ঞিকদেববৃত্তি। তৈত্তীরীয়ব্রাহ্মণেও (১. ৬. ৪. ১) ইহা আছে।

২২। যব ভক্ষণ করায় বরুণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাহাদের যে মেষ নিমিত্ত তিনি যবময় মেষ-মেষী প্রদান করিয়া সেই যবই তাঁহাকে আবার ফিরাইয়া দেন।

মিথুনেরই দ্বারা বরুণপাশ হইতে প্রজাসমূহকে প্রমুক্ত করিয়া থাকেন।

১৭। তিনি উত্তর[২৩] পয়স্তাতে মেষীকে এবং দক্ষিণ[২৪] পয়স্তাতে মেষকে অবস্থাপিত করেন ; এইরূপেই মিথুন সম্পন্ন হইয়া থাকে, কেননা স্ত্রী পুরুষের নিকট উত্তর ( বাম ) দিকেই শয়ন করিয়া থাকে।[২৫]

১৮। অধ্বর্য্যু সমস্ত হবিকেই উত্তরবেদিতে আসাদিত ( উপস্থাপিত ) করেন, আর প্রতিপ্রস্থাতা কেবল ( মরুদ্গণের জন্য ) এই পয়স্তাকে দক্ষিণ বেদিতে স্থাপন করিয়া থাকেন।[২৬]

১৯। তিনি ( অধ্বর্য্যু ) হবিসমূহ আসাদন করিয়া, অগ্নি মন্থন করেন এবং অগ্নি মন্থন করিয়া ( ও তাহাকে বিহিত মন্ত্রে[২৭] আহবনীয়খরে ) প্রক্ষিপ্ত করিয়া ( তাহাতে বিহিত মন্ত্রে[২৮] ) হোম করেন। অনন্তর কেবল অধ্বর্য্যুই[২৯] ( হোতাকে ) বলেন—'সন্দীপ্যমান অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া আপনি ( সামিধেনী-সমূহ ) উচ্চারণ করুন !'[৩০] তাঁহারা উভয়েই ( অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা, অগ্নিতে এক-একখানি করিয়া ) দুইখানি ইধ্ম নিক্ষেপ করেন, উভয়েই ( এক-একখানি করিয়া ) দুইখানি সমিৎ অবশিষ্ট রাখেন, এবং উভয়েই প্রথম আহুতিদ্বয় ( পূর্ব্বাঘার )[৩১] প্রক্ষিপ্ত করেন। অনন্তর কেবল অধ্বর্য্যুই ( আগ্নীধ্রকে ) বলেন—'আগ্নীধ্র, অগ্নিকে সম্মার্জ্জন করুন !' ( এই ) আদেশ (-অনুসারে অগ্নি) মার্জ্জিত না হইতেই[৩২]—

২৩। অর্থাৎ অধ্বর্য্যুর উত্তর দিকের বেদিতে স্থিত।

২৪। অর্থাৎ প্রতিপ্রস্থাতার দক্ষিণ দিকের বেদিতে স্থিত।

২৫। কা. শ্রৌ. ৫,৫,৩।

২৬। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ৪—৫।

২৭। বা. স. ৫,৩।

২৮। বা. স. ৩,৪।

২৯। প্রতিপ্রস্থাতাও ইঁহার সহিত বলিবেন না।

৩০। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য :—১.৩. ২.১ ইত্যাদি।

৩১। ১. ৩. ৬. ১ ইত্যাদি।

৩২। "অসম্মৃষ্টেব ভবতি সংপ্রেষিতম্ ;" ভাবানুবাদ করা হইয়াছে, দ্র :—কা. শ্রৌ. ৪.৫.৩ [illegible]

২০। প্রতিপ্রস্থাতা ( গার্হপত্যের পশ্চিমে পত্নীর উপবেশন স্থানের নিকট ) প্রত্যাগমন করেন। তিনি পত্নীকে ( করম্ভপাত্র-হোমের উদ্দেশে আহবনীয়-সমীপে ) লইয়া যাইবার জন্য প্রশ্ন করেন—'আপনি কাহার সহিত বিচরণ করেন ?'[৩৩] তিনি যে অন্যের হইয়া অন্যের সহিত বিচরণ করেন, তাহাতে বরুণেরই ( নিকটে পাপ ) করিয়া থাকেন। তিনি (অধ্বর্য্যু) যে তাঁহাকে প্রশ্ন করেন,তাহার কারণ এই যে, তিনি (অধ্বর্য্যু) মনে করেন—'পাছে ইনি (যজমান-পত্নী) অন্তরে ( পাপরূপ-) শল্যবিশিষ্ট হইয়া আমার (এই অগ্নিতে ) হোম করিয়া ফেলেন।' পাপ প্রকাশিত হইলে অল্পতর ( অর্থাৎ লঘু ) হইয়া থাকে, কেননা তাহা সত্য হয়, এবং সেইজন্যই তিনি প্রশ্ন করিয়া থাকেন। আর তিনি যদি প্রত্যুত্তর প্রদান না করেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞাতিগণের অহিত হইয়া থাকে।

২১। ( অনন্তর )[৩৪] তিনি তাঁহাকে ( যজমানপত্নীকে এই মন্ত্র ) বলান— "শত্রুগণের নিরাসকারী, প্রভূতভোজী ও করম্ভে সম্প্রীতিশালী মরুদ্গণকে আহ্বান করিতেছি !"[৩৫] ইহা ( এই মন্ত্র ) পুরোনুবাক্যার ন্যায়, এবং ইহারই দ্বারা তিনি ইহাদিগকে (মরুদ্গণকে ) এই সকল (করম্ভ-) পাত্রের জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন।

---

৩৩। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, তাঁহার কোন উপপতি আছে কি না। যদি না থাকে, তবে তিনি তাহা বলিবেন ; আর থাকিলে যতগুলি থাকে সমস্তকেই প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে। লজ্জাবশত নাম না করিলে এক-একখানি তৃণদ্বারাও তিনি তাহা প্রকাশ করিতে পারেন। না প্রকাশ করিলে তাঁহার জ্ঞাতিবন্ধুর বিয়োগ হয়। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ৭—৯। মানবশ্রৌতসূত্রে আছে—"প্রতিপ্রস্থাতা গার্হপত্যান্তে পৃচ্ছতি—পত্নি, কতি তে কান্তাঃ, যদি মিথ্যা বক্ষ্যসি প্রিয়তমস্তে সংস্থাস্যতীতি ; যং নির্দ্দিশেৎ তং বরুণো গৃহ্ণাত্বিতি ব্রূয়াদিতি।" কাঠকে—"প্রতিপ্রস্থাতা পত্নীমাহ কতি তে কান্তা ইতি সত্যং বদেৎ, নির্দ্দিষ্টাংস্তান্ বরুণো গৃহ্ণাত্বিতি।" তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১.৬.৫.২) ইহা আছে :—"পত্নীং বাচয়তি, মেধ্যামেবৈনাং করোতি, অথো তপ এবৈনামুপনয়তি। যজ্জারং সন্তং ন প্রব্রূয়াৎ প্রিয়ং জ্ঞাতিং রুন্ধ্যাৎ, অসৌ মে জার ইতি নির্দ্দিশেৎ, নির্দ্দিশ্যৈবৈনাং বরুণপাশেন গ্রাহয়তি।"

৩৪। অর্থাৎ পত্নী তাহা বলিবার পর, কা. শ্রৌ. ৫. ৬. ১০।

৩৫। বা. স. ৩,৪৪।

২২। সেই সমস্ত (করম্ভপাত্র) প্রতিপুরুষের (জন্য এক-একটি) হইয়া থাকে; গৃহে যতগুলি (জ্ঞাতিজন) থাকে, একাধিক ততগুলি (পাত্র) হয়। তিনি এইরূপে প্রতিপুরুষে এক-একটি (করম্ভপাত্রের) দ্বারা তাঁহার উৎপন্ন প্রজাবৃন্দকে বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করেন; আর যে একটি অতিরিক্ত (পাত্র) হয়, তাহাতে তিনি তাঁহার অজাত (প্রজাবৃন্দকে) বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করিয়া থাকেন; সেইজন্যই (ঐ পাত্র সকলের) একটি অতিরিক্ত হইয়া থাকে।

২৩। (করম্ভের) পা ত্র স মূ হ নির্মিত হইয়া থাকে; কেননা, ভোজ্য-বস্তু পাত্রেই ভোজন করা যায়। (সেই সমস্ত পাত্র করম্ভরূপ-) যবময় হয়, কেন-না, বরুণ (যে প্রজাবৃন্দকে) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা (তাঁহার) যব ভক্ষণ করিয়াছিল। তিনি (যজমানপত্নী) শূর্পের দ্বারা (ঐ করম্ভপাত্র) হোম করেন, কেননা, শূর্পেরই দ্বারা ভোজ্য দ্রব্য (অন্ন) করা হইয়া থাকে। তাহা পত্নী হোম করেন;[৩৬] এবং ইহাতে তিনি (যজমান) মিথুন দ্বারাই বরুণপাশ হইতে প্রজাবৃন্দকে প্রমুক্ত করিয়া থাকেন।

২৪। তিনি (পত্নী) যজ্ঞের পূর্ব্বে ও আহুতিসমূহের পূর্ব্বে[৩৭] হোম করেন, কেননা প্রজারা ("বিশঃ") অহুতভোজী এবং মরুৎসমূহই প্রজা। প্রজাপতির প্রজাসমূহ যখন বরুণগৃহীত হইয়া পরিদীর্ণ হইয়াছিল, নিশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে (হাঁফাইতে হাঁফাইতে) শুইয়া পড়িয়াছিল ও বসিয়া পড়িয়াছিল, তখন মরুৎসমূহই ইহাদের পাপ বিমথিত করিয়াছিলেন; সেইরূপই মরুদ্গণ ইহার প্রজাবৃন্দের পাপকে বিমথিত করেন; এবং সেই জন্যই তিনি যজ্ঞের পূর্ব্বে ও আহুতিসমূহের পূর্ব্বে হোম করিয়া থাকেন।

---

৩৬। যজমানপত্নী করম্ভপাত্রসমূহ শূর্পের উপর করিয়া নিজের মস্তকের উপর তুলিয়া ধরেন [illegible]বং তদনন্তর পশ্চিমমুখে তাহা দক্ষিণ অগ্নিতে হোম করেন। কেবল পত্নীই এই হোম করেন, [illegible]থবা যজমান ও পত্নী উভয়েই করিতে পারেন।—কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ১১। ব্রাহ্মণে কেবল পত্নীর [illegible]ম বিহিত দেখা যায়, কিন্তু "মিথুন দ্বারাই" পদে উভয়েরই হোম সূচিত হইয়াছে। আবার পরবর্তী [illegible] কণ্ডিকায় "স বৈ...জুহোতি" বলিয়া পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ৩৮শ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৭। অর্থাৎ প্রয়াজহোম ও আঘার হোমের পূর্ব্বে; পূর্ব্বটি যজ্ঞ বা যা গ, অপরটি হো ম; য [illegible]—[illegible] ১,২,৫—৭।

২৫। তিনি (যজমান)[৩৮] দক্ষিণাগ্নিতে এই মন্ত্রে (তাহা) হোম করেন—"যাহা গ্রামে ও যাহা অরণ্যে—", কেননা, গ্রামে বা অরণ্যেই পাপ করা যায় ;—"যাহা সভায় ও যাহা ইন্দ্রিয়ে—", তিনি যে বলেন "সভায়" তাহার অর্থ মনুষ্যসমূহে, আর যে বলেন "ইন্দ্রিয়ে" তাহার অর্থ 'দেবসমূহে' ;—"আমরা যে পাপ করিয়াছি তাহা ইহাতে সমর্পণ করিতেছি, স্বাহা!"[৩৯] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'আমরা যাহা কিছু পাপ করিয়াছি, তৎ সমস্ত হইতে আমরা প্রমুক্ত হইতেছি!'

২৬। অনন্তর তিনি মরুৎ পদযুক্ত ইন্দ্রের (ঋক্) জপ করেন। মরুদ্গণ যখন প্রজাপতির প্রজাসমূহের পাপকে বিমথিত (বিলুপ্ত) করিয়াছিলেন, তখন তিনি (প্রজাপতি) পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন যে, 'ইঁহারা (মরুদ্গণ) আমার প্রজাসমূহকে বিমথিত করিবে না।'

২৭। তিনি (তখন) এই (বক্ষ্যমাণ) মরুৎ পদযুক্ত ইন্দ্রের (ঋক্) জপ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ক্ষত্রিয়জাতি, এবং মরুদ্গণ (তাঁহার) প্রজা ; ক্ষত্রিয়জাতিই প্রজাগণের নিরোধক, (অতএব সেই ইন্দ্রের দ্বারাই প্রজাসমূহ) নিরুদ্ধ হইতে পারিবে ; অতএব (বক্ষ্যমাণ) ইন্দ্রের (ঋক্ জপনীয়)।

২৮। "হে ইন্দ্র, এই সংগ্রামসমূহে (আমাদের প্রজাবৃন্দকে) একেবারে (মারিও) না! হে বলশালিন্, দেবগণের সহিত তোমার পৃথক্ ভাগভাগ আছে ; তুমি (যজমানকে) বর বর্ষণ করিয়া থাক, তোমার যবময় হবি রহিয়াছে, তোমার মরুদ্গণকে (আমাদের) বাণী বন্দনা করিতেছে!"[৪০]

২৯। অনন্তর তিনি (প্রতিপ্রস্থাতা) ইঁহাকে (যজমানপত্নীকে, এই মন্ত্র)[৪১] পাঠ করান—"কর্ম্মকারিগণ[৪২] কর্ম্ম করিয়াছেন," কেননা, যাঁহারা

---

৩৮। ৩৬শ টীকা দ্রষ্টব্য। কিন্তু সায়ণভাষ্যে "সা" পদই দেখা যায়, এবং তাহা হইলে তাহার অর্থ যজমানপত্নী ধরিতে হইবে। এই পক্ষে পূর্ব্বের সহিত সামঞ্জস্য থাকে।

৩৯। বা. স. ৩. ৪৫ ; কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ১১।

৪০। বা. স. ৩. ৪৬. ; কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ১২।

৪১। বা. স. ৩. ৪৭ ; কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ১৩।

৪২। অর্থাৎ যজমানগণ—সায়ণ ; ঋত্বিগ্‌গণ—মহীধর।

স্পর্শ করেন তাঁহারা স্পর্শ করিয়াই ছিলেন ;—"স্ফুরোৎপাদক ( ভক্তিযুক্ত ) বাণীর সহিত," কেননা, বাণীর সহিতই তাঁহারা করিয়াছিলেন ;—"দেবগণের স্পর্শ করিয়া", কেননা, দেবগণেরই স্পর্শ করিয়া,—"হে সহাবস্থানকারিগণ,[43] গৃহে ( "অস্ত" ) প্রস্থান করুন !" তাঁহারা ( তখন ) অন্তস্থান[44] হইতে ( আহবনীয়সমীপে ) আনীত ( যজমানপত্নীর ) সহিত অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া তিনি "সহাবস্থানকারিগণ" বলিয়া থাকেন। "গৃহে প্রস্থান করুন" ( ইহার তাৎপর্য্য এই যে ), পত্নী যজ্ঞের পশ্চার্দ্ধ, এবং ( প্রতিপ্রস্থাতা ) তাঁহাকে পূর্ব্বাভিমুখী করিয়া যজ্ঞের নিকটে আগমন করাইয়াছিলেন। "অস্ত"-অর্থে গৃহ, এবং গৃহই প্রতিষ্ঠা ; অতএব তিনি ইহাতে প্রতিষ্ঠারূপ গৃহেই ইহাকে ( যজমানপত্নীকে ) প্রতিষ্ঠাপিত করেন।

৩০। ( অনন্তর ) প্রতিপ্রস্থাতা ( পত্নীকে তাঁহার স্থানে ) ফিরাইয়া লইয়া গিয়া ( নিজের স্থানে ) আগমন করেন। ( অনন্তর ) তাঁহারা[45] অগ্নিকে[46] সম্মার্জ্জন করেন, এবং অগ্নি সমার্জ্জিত হইলে তাঁহারা উভয়েই[47] শেষ আহুতিদ্বয় ( উ ত্ত রা ঘা র )[48] প্রক্ষিপ্ত করেন। অনন্তর অধ্বর্য্যুই ( আগ্নীধ্রকে ) আহ্বান করিয়া[49] হোতাকে বরণ করেন এবং হোতা বৃত হইয়া উত্তরবেদির হোতৃ-উপবেশন স্থানে উপবেশন করেন ; তিনি উপবেশন করিয়া ( অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতাকে প্রযাজ অনুষ্ঠানের জন্য )[50] প্রবর্ত্তিত করেন, এবং তাঁহারা উভয়েই প্রবর্ত্তিত হইয়া স্রুক্‌সমূহ[51] গ্রহণপূর্ব্বক ( হোম করিবার জন্য দক্ষিণ

---

৪৩। অর্থাৎ যজমানের অমাত্য ও ঋত্বিগ্‌বর্গ,—সায়ণ।

৪৪। পত্নীর বসিবার স্থান।

৪৫। আগ্নীধ্র, বহুবচন গৌরবার্থ।

৪৬। প্রথমে উত্তরবেদির আহবনীয়কে সম্মার্জ্জন করিয়া পরে দক্ষিণবেদির আহবনীয়কে সম্মার্জ্জন করেন।

৪৭। অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা।

৪৮। দ্র :—১, ৩, ৬, ১ ইত্যাদি ; পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯শ কণ্ডিকা ॥

৪৯। দ্র :—১, ৪, ৩, ৬, ৪ টীকা ; ১৬, ৮ টীকা।

৫০। দ্র :—১, ৪, ৪, ৯ ইত্যাদি।

৫১। অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা উভয়েরই পৃথক্ পৃথক্ জুহূ ও উপভৃৎ থাকে।

দিকে পূর্বস্থান ) অতিক্রমপূর্বক গমন করেন ; অতিক্রমপূর্বক গমন করিয়া অধ্বর্যু ই (হোতাকে) আহ্বান করিয়া (প্রথম প্রযাজসম্বন্ধে) বলেন—'সমিৎসমূহের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন !' (আর অন্যান্য প্রযাজসম্বন্ধে বলেন) 'যাজ্যা পাঠ করুন।'[৫২] তাঁহারা উভয়ে চতুর্থ[৫৩] প্রযাজে (উপভৃৎ হইতে জুহূতে আজ্য) সমানীত করিয়া নয়টি প্রযাজ[৫৪] অনুষ্ঠান করেন।

৩১। অনন্তর অধ্বর্যু ই আগ্নেয় আজ্যভাগ (লক্ষ্য করিয়া) (হোতাকে) বলেন—'অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন' এবং তাঁহারা উভয়ে (অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা, প্রবাশ্বিত) আজ্যকে চারিবার অবদান (অর্থাৎ খণ্ডন বা বিভাগ) করিয়া (জুহূতে) গ্রহণ করেন ও (পূর্বস্থান) অতিক্রমপূর্বক (উত্তরদিকে) গমন করেন। অতিক্রমপূর্বক গমন করিয়া অধ্বর্যু ই (হোতাকে) আহ্বান করেন ও বলেন 'অগ্নির যাজ্যা উচ্চারণ করুন !' এবং বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে তাঁহারা উভয়েই (স্ব স্ব আহবনীয়ে হোম করেন)।

৩২। অনন্তর অধ্বর্যু ই (হোতাকে) সৌম্য (সোমদেবতার) আজ্যভাগ (লক্ষ্য করিয়া) বলেন,—'সোমের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন !' এবং তাঁহারা উভয়ে আজ্যকে চারিবার অবদান করিয়া গ্রহণ করেন ও অতিক্রমপূর্বক গমন করেন। অতিক্রমপূর্বক গমন করিয়া অধ্বর্যু হোতাকে আহ্বান করেন ও বলেন 'সোমের যাজ্যা উচ্চারণ করুন !' এবং বষট্‌কার উচ্চারিত হইলেই তাঁহারা উভয়ে হোম করেন।

---

৫২। দ্র :—কা. শ্রৌ. ৬. ৫. ৩ ; আপ. শ্রৌ. ৩. ৫. ১।

৫৩। মূলে এখানে "চতুর্থে চতুর্থে" আছে ; সায়ণ বলেন প্রতিপ্রস্থাতা ও অধ্বর্যু এই দুই জনে কাজ করেন বলিয়া দুইবার "চতুর্থে চতুর্থে" বলা হইয়াছে—"চতুর্থে চতুর্থে ইতি বীপ্সা দ্বিত্বাপেক্ষয়া।"

৫৪। বৈশ্বদেবপর্বে নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজ হইয়া থাকে, ইহা পূর্বে (২.৪.২.২০) উক্ত হইয়াছে। এই প্রযাজগুলির দেবতার ক্রমিক নাম এই :—১ সমিৎসমূহ, ২ তনূনপাৎ (বা নরাশংস), ৩ ইড্‌-সমূহ, ৪ বর্হিসমূহ (এই চারিটি হবির্যজ্ঞেও সমান, ১. ৪. ৪. ৯—১২, অং— ১ম ভাগ, ১৫২ পৃ ১০ টীকা), ৫ (দিব্য) দ্বারসমূহ (দুরঃ বা দ্বারঃ), ৬ উষা ও রাত্রি (বা নক্তা) ৭ দৈব হোতৃগণ, ৮ দেবীত্রয় (ইড়া, সরস্বতী ও ভারতী), ও ৯ অগ্নিপ্রভৃতি যাজ্যা পুরঃ সমস্ত দেবতা।

৩৩। সেখানে বাক্য দ্বারা যাহা কিছু কর্তব্য থাকে, অধ্বর্যুই তাহা করিয়া থাকেন, প্রতিপ্রস্থাতা নহে।[৫৫] যেখানে ( হোতৃকর্তৃক ). বষট্কার উচ্চারিত হয়, সেস্থানেই অধ্বর্যু ই যে ( হোতাকে ) আহ্বান করেন ( তাহার কারণ এই যে ),—

৩৪। প্রতিপ্রস্থাতা (অধ্বর্যু র) কৃতানুকারীই হইয়া থাকেন।[৫৬] কেননা, বরুণ ক্ষত্রিয়জাতি এবং মরুদ্গণ ( তাঁহার ) প্রজা ; সেই জন্য তিনি ( প্রতিপ্রস্থাতা ) ইহাতে প্রজাকে ( ক্ষত্রিয়ের ) কৃতানুকারিণী ও অনুগামিনী করিয়া থাকেন। যদি প্রতিপ্রস্থাতা ( হোতাকে ) আহ্বান করেন, তাহা হইলে তিনি প্রজাবৃন্দকে ক্ষত্রিয়ের প্রতি প্রতিলোমভাবে উদ্যত করিয়া থাকেন এবং সেই জন্যই তিনি আহ্বান করেন না।

৩৫। প্রতিপ্রস্থাতা স্রুগ্দ্বয় ( জুহূ ও উপভৃৎ ) হস্তেই ( ধারণ ) করিয়া উপবেশন করেন এবং অধ্বর্যু তখন এই সমস্ত ( বক্ষ্যমাণ ) হবির দ্বারা (কার্য্যে) অগ্রসর হন, যথা, অষ্টকপালে সংস্কৃত আগ্নের পুরোডাশ, সৌম্য ( সোমের ) চরু, দ্বাদশ বা অষ্ট কপালে সংস্কৃত সাবিত্র ( সবিতার ) পুরোডাশ, সারস্বত ( সরস্বতীর ) চরু, পৌষ্ণ ( পুষার ) চরু, এবং দ্বাদশ কপালে সংস্কৃত ঐন্দ্রাগ্ন ( ইন্দ্র ও অগ্নির ) পুরোডাশ।

৩৬। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে এই পয়স্যাদ্বয়ের দ্বারা কার্য্য করিবার ( পূর্ব্বোক্ত মেষ ও মেষীকে ) পরস্পরের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া রা[illegible] সেই যে মেষ মারুতী ( পয়স্যায় ) ছিল, তাহা তিনি বারুণী ( পয়স্যা[illegible] করেন, এবং বারুণী ( পয়স্যায় ) যে মেষ ছিল, তাহা তি[illegible] ( পয়স্যায় ) স্থাপিত করেন। তাঁহারা উভয়ে যে এইরূপ পরস্পরের স্থান পরি-বর্ত্তন করিয়া রাখেন ( তাহার কারণ এই যে ), বরুণ ক্ষত্রিয় এবং পুরুষ বীর্য্যস্বরূপ ; তাঁহারা ইহা দ্বারা ক্ষত্রিয়ে বীর্য্যই স্থাপন করেন। স্ত্রী অবীর্য্যা ; এবং মরুদ্গণ প্রজাস্বরূপ ; তাঁহারা ইহাতে প্রজাকে অবীর্য্যই করিয়া থাকেন। এবং এইজন্যই তাঁহারা এইরূপে পরস্পরের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া রাখেন।

---

৫৫। আপ. শ্রৌ. ৮. ৫. ১৭।

৫৬। কা. শ্রৌ. ৫, ৪. ৩৩—৩৪।

৩৭। অনন্তর অধ্বর্যুই (হোতাকে) বলেন—'বরুণের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি (জুহূতে কিঞ্চিৎ) আজ্য আস্তরণরূপে ঢালিয়া বারুণী পয়স্যার দুইবার অবদান করেন (অর্থাৎ ঐ পয়স্যা হইতে দুইবার কিছু কিছু কাটিয়া গ্রহণ করেন), এবং অন্তত্তর অবদানের সহিত মেষকে (স্রুকে) অবস্থাপিত করেন। অনন্তর তিনি (তাহার) উপরে আজ্যধারাপাত করেন, এবং (পয়স্যার যে স্থান হইতে) অবদান দুইটি (করা হইয়াছিল, সেই স্থান) ঘৃতাক্ত করেন। অনন্তর তিনি (দক্ষিণ দিকে) গমন করিয়া (হোতাকে) বলেন—'বরুণের যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' এবং বষট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি (তাহা) হোম করেন।'

৩৮। অধ্বর্যু হস্তে স্রুগ্‌দ্বয় (জুহূ ও উপভৃৎ) গ্রহণ করিয়া দক্ষিণদিকে প্রতিপ্রস্থাতার বস্ত্র ধারণ করিয়া (হোতাকে) বলেন—'মরুদ্‌গণের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' প্রতিপ্রস্থাতা (জুহূতে কিঞ্চিৎ) আজ্য আস্তরণরূপে ঢালেন, এবং মারুতী পয়স্যার দুইবার অবদান করেন। তিনি অন্তত্তর অবদানের সহিত মেষীকে (স্রুকে) অবস্থাপিত করেন। অনন্তর তিনি (তাহার উপরে) আজ্যধারাপাত করিয়া, (পয়স্যার যে স্থান হইতে) অবদান দুইটি (করা হইয়াছিল, সেই স্থান) ঘৃতাক্ত করেন; এবং (অগ্নির দক্ষিণদিকে) [illegible] করেন। ইহার পর অধ্বর্যুই (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন—[illegible] মরুদ্‌গণের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন!' এবং বষট্কার উচ্চারিত [illegible] (প্রতিপ্রস্থাতা, তাহা) হোম করেন।

৩৯। অনন্তর অধ্বর্যুই ক'র (প্রজাপতির) এককপালসংস্কৃত পুরো-[illegible] (কার্যে) অগ্রসর হন; এবং (ঐ) ক'র নিমিত্ত এককপাল-পুরোডাশের দ্বারা (কার্যে) অগ্রসর হইয়া (হোতাকে) বলেন—'স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' অধ্বর্যু সমস্ত[১] হবি হইতেই এক-একবার করিয়া অবদান করেন, আর প্রতিপ্রস্থাতা কেবল এই (মারুতী) পয়স্যার

৩৯। ১। অর্থাৎ অগ্নি হইতে ক-পর্যন্ত দেবতার; যথা, অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা, ইন্দ্রাগ্নি, বরুণ, মরুদ্‌গণ, ও ক।

অ. বু. সু. ]

একবার অবদান করেন। অনন্তর তাঁহারা তদুপরি দুইবার আজ্যধারাপাত করিয়া উত্তরেই (দক্ষিণদিকে) অতিক্রমপূর্বক গমন করেন; গমন করিয়া অধ্বর্যুই (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন—'স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির যাজ্যা পাঠ করুন।' অনন্তর বষট্কার উচ্চারিত হইলে তাঁহারা উত্তরেই হোম করেন।

৪০। অনন্তর অধ্বর্যুই প্রা শি ত্র[৫৮] অবদান করেন। তিনি ই ড়া[৫৯] অবদান করিয়া (উত্তরবেদি) অতিক্রমপূর্বক প্রতিপ্রস্থাতাকে প্রদান করেন, এবং প্রতিপ্রস্থাতাও তদুপরি মারুতী পয়স্যা হইতে দুইবার অবদান করেন।[৬০] (অনন্তর অধ্বর্যু) তদুপরি দুইবার আজ্যধারাপাত করেন। (অতঃপর) তাঁহারা (ইড়াকে) উপহূত করিয়া[৬১] মার্জন করেন।[৬২]

৪১। অনন্তর অধ্বর্যুই বলেন—'ব্রহ্মন্, আমি কি (অগ্রে) প্রস্থান করিব?' তিনি সমিৎ নিক্ষেপ করিয়া (আগ্নীধ্রকে) বলেন—'আগ্নীধ্র, অগ্নিকে মার্জনা করুন!'[৬৩] সেই অধ্বর্যু (পৃষদাজ্যপাত্রস্থিত) পৃষদাজ্যকে[৬৪] স্রুগদ্বয়েই (অর্থাৎ জুহূ ও উপভৃতেই) বিভাগ করিয়া আনয়ন করেন।[৬৫] আর যদি প্রতিপ্রস্থাতার পৃষদাজ্য থাকে, তাহা হইলে তিনিও তাহা দ্বিধা বিভাগ করিয়া (জুহূ ও উপভৃতে) আনয়ন করেন; আর যদি তাঁহার সেখানে পৃষদাজ্য (গৃহীত) না থাকে, তাহা হইলে উপভৃতে যে আজ্য থাকে, তাহাই

---

৫৮। ১ম ভাগ, ২১৫ পৃ. ৭ টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৯। ঐ ৯ টীকা দ্রষ্টব্য।

৬০। কা. শ্রৌ. ৫. ৫৫. ২২—২৩।

৬১। ১. ৮.৩. ১৮, ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য।

৬২। নিজেকে অথবা অগ্নিকে, দ্রঃ—পূর্ববর্তী ১১শ কণ্ডিকা এবং ১.৬. ৪. ৫। সূত্রে এই মার্জনবিধি না দেখিয়া পদ্ধতিকার বলিয়াছেন যে, "সূত্রকৃতা তু কেনাভিপ্রায়েণ ন গৃহীতমিতি ন এব জানাতি।" কা. শ্রৌ. ৫.৫. ২৩।

৬৩। ১, ৬, ৪, ৩ ইত্যাদি।

৬৪। দধিমিশ্রিত আজ্যের নাম পৃ ষ দা জ্য।

৬৫। অর্থাৎ পৃষদাজ্যধানীস্থিত পৃষদাজ্যের অর্ধ অংশ জুহূতে ও অবশিষ্ট উপভৃতে আনয়ন করেন।

তিনি দিবা বিভাগ করিয়া আনয়ন করেন।[৬৬] তাঁহারা উভয়েই (অগ্নির ... দিকে) অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করেন। গমন করিয়া প্রথম-অনুযাজ-সম্বন্ধে অধ্বর্য্যুই (হোতাকে) বলেন—'দেবগণের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন!' (আর অন্যান্য অনুযাজসম্বন্ধে বলেন)—'যাজ্যা পাঠ করুন!' তাঁহারা চতুর্থ (অনুযাজে উপভৃতে স্থিত আজ্যকে জুহূতে) সমানীত করিয়া নয়টি অনুযাজ অনুষ্ঠান করেন।[৬৭] (বৈশ্বদেবপর্ব্বে) যে নয়টি প্রযাজ, এবং নয়টি অনুযাজ হয়, (তাহার কারণ এই যে), তিনি ইহাতে উত্তর দিক্ হইতেই ইহার ঊর্দ্ধ ও নিম্নে স্থিত প্রজাসমূহকে বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করেন। অতএব (বৈশ্বদেব-পর্ব্বে) নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজ হইয়া থাকে।

৩২। তাঁহারা উভয়েই স্রুক্‌সমূহকে (বেদিতে প্রথমে) স্থাপন করিয়া (তাহার পর) পরস্পর বিপরীত দিকে প্রেরণ (অর্থাৎ পৃথক্) করেন।[৬৮] স্রুক্‌সমূহকে পরস্পর বিপরীত দিকে প্রেরণ করিয়া ও প রি ধি সমূহকে (আজ্য-ধারা দ্বারা) লিপ্ত করিয়া,[৬৯] এবং তদনন্তর (মধ্যম) প রি ধি কে স্পর্শ করিয়া ও (আগ্নীধ্রকে) আহ্বান করিয়া অধ্বর্য্যুই (হোতাকে) বলেন—"দৈব্যহোতৃগণ মঙ্গল (-কল-) কথনের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন এবং মানবীয় হোতা সূক্তবাক কথনের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন।"[৭০] (অনন্তর হোতা) সূক্তবাক উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করেন। হোতা যখন সূক্তবাক উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তাঁহারা উভয়েই (নিজ-নিজ) প্র স্ত র কে উঠাইয়া গ্রহণ করেন, এবং উভয়েই তাহা (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন; তাঁহারা উভয়ে (তাহা) হইতে এক-এক খানি তৃণ গ্রহণ

---

৬৬। অর্থাৎ প্রথম অর্দ্ধ জুহূতে আসেচন করিয়া অবশিষ্ট অংশ চতুর্থ প্রযাজে আসেচন করেন।

৬৭। নয়টি অনুযাজদেবতা যথা—বর্হিঃ, দ্বারঃ, উষাসানক্তা, জোষ্ট্রী, ঊর্জাহুতী, দৈব্যা হোতারা, তিস্রো দেব্যঃ, নরাশংসঃ, স্বিষ্টকৃৎ। দ্রঃ—পূর্ব্বোক্ত ৫৪ টীকা; ১ম ভাগ ১৫২ পৃঃ।

৬৮। দ্রষ্টব্য ১. ৭. ১. ১।

৬৯। দ্রষ্টব্য ১. ৭. ১. ৭।

৭০। ১. ৭. ১. ৯—১০, এবং ঐ টীকা।

করিয়া (অগ্নির) নিকটে উপবেশন করেন ; এবং যখন হোতা সূক্তবাক উচ্চারণ করেন—

৪৩। তখন আগ্নীধ্র বলেন—'( গৃহীত তৃণখানিকে অগ্নিতে ) নিক্ষেপ করুন!' তাঁহারা উভয়েই ( তাহা ) নিক্ষেপ করেন, এবং নিজেকে স্পর্শ করেন।[৭১]

৪৪। অনন্তর ( আগ্নীধ্র অধ্বর্য্যুকে ) বলেন[৭২]—'আপনি ( আমার সহিত ) সম্ভাষণ করুন!' ( অধ্বর্য্যু তাঁহাকে প্রশ্ন করেন )—'হে আগ্নীধ্র, তিনি কি ( স্বর্গে ) গিয়াছেন?' ( আগ্নীধ্র বলেন )—'তিনি গিয়াছেন।' ( অধ্বর্য্যু বলেন )—'( দেবগণকে ) শ্রবণ করান!' ( আগ্নীধ্র উত্তর করেন )—'(তাঁহারা) শ্রবণ করিতেছেন!' ( অধ্বর্য্যু বলেন )—'দৈব হোতৃগণের স্বস্থান গমন! মানবীয় ( হোতৃগণের ) স্বস্তি!' অধ্বর্য্যুই ( আবার ) বলেন—'আপনি "শান্তি ও ভয়বিনাশ"[৭৩] বলুন!' ( অনন্তর ) তাঁহারা উভয়েই পরিধিসমূহকে ( অগ্নিতে ) নিক্ষেপ করেন,[৭৪] এবং উভয়ে স্রুক্‌সমূহ একসঙ্গে গ্রহণ করিয়া স্ফ্য-এর উপরে স্থাপন করেন।[৭৫]

৪৫। অনন্তর অধ্বর্য্যুই ( আহবনীয়ের নিকট হইতে গার্হপত্যের নিকটে ) প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প ত্নী সং যা জ[৭৬] করেন এবং প্রতিপ্রস্থাতা ( সেই সময় নীরবে ) উপবেশন করিয়া থাকেন। অধ্বর্য্যু প ত্নী সং যা জ করিয়া ( আহবনীয়-দেশে ) আগমন করেন।

৪৬। তিনি ( অধ্বর্য্যু, মন্ত্রত্রয়ের দ্বারা ) তিনটি স মি ষ্ট য জু র্হো ম[৭৭]

---

৭১। ১. ৭. ১.১৯ দ্রষ্টব্য।

৭২। ১. ৭. ১. ২০ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৭৩। ১. ৭. ২. ২৪, ১৭শ টীকা।

৭৪। ১. ৭. ১. ২২।

৭৫। ১. ৭. ১. ২৩-২৬।

৭৬। ১. ৭. ৩. ১ ইত্যাদি।

৭৭। ১. ৭. ৩. ২৫ ইত্যাদি ; ২. ৪; ২. ২৬।

করেন, এবং প্রতিপ্রস্থাতা নীরবেই ( দক্ষিণাগ্নিতে ) আহুতি প্রদান করেন।[৭৮] বৈশ্বদেব করিবার জন্য যজমান ও যজমানপত্নী যে বসনদ্বয় পরিধান করিয়াছিলেন, এখনো তাঁহাদের তাহাই থাকিবে।[৭৯] অনন্তর বারুণী পয়স্যার শুষ্ক কর্ষ[৮০] দ্বারা মিশ্রিত ( হবি ) গ্রহণ করিয়া ( যজমান, যজমানপত্নী ও ঋত্বিক্‌গণ ) অ ব ভৃ থে র[৮১] ( জলের ) নিকটে গমন করেন। ইহা ( এই হবি ) বরুণের, ( অতএব ) বরুণের সম্বন্ধ নিবারণের জন্য ( তাঁহারা ঐ স্থানে গমন করেন )। সেখানে সাম গীত হয় না,[৮২] কেননা সামের দ্বারা এখানে কিছু করা হয় না। অতএব নীরবেই ( অবভৃথের ) নিকট গমন করিয়া ও (তাহাতে) প্রবিষ্ট হইয়া ( অধ্বর্যু সেই শুষ্ককর্ষমিশ্রিত হবিঃপাত্র অবভৃথে ) মগ্ন করিয়া দেন।[৮৩]

৪৭। ( তিনি তাহা এই মন্ত্রে মগ্ন করেন )—"হে অবভৃথ ( উদক ), হে নীচগামী, তুমি অত্যন্ত গমন করিয়া থাক ; তুমি ( এখন ) নীচে গমন কর !

---

৭৮। অর্থাৎ দক্ষিণবেদির দক্ষিণাগ্নিতে প্রবাহিত আজ্য দ্বারা অমন্ত্রকই ঐ তিন স মি ষ্ট-য জু র্হো ম করেন। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ২৮।

৭৯। অর্থাৎ বৈশ্বদেবপর্বে যজমানের নিজের যে কার্য্য থাকে তাহা অনুষ্ঠিত হইবার পরেও তিনি ও তাঁহার পত্নী ঐ বসন পরিধান করিবেন। অ ব ভৃ থ স্নানের পর এই বসন ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে কাহাকেও দিতে হয় ( ৪৭ কণ্ডিকা ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য )।

৮০। দুগ্ধ প্রভৃতি জ্বাল দিলে কড়ায়ের মধ্যে তলদেশে যে অংশ শুখাইয়া বা পুড়িয়া লাগিয়া থাকে, তাহারই নাম ক র্ষ। মূলে এই শব্দই আছে। সায়ণ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—"কামকর্ষমিশ্রং কামোষ্ণতিপাকেন দগ্ধপাত্রে সংসক্তঃ, কৃষ্‌ বিলেখনে, কৃষ্যত ইতি কর্ষঃ, কামশ্চাসৌ কর্ষশ্চেতি।" কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে ( ৫. ৫. ৩০ ) ঐ অর্থে নি ক া ষ শব্দ পঠিত হইয়াছে। বৃত্তিকার তাহার অর্থ করিয়াছেন—"তাপবশাদধঃস্থালীতললগ্নঃ পয়স্যাশেষঃ।"

৮১। অ ব ভৃ থ স্নান সোম যাগে প্রসিদ্ধ। সোমলিপ্ত পাত্রসমূহ ইহাতে নীচু করান হয়—ডুবাইয়া দেওয়া হয় বলিয়া ঐ জলের নাম অ ব ভৃ থ। সায়ণ লিখিয়াছেন—"সোমলিপ্তানি পাত্রাণি অবাচীনাত্মন্মিন্ ক্রিয়ন্ত ইত্যবভৃথঃ"—পরবর্ত্তী কণ্ডিকা। মহীধর লিখিয়াছেন ( বা. স. ৩. ৪৮ )—"অর্বাচীনানি পাত্রাণি ক্রিয়ন্তে যস্মিন্ যজ্ঞবিশেষে (?) সোঽবভৃথঃ।" কিন্তু বাজসনেয়িসংহিতায় এই প্রসঙ্গের মন্ত্রটি ( ৩.৪৮ ) আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, পাপসমূহ ইহার মধ্যে অ ব ভৃ ত ( নীচে ধৃত ) হয় বলিয়া ঐ জলের নাম অ ব ভৃ থ হইয়াছে।

৮২। দ্র:—৪. ৪. ৫. ৮।

৮৩। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ২৮—২৯।

আমি দেবগণের নিকটে ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যে পাপ করিয়াছি এবং মর্ত্যগণ (ঋত্বিগ্‌গণ) মর্ত্যসমূহের নিকট যে পাপ করিয়াছেন, তাহা তোমার নীচে নিক্ষিপ্ত করিতেছি। হে দেব, বহু (-দুঃখ-) প্রদ (পাপরূপ) বধ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।"[৮৪] ইহারা উভয়ে (যজমান ও যজমানপত্নী) যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকেই (পরিহিত বসনযুগল) প্রদান করিবেন; কেননা, দীক্ষিত (হইবার সময় যাহা পরিধান করিয়াছিলেন, সেই) বসনযুগল (আর পরিধেয়) নহে।[৮৫] অহি যেমন ত্বক্ হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, তিনিও (যজমানও) সেইরূপ ইহাতে (সমস্ত পাপ হইতে) নির্ম্মুক্ত হন।

---

৮৪। বা. স. ৩. ৪৮; কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ৩০।

৮৫। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ৩৪; কাত্যায়ন এখানে বলিয়াছেন যে, অধিকৃত অর্থাৎ ঋত্বিগ্‌গণের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহাকে দিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে সূত্র ও পদ্ধতিতে (৫. ৫. ৩০—৩৩) এই কয়টি কার্য্য উক্ত হইয়াছে:—যজমান, তাঁহার পত্নী, ও ঋত্বিগ্‌গণ পূর্ব্বোক্ত বারুণী পয়স্যার পাত্রস্থিত নিকাষ, জুহূ, ধ্রুব, আজ্যস্থালী, সমিৎ, স্রুতাবদান, স্ফ্য, বর্হির্মুষ্টি ও পরিধেয় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া কোন প্রবাহযুক্ত নদীপ্রভৃতি জলাশয়ের যে স্থানে জল স্থির থাকে সেই স্থানে উপস্থিত হন। প্রবাহযুক্ত জলাশয় না পাইলে যে-কোন জলসমীপে গেলেও চলে। অনন্তর অধ্বর্য্যু বাহু ধারণ করিয়া যজমানকে জলে প্রবেশ করান, এবং নিজেও প্রবিষ্ট হইয়া জুহূতে আজ্যস্থালী হইতে চারিবার আজ্য গ্রহণ করিয়া জলের উপরে কুশ বিছাইয়া দেন এবং একখানি সমিৎ গ্রহণ করিয়া তদুপরি স্থাপন করেন এবং তাহাতে (বা. স. ৮. ২৪ মন্ত্রে) অগ্নিকে এক আহুতি হোম করেন। অনন্তর বর্হির্ভিন্ন সমিৎপ্রভৃতি চারিটি প্রযাজের অনুষ্ঠান করেন, অনন্তর নিকাষ হইতে দুইবার অবদান করিয়া একটি আহুতি বরুণকে এবং তদনন্তর আর একটি আহুতি এক সঙ্গে অগ্নি ও বরুণকে দেওয়া হয়। বাজসনেয়িগণের পক্ষে ছয়টি আহুতি দেওয়াই নিয়ম। শাখান্তরে দশটি আহুতি দেওয়া বিধান আছে; যথা, বর্হির্ভিন্ন চারিটি প্রযাজ, দুইটি আজ্যভাগ, একটি বরুণের, একটি বরুণ ও অগ্নির এক সঙ্গে, এবং তদনন্তর দুইটি অনুযাজ। শুক্লব্রাহ্মণ-অনুসারে হরিস্বামী বলেন যে, এই আহুতিগুলি আ জি র স গ ণে র (৪ ৪. ৫. ২০)। এই আহুতিদান শেষ হইলে অধ্বর্য্যু ঐ নিকাষস্থালীকে "হে অ ব ভৃ থ—" ইত্যাদি মন্ত্রে (বা. স. ৩. ৪৮) জলে ডুবাইয়া দেন। অনন্তর যজমান ও তৎপত্নী স্নান করেন, কিন্তু ডুব দেন না, এবং পরস্পর পরস্পরের পৃষ্ঠদেশ ধুইয়া দেন। তৎপর উভয়ে পৃথক্ বস্ত্র পরিধান করিয়া পূর্ব্বপরিহিত বসনদ্বয় ঋত্বিগ্‌গণের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা দান করেন।

করিয়াছিলেন, এবং তাহার অনাকুল তেজোহীন ও পাপহীন হইয়া ... হইয়াছিল; আর এই সা ক মে ধ দ্বারা দেবগণ বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, এবং এই যে ইহাদের বিজয় হইয়াছে, তাহা তাঁহারা ইহারই দ্বারা জয় করিয়াছিলেন। ইনি (যজমান) ইহা (সাকমেধ) দ্বারা এইরূপই দ্বেষকারী পাপ শত্রুকে বধ করেন, এবং সেইরূপই বিজয় লাভ করিয়া থাকেন। সেইজন্যই ইনি (বরুণ-প্রঘাসের) চতুর্থ মাসে ইহা (সাকমেধ) দ্বারা যাগ করেন। তিনি অব্যবহিত দুইদিন যাগ করিয়া থাকেন।

২। তিনি পূর্ব্বদিন অ নী ক বা ন্[৩] অগ্নিকে অষ্টকপাল সংস্কৃত পুরোডাশ প্রদান করেন।[৪] দেবগণ বৃত্রকে বধ করিবার জন্য অগ্নিকেই অনীক (অগ্র অর্থাৎ অগ্রগামী) করিয়া সম্মুখে তাহার নিকট গমন করিয়াছিলেন, এবং তেজঃস্বরূপ অগ্নি (তাহাতে) ব্যথিত হন নাই। ইনি (যজমান) এইরূপেই ইহার দ্বারা পাপ ও দ্বেষকারী শত্রুকে বধ করিবার জন্য অগ্নিকে অনীক করিয়া সম্মুখে গমন করেন, এবং সেই তেজোরূপ অগ্নিতে ব্যথিত হন না।

৩। অনন্তর তিনি মধ্যাহ্নে সা ন্ত প ন[৫] মরুদ্গণকে একটি চরু প্রদান করেন। সান্তপন মরুদ্গণ মধ্যাহ্নে বৃত্রকে সন্তপ্ত করিয়াছিলেন, এবং সে

---

৩। বৈদিক সাহিত্যে অ নী ক শব্দের অর্থ স্থানে স্থানে মুখ বা মণ্ডল দেখা যায়, আবার কোন কোন স্থানে তাহার অর্থ অগ্র লিখিত হইয়াছে। "অনীকবন্তঃ অগ্রবন্তঃ"—সায়ণ, অথ. স. ৩. ৩৩. ১। শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র (৩. ৩. ৫, ১৪৫. ২. ৫. . ২) এই অর্থই বোধ হয়। কখন কখন আবার সৈন্য অর্থ করা হয় (সায়ণ, তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৬. ১; তৈ. স. ১. ৮, ৪, ১)। সায়ণ আর এক স্থানে (তৈ. স. ১. ২. ১১) লিখিয়াছেন—"অনীকবন্তঃ বাণস্য প্রথমভাগাঃ ... শত্রুশরীরে ... তেজবস্তপ্তবন্তম্।" মূল ব্রাহ্মণেরই অন্যত্র (৫. ৩. ১. ১) ইহার অর্থ সেনানী করা হইয়াছে। এখানে অগ্র, সৈন্য, বা সেনানী অর্থ করিতে পারা যায়। এখানে অগ্র বলিতে অগ্নির শিখা বুঝিতে হইবে।

৪। সাকমেধের পূর্ব্বদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে একটি একটি ... ইষ্টি করিতে হয়। এখানে প্রাতঃকালের ইষ্টি বিহিত হইল।

৫। অর্থাৎ সন্তাপকারী।

যজ্ঞ-প্রধান [illegible] করিতে পরিকীর্ণ হইয়া৬ তাঁহারা পড়িয়াছে [illegible]
যজমানের এইরূপই ইহার ( যজমানের ) পাপ ও দ্বেষকারী শত্রুকে [illegible]
এবং দোহনের ( তিনি ) সায়ংকালে যজমানগণকে ( চরু প্রদান করেন )।

৪। অনন্তর তিনি ( সায়াহ্নে ) গৃ হ মে ধী ( গৃহস্থ ) [illegible]
( পলাশ ) শাখা দ্বারা বৎসগণকে ( গাভীর নিকট হইতে ) অপসৃত করিয়া ( ও
তদনন্তর ) প বি ত্র যু ক্ত ( পাত্রে দুধ ) দোহন করিয়া৭ তাহা দ্বারা চরু পাক
করেন ; তাহা চরুই হইয়া থাকে। তাঁহারা যে-কোন স্থানে তণ্ডুল নিক্ষেপ
করেন, তাহাই সার হয় ; এবং দেবগণ প্রাতে বৃত্রকে বধ করিবার জন্য ( পূর্ব-
দিন সায়াহ্নে ) তাহা ধারণ করিয়াছিলেন। ইনি ( যজমান ) এইরূপই পাপ ও
দ্বেষকারী শত্রুকে বধ করিবার জন্য সার ধারণ করেন। তাহা ( সেই চরু )
যে ক্ষীরৌদন৮ হয়, তাহার কারণ এই যে, দুগ্ধ সার এবং তণ্ডুলও সার ;
এবং তিনি ইহাতে এই উভয় সারকে নিজের মধ্যে ধারণ করিতে পারেন ; এবং
সেই জন্যই ক্ষীরৌদন হইয়া থাকে।

৫। তাহার৯ প্রয়োগ (এইরূপ):—সা ন্ত প ন মরুদ্গণের জন্য যে ( কুশ-)
আস্তীর্ণ বেদি হয়, তাহাই ( এই গৃহমেধীয় ইষ্টিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে )।
তাঁহারা সেই আস্তীর্ণ বেদিতে প রি ধি সমূহ ও কাষ্ঠখণ্ডসমূহ উপস্থাপিত
করেন, এবং ( গাভী ) দোহন করিয়া চরু পাক করেন, চরু পাক করিয়া
তাহাতে আজ্যধারা নিক্ষেপপূর্বক ( অগ্নি ) হইতে উঠাইয়া রাখেন।

৬। অনন্তর তাঁহারা দুইখানি শরাব ( "পিপিল" ) অথবা দুইখানি বৃহৎ
ও গভীর পাত্র১০ (জলে ধুইয়া) শুদ্ধ করেন, এবং সেই দুইখানিতে ইহা ( চরু )
দুইভাগে ( বিভক্ত ) করিয়া স্থাপন করেন। তিনি ( অধ্বর্যু ) তাহাদের মধ্যে
(ঘৃত-আসেচনের জন্য ) এক-একটি গর্ত করিয়া তন্মধ্যে ঘৃত আসেচন করেন।১১

---

৬। সর্বতোভাবে কাটিয়া দিয়া।

৭। ১, ৫, ৪, ১ ইত্যাদি।

৮। ক্ষীর—দুগ্ধ, ওদন—অন্ন, দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন।

৯। অর্থাৎ গৃহমেধীয় যাগের।

১০। "পাত্র্যৌ" ; "[illegible] পাত্র্যৌ"—কা. শ্রৌ. ৫. ৩. ১১, বৃত্তি।

১১। কা. শ্রৌ. ৫. ৩. ১৫।